চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 11 Monday,11 December, 2023 ❋ ২৯ বর্ষ, ১১ সংখ্যা ❋ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, সোমবার, ১১ ডিসেম্বর, ২০২৩ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আগামী ১৪ ই ডিসেম্বর শুরু হতে চলেছে এবছরের টাকী গ্রামীণ সংস্কৃতি ও বইমেলা। তার আগে আজ সকালে মেলা কমিটির পরিচালনায় এক ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রথম স্থান অধিকার করেন বারাসাতের সতীশ শিং ... বিস্তারিত পাতা ৩

বীরভূম জেলায় ট্রাক্টর ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৩ জন। দাহ করে বাড়ি ফেরার পথে শনিবার রাতে পাথর বোঝাই ট্রাক্টরের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় মৃত্যু হয় তিন জনের। মৃতদের বাড়ি বীরভূমের নলহাটির পাইকপাড়ায়।.... বিস্তারিত পাতা ৫

অ্যাডিনয়েড বড় হয়ে গেলে নাক বন্ধ হয়ে যায়। তখন নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়। এর ফলে ঘুমের ব্যাঘাতসহ শিশুদের মারাত্মক কিছু শারীরিক জটিলতা হতেপারে। শীতের সময় এই সমস্যা বাড়তে পারে।
.... বিস্তারিত পাতা ৬

দীর্ঘ ১৬ বছর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। গতরাতে সিরিজ নির্ধারনী তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বৃষ্টি আইনে ৪ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে।
...বিস্তারিত পাতা ৮

মহুয়ার সাংসদ পদ বাতিলে বেনিয়ম! লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ লোকসভা থেকে যাকে বহিস্কার করা হয়েছে মহুয়া মৈত্রকে। আর তার পরেই তার সেই বহিস্কার নিয়ে সরাসরি তোপ দাগলেন লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল। 'বিনিময়ে প্রশ্ন অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেসের কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে লোকসভা থেকে বহিস্কার আদৌও যুক্তিসঙ্গত কিনা, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন লোকসভার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল পিডিটি আচার্যও। তিনি বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষীদের 'একগজামিন' করার অধিকার ছিল মহুয়ার। ভারতীয় সংসদ যে ব্রিটিশ সংসদ হাউস অব কমন্সের ধারাতে চলে সেখানেও এই অধিকার দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, এথিক্স কমিটির কাছে মহুয়া তাঁর বিরুদ্ধে হলফনামায় সাক্ষী দেওয়া দর্শন হীরানন্দানিকে ডাকার এবং তাঁকে ক্রস এগজামিন করা দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু কমিটি তাতে কর্ণপাত করেনি। লোকসভায় এথিক্স কমিটির রিপোর্টের উপর আলোচনাতেও তৃণমূলের পক্ষ থেকে তাদের মুখ্যসচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়টিতেই বিশেষভাবে সরব হয়েছিলেন। যদিও সরকারপক্ষের তরফ থেকে কেউই সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। শুধু মহুয়ার অধিকারই নয়, এথিক্স কমিটির অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আচার্য। তাঁর মতে, মহুয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত এথিক্স কমিটি নয় সংসদের প্রিভিলেজ কমিটির কাছে যাওয়া উচিত ছিল। এথিক্স কমিটি নীতি নৈতিকতা নিয়ে বিচার করতে পারে, কিন্তু এখানে মহুয়ার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত করার অধিকার প্রিভেনশন অফ কোরপাশন অ্যাক্টের আওতাতে সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় সংস্থার করার রয়েছে বলেও মত প্রকাশ করেছেন তিনি। সঙ্গে আচার্য একথাও জানিয়েছেন, লগ ইন আইডি শেয়ার করা নিয়ে নির্দিষ্টি কোনও নিয়ম নেই। তাই সাংসদরা কার সঙ্গে তা শেয়ার করতে পারবেন বা পারবেন না, সেই বিষয়টিও স্পষ্ট নয়। প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেলের বক্তব্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই মহুয়ার বিরুদ্ধে লগ ইন আইডি শেয়ার করার কথা বলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা সত্যি হয় কিন দেখা যাক।

উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকদের জন্য কল্পতরু মমতা

শুধু পাট্টা নয়, জমিতে বাড়ি তৈরি করতেও আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১০ ডিসেম্বর ঃ লোকসভা নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে মাস্টারস্ট্রোক দিলেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রতিশ্রুতি রেখে চা বাগানের শ্রমিকদের হাতে জমির পাট্টা তুলে দিলেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি জানালেন, শুধু পাট্টা নয়, জমিতে বাড়ি তৈরি করতেও আর্থিক সাহায্য করবে রাজ্য। এমনকী, বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানের শ্রমিকদের জন্যও বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার আলিপুরদুয়ারে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মমতা। সেখানে ৪ হাজার ৬৪২ জন চা শ্রমিকের হাতে পাট্টা তুলে দিয়েছেন। সঙ্গে বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্যও করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন,১৩ হাজার চা শ্রমিককে জমির পাট্টা ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। এর পরই বন্ধ হয়ে যাওয়া চা বাগানের শ্রমিকদের জন্যও বড় ঘোষণা করেছেন তিনি। ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগানের

গেটে তালা ঝুলেছে। কাজ হারিয়েছেন বহু মানুষ। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার কথা জানালেন মমতা। পাশাপাশি বিনামূল্য বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়ার কথাও জানিয়ে রাখলেন। এর ফলে ডুয়ার্সের বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিন সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান থেকে বিজেপিকেও বিঁধেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এও বলেন, আমরা বিজেপির মতো নই। কথা দিলে কথা রাখি। বন্ধ থাকা চা বাগান খোলার কথা আগে বলেছিল। লোকসভা ভোটের আগে আবার বলবে। কিন্তু কাজ করবে না। আমরা কথা রেখেছি। সাধারণ মানুষের পাশে আমরা সব সময়ই রয়েছে।

গত ১৫ বছরে ইতিহাস গড়েছে ভারত ঃ জয়শংকর

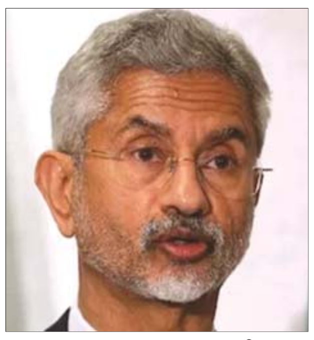

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ বিশ্বের অন্য দেশগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারবর্ষ। তার জন্য ভারতকে বিশ্বায়নের সময়ে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে এই অসম প্রতিযোগিতা। তবে ধরে নেওয়া হত, এই প্রতিযোগিতা মানতেই হবে ভারতকে। এক সম্মেলনে গিয়ে এই মন্তব্য করলেন এস জয়শংকর। তবে বিদেশমন্ত্রীর মতে, গত ১৫ বছরে ইতিহাস গড়েছে ভারত। আগে ভারতকে পিছনের অফিস বলে মনে করা হত কিন্তু এখন বিশ্বকে ওষুধ সরবরাহ করছে ভারত। ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্সের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জয়শংকর। তিনি বলেন, ঘরে-বাইরে অসম প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়তে হয়েছে ভারতকে। কীভাবে তথ্য পাওয়া যাবে, তার ভিত্তিতে কীভাবে নীতি নির্ধারণ করা হবে- নানা ক্ষেত্রে অসম প্রতিযোগিতা চলত। দীর্ঘদিন ধরে এটাই বলা হত, এখন বিশ্বায়নের যুগে এভাবেই চলবে সবকিছু। কিন্তু সবকিছু মেনে নেওয়ার দরকার নেই। যদি অসম প্রতিযোগিতা হয় তাহলে সেটা স্পষ্ট করে জানাতে হবে।

বিশ্বায়ন শুরুর পরে ভারত কীভাবে উন্নতি করেছে,সেই কথা উঠে এসেছে জয়শংকরের বক্তব্যে। তিনি বলেন, ১৫ বছর আগে আমাদের বিশ্বের ব্যাক অফিস বলা হত। কিন্তু আজ ভারতকে বিশ্বের ফার্মাসি, ডিজাইনার, গবেষক বলা হচ্ছে। ডিজিটাল ক্ষেত্রেও পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে ভারত। বর্তমান বিশ্বে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে ভারতের সাফল্য।

আগামী ২৫ বছরের জন্যও দেশকে তৈরি থাকতে হবে বলে বার্তা দেন বিদেশমন্ত্রী। তাঁর মতে, আগামী ২৫ বছরে এআইয়ের মতো কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে। তার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে গোটা দেশকে। তিনি এও বলেন, সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি চলতি দশকেই হয়ে গিয়েছে।

শীতের শুরুতেই ভয় দেখাতে শুরু করেছে করোনা!

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ শীত শুরুর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব দেখাতে শুরু করেছে করোনা। গত ২৪ ঘন্টায় সারা দেশে ১৬৬ জনের আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড করা হয়েছে। এরফলে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৯৫। রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত এটাই স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান। এর মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা কেরলে সব থেকে বেশি। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, শীতে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে কাশি, সর্দি ও নিউমোনিয়ার মতো রোগ বাড়তে থাকে। এসব এড়াতে সতর্কতামূলক পদক্ষেপই একমাত্র হাতিয়ার বলেই মনে করছেন তাঁরা। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, দৈনিক ভিত্তিতে গড় মামলার সংখ্যা ১০০। যা তুলনামূলকভাবে পরিস্থিতি স্থিতিশীল বলেই প্রকাশ করে। উল্লেখ্য যে মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে একদিনে সর্বনিম্ন সংখ্যক নতুন আক্রান্ত এই বছরের জুলাইয়ে রেকর্ড করা হয়েছিল ২৪। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৪৪ কোটিতে পৌঁছেছে। মৃতের সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে ৫,৩৩, ৩০৬। মৃত্যুর হার ১.১৯। আক্রান্ত থেকে সুস্থ হওয়ার জাতীয় হার ৯৮.৮১ শতাংশ। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেশে এখনও পর্যন্ত ২২০.৬৭ কোটি ডোজ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রক দেশে করোনার সাম্প্রতিক বৃদ্ধিতে সতর্ক। এর ওপরে নিবিড় নজর রাখা হচ্ছে। সংক্রমণের সম্ভাব্য বৃদ্ধি রোধে, সুরক্ষা প্রোটোকলের পাশাপাশি টিকাদানের শক্তিশালী প্রচার অভিযান গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

মায়াবতীর ঘোষণায় প্রতিক্রিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের

দুরন্ত বার্তা, কলকাত, ১০ ডিসেম্বর ঃ নিজের উত্তরসূরির নাম ঘোষণা করলেন বহুজন সমাজবাদী পার্টি সুপ্রিমো মায়াবতী। নিজের ভাইপো আকাশ আনন্দকেই সেই দায়িত্ব দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। এনিয়ে ইতিমধ্যেই জাতীয় রাজনীতিতে নানা প্রতিক্রিয়া মিলছে। বাংলার শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও প্রতিক্রিয়া দেওযা হল। দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, মায়াবতীজির সিদ্ধান্ত তাঁদের নিজেদের দলের ব্যাপার। তবে তিনি নতুন প্রজন্মকে তুলে আনতে চাইলেন, সেই প্রতিনিধিকে অভিনন্দন বা স্বাগত জানাই। আশা করি, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিরা ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল শক্তির সঙ্গে কাজ করবে। আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে সংগঠন নিয়ে বড়সড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মায়াবতী। দলীয় বৈঠকে বিএসপি সুপ্রিমো ঘোষণা করে দিয়েছেন, এবার থেকে উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড ছাড়া তাঁর দলের সব রাজ্যের কাজকর্ম দেখবেন তাঁর ভাইপো আকাশ আনন্দ। এমনিতে বিএসপি জাতীয় দল। তবে উত্তরপ্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডের বাইরে প্রভাব সীমিত। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাবের মতো কিছু রাজ্যে বিএসপির প্রভাব থাকলেও সেসব জায়গায় কমজোর সংগঠন। আপাতত ওই রাজ্যগুলিতেই সংগঠন বাড়ানোর দায়িত্ব প।ছে আকাশের উপর। বিএসপি সুপ্রিমোর এই সিদ্ধান্তে দলের অনেকেই খুশি নন। শুরু হয়েছে সমালোচনা। তৃণমূল অবশ্য মায়াবতীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ প্রতিক্রিয়া দিয়ে বলেন, মায়াবতীজি কী সিদ্ধান্ত নিলেন, সেটা তাঁদের বহুজন সমাজবাদী পার্টির নিজেদের ব্যাপার। তা নিয়ে মন্তব্য করব না। তবে উনি যে নতুন প্রজন্মকে এভাবে এগিয়ে দিতে চাইছেন, তাকে স্বাগত জানানো প্রয়োজন রয়েছে। এখন তো নতুন প্রজন্মকেই কাজ করতে হবে। তাঁদের গাইড করার জন্য অবশ্যই মায়াবতীজি ও দলের অন্যান্য বর্ষীয়ান নেতারা থাকবেন। কিন্তু রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে যুব প্রজন্মকেই। যুব সমাজই আজকের রাজনীতিতে মূল স্রোতে থাকবে।

আধার কার্ড তৈরি এখন আরও সহজ, নয়া নিয়ম জানিয়ে দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ আধার কার্ড তৈরি করতে আর বাধ্যতামূলক নয় আঙুলের ছাপ বা রেটিনা স্ক্যান! মূলত বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের কথা ভেবে নয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। বিশষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি আঙুলের ছাপ নেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলেও তাঁর আধার কার্ড তৈরি আটকানো যাবে না। সেক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে আইরিশ স্ক্যান প্রযুক্তি।

হাতে আঙুল না থাকায় সম্প্রতি জোসিমল পি জোস নামে কেরলের বাসিন্দা এক মহিলা আধার কার্ড করাতে পারছিলেন না। পরে যদিও কেন্দ্রীয় তথ্য-প্রযুক্তি রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখরের হস্তক্ষেপে তাঁর নাম ওঠে। এরপরই শনিবার কেন্দ্রীয় সরকার আধার নিয়ে নয়া বিবৃতি জারি করেছে। রাজীব চন্দ্রশেখর

জানিয়ে দিয়েছেন, কারও হাতের আঙুল না থাকলে বা রেটিনা স্ক্যান করা সম্ভব না হলেও আধার কার্ড করা আটকানো যাবে না। কেন্দ্রের নতুন বিবৃতি অনুযায়ী জানতে পারা গিয়েছে, যারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন অর্থথা কোনওরকম শারীরিক প্রতিবন্ধকতা আছে, তাঁদের বিকল্প কোনও বায়েমেট্রির মাধ্যমে আধার কার্ড ইস্যু করতে হবে। কারও আঙুল না থাকলে চোখের মণি স্ক্যান করে আধার কার্ড দিতে হবে। আবার কারও চোখের মণি স্ক্যান না করা গেলে আঙুলের ছাপেই কাজ চালানো যাবে। অর্থাৎ কোনও একটি বায়োমেট্রি পেলেই আধার কার্ড তৈরি করতে হবে।

কারও ক্ষেত্রে যদি দুটির কোনওটিই না পাওয়া যায়, তারও আধার কার্ড আটকানো যাবে না। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র যোগ্য আবেদনকারীর নাম, লিঙ্গ, ঠিকানা, জন্ম তারিখ-সহ অন্য কোনও বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট সফ্টওয়্যারে আপলোড করা হবে। প্রামাণ্য ছবি তুলে এধরনের আবেদনকে ' ব্যতিক্রমী হিসেবে নথিভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতা কোনওভাবেই আধার কার্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে উঠবে না।

ইন্ডিয়া জোটে 'জট' নিয়েই ১৯ ডিসেম্বর বৈঠক

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ আগামী ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠক হতে চলেছে। কংগ্রেস সূত্রে এই খবর পাওয়া গিয়েছে। এই বৈঠকে অভিন্ন কর্মসূচি ও আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানা গিয়েছে। এই বৈঠকে বিরোধী দলগুলি সিদ্ধান্ত নেবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের অভিন্ন অ্যাজেন্ডা কী হবে। প্রসঙ্গত লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ইন্ডিয়া ব্লক তৈরি করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হল বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে পরাজিত করা। তবে ইন্ডিয়া ব্লকের চতুর্থ বৈঠকের আগেই অবশ্য জোটে জট তৈরি হয়েছে। বাংলায় তৃণমূল-কংগ্রেস-বামেদের মধ্যে আসন সমঝোতা কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, বাংলায় তৃণমূল-কংগ্রেস-বামেদের মধ্যে আসন সমঝোতার কোনও প্রশ্নই নেই। হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্যে সাম্প্রতিক পরাজয়ের পরে আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা কংগ্রেসের কাছে কঠিন হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। সূত্রের খবর অনুযায়ী, কংগ্রেস ইতিমধ্যে অখিলেশ যাদবের সঙ্গে মতপার্থক্য মিটিয়েছে। কারণ তিনি ১৯ ডিসেম্বরের বৈঠকে হাজির থাকতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে ছয় ডিসেম্বর কংগ্রেসের তরফে ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠক আহ্বান করেও তা স্থগিত করে দেওয়া হয়। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার তিন দিন পরে ডাকা বৈঠকে অখিলেশ যাদব, নীতীশ কুমার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অনেক নেতানেত্রী উপস্থিত নাও থাকতে পারেন বলে ইঙ্গিত মেলায় তা স্থগিত করে দেওয়া হয়। কংগ্রেস সূত্রে বলা হয়েছে, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে খুব বেশি সময় নেই। হাতে আড়াই মাস সময় রয়েছে।

১৫ ডিগ্রির নিচে নামতে পারে কলকাতার তাপমাত্রা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ শীতবিলাসীদের জন্য ভালো খবর। কমে গেল কলকাতা-সহ রাজ্যের তাপমাত্রা। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি পৌঁছতে পারে বলেও মনে করছে আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। তবে দু-এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ সোমবার নতুন করে একটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝা তৈরি হবে। তবে এখনই তার প্রভাব শীতের উপর পড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে। কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় জেলায় কুয়াশার দাপট বজায় থাকবে। উত্তরবঙ্গে দৃশ্যমানতা ২০০ মিটারের নিচেও চলে যেতে পারে। দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা আর নেই। উত্তর-পশ্চিমের বাতাস বইবে। অবাধ উত্তুরে হাওয়ার প্রভাব ক্রমশ বাড়বে। আস্তে আস্তে নামবে পারদ। আগামী দুদিনে রাতের তাপমাত্রা বা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। এই সপ্তাহে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি নেমে যেতে পারে। রবিবার কলকাতার তাপমাত্রা ১৭.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে ১২ ডিগ্রির নিচে নেমে যাবে পারদ। বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায়। মঙ্গল ও বুধবার দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা। মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে বজায়

থাকবে ঘন কুয়াশার দাপট। হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদয়ার ও উত্তর দিনাজপুর জেলায়। আগামী তিন-চার দিনে উত্তরবঙ্গের তাপমাত্রা প্রায় একইরকম থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু বাংলাই নয় মধ্য ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতেও ক্রমশ বাড়বে শীতের দাপট, মেনটাই বলছে আবহাওয়া দপ্তর।

দেশে বাড়ছে মেরুকরণ এবং অসহিষ্ণুতা ঃ প্রধান বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ সোশাল মিডিয়া বা সমাজমাধ্যমের জন্যই দেশে বাড়ছে মেরুকরণ এবং অসহিষ্ণুতা। উদ্বেগ প্রকাশ করলেন খোদ দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। তাঁর মতে মেরুকরণ বাড়ছে বিশ্বজুড়েই। আর ভারতও সেটার ব্যতিক্রম নয়। প্রধান বিচারপতির মতে, বর্তমানে বিশ্বজুড়েই ডান, বাম এবং মধ্যপন্থীদের মধ্যে মেরুকরণ দেখা যাচ্ছে। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এর নেপথ্যে রয়েছে সমাজবাধ্যমের বা।বা।ন্ত। এর ফলে অসহনশীলতাও বাড়ছে। নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে আক্রমণও বাড়ছে। যুব সমাজের মধ্যে সোশাল মিডিয়ার কুপ্রভাব নিয়েও উদ্বেগপ্রকাশ করেছেন চন্দ্রচূড়। প্রধান বিচারপতি

বলছেন, আমাদের অবিচারের বিরুদ্ধে ল।তে হবে। আর সেটার জন্য এর মুখোমুখি হতে হবে। এটা খারাপ সময়, কেটে যাবে, এমন ভেবে উপেক্ষা করা যাবে না। বারবার এই অসহনশীলতাকে উপেক্ষা করে গেলে সেটা বাড়তে বাড়তে সামাজিক অবক্ষয়ে পরিণত হবে। এটার বিরুদ্ধে আরও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়তে হবে। প্রধান বিচারপতির মুখে এদিন যে উদ্বেগের সুর শোনা গিয়েছে, সেটা সম্ভবত গোটা দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আওয়াজ। দেশে অসহিষ্ণুতা যে বাড়ছে, সেটা অস্বীকার করার মতো জায়গায় নেই শাসকদলও। আর এই অসহিষ্ণুতার মতো ব্যধির মূল উস যে সোশাল মিডিয়াই, সেটা একবাক্যে মেনে নিচ্ছে ওয়াকিবহাল মহল।

প্যালেস্টাইনের প্রধানমন্ত্রী-জয়শংকরের ফোনে কথা

গাজা-ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক নিয়ে উদ্বেগ

প্যালেস্টাইন,১০ ডিসেম্বর ঃ প্যালেস্টাইনের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ সাতায়েহর সঙ্গে কথা বললেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। সেখানেই বিদেশমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দেন, প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থানই এখনও বজায় রেখেছে নয়াদিল্লি। উল্লেখ্য, বরাবরই স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী ভারত। ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষ চলাকালীনও রাষ্ট্রসংঘে দাঁড়িয়ে ভারতের প্রতিনিধি বলেছিলেন, 'চাই স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পাক প্যালেস্টাইন।' এহেন পরিস্থিতিতেই শনিবার প্যালেস্টাইনের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন জয়শংকর। এক্স হ্যান্ডেলে সেই বৈঠকের কথা জানান তিনি। টুইট করে বিদেশমন্ত্রী বলেন, আজ বিকেলে মহম্মদ সাতায়েহর সঙ্গে কথা হয়েছে। গাজা ও ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের অবস্থানও তাঁর কাছে স্পষ্ট করা হয়েছে। আগামী দিনেও যোগাযোগ থাকবে দুই পক্ষে। উল্লেখ্য, দুই মন্ত্রীর এই কথোপকথনের আগের দিনই লোকসভায় উঠে এসেছিল গাজার প্রসঙ্গ। সেখানে

জয়শংকর বলেছিলেন, হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষের জেরে ক্রমশই নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে। তা নিয়ে ভারত যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর বার্তাও দেন তিনি। অন্যদিকে, ইজরায়েলের উপর হামাসের হামলার নিন্দাও করেছে ভারত। বলে রাখা ভালো, মধ্যপ্রাচ্যের এই রক্তক্ষয়ী ল।াই নিয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসির সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভয়াবহ এই সংঘাত নিয়ে আলোচনা হয় দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে। সেই সময়ও ইজরায়েল-প্যালেস্টাইন প্রসঙ্গে ভারতের দীর্ঘমেয়াদি অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন মোদি। সাফ জানিয়েছিলেন, প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে দীর্ঘদিনের অবস্থান থেকে মোটেও সরে আসেনি ভারত।

মুম্বইয়ে 'এক ভারত সারি ওয়াকথন'-এর সূচনা করলেন গোয়েল, মহিলাদের অংশগ্রহণে খুশি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর ঃ মুম্বইয়ে 'এক ভারত সারি ওয়াকথন'-এর সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। রবিবার সকালে 'এক ভারত সারি ওয়াকথন'-এর সূচনা করেছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। পতাকা নো ওয়াকাথনের সূচনা করেছেন তিনি। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী সোনালী বেন্দ্রেও।ওয়াকাথনে মহিলাদর অংশগ্রহণে খুশি ব্যক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গোয়েল। তিনি বলেছেন, আমাদের দেশের বৈচিত্র্য আজ এই ওয়াকাথনে দেখা গিয়েছে। এই ওয়াকাথনে বিপুল সংখ্যক মহিলা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিয়েছেন।

২৫ বছর পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজ জিতল ক্যারিবিয়ানরা

ব্রিজটাউন, ১০ ডিসেম্বরঃ দীর্ঘ ২৫ বছর পর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৪ উইকেটের জয়ে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে তারা।আর হোম-অ্যাওয়ে মিলিয়ে ১৬ বছর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জিতল ওয়েস্ট ইন্ডিজ।গতকাল রাতে ব্রিজটাউনে খেলা শুরুর আগে দুই ঘণ্টা খেলল বেরসিক বৃষ্টি। ম্যাচ শুরু হলে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৬ রান করে ইংল্যান্ড।ইংল্যান্ড এই সংগ্রহ করে বেন ডাকেট ও লিয়াম লিভিংস্টোনের ৮৮ রানের জুটির সৌজন্য। দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৭১ রান করে ডাকেট।পরে আবার বৃষ্টি আসায় ডার্ক লুইস নিয়মে ওয়েস্ট ইন্ডিজের জন্য লক্ষ্য দাঁড়ায় ৩৪

মর্মান্তিক মোটরবাইক দুর্ঘটনায় ঘটনার বলি

বামনগোলা,১০ডিসেম্বরঃমর্মান্তিক মোটরবাইক দুর্ঘটনায.ঘটনার বলি হলো দুই যুবক। আশঙ্কাজনক আরও দুই বাইক আরোহী। ঘটনাটি ঘটেছে পাকুযাহাট- বামনগোলা রাজ্য সড়কের মাঝে তিতপুর এলাকায।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বামনগোলা থানার পুলিশ। দুর্ঘটনা গ্রস্থদের উদ্ধার করে স্থানীযরা বামনগোলা গ্রামীন হাসপাতালে নিয়ে যান তাঁরা। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।অন্য দুজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানান্তরিত করেন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে একটি বাইকে তিনজন বিনা হেলমেটে দ্রুত গতিতে পাকুয়াহাট হইতে বামনগোলা যাচ্ছিল অন্যদিকে,একটি বাইক বামনগোলা থেকে পাকুয়াহাট আসছিল সে সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয.দুটি বাইকের তিতপুর এলাকায়। যদিও এলাকাবাসী ক্যামেরার সামনে আসেনি মৌখিকভাবে জানিয়েছেন চিৎপুর এলাকায.একটি বাইকে হেলমেট ছাড়া তিনজন বামনগোলা যাছিলো অপরদিকে বামনগোলা থেকে বাইক চালক যাচ্ছিল সে সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদশীরা।

গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের শিলান্যাস

নিজস্ব সাংবাদাতা, মুর্শিদাবাদঃ সামসেরগঞ্জের নিমতিতায় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। গত শুক্রবার বিকেলে সামসেরগঞ্জের নিমতিতার দুর্গাপুর গঙ্গা পাড়ে এক সভার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজের শিলান্যাস করা হয। উদ্বোধনী পর্বে রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম, ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যান ইঞ্জামামুল ইসলাম, সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পায়েল দাস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এদিন মূলত দুর্গাপুর থেকে কামালপুর পর্যন্ত গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্পের শিলান্যাস করেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। ভাঙ্গন প্রতিরোধে এদিন মোট ৪৫০ মিটার কাজের জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দের কাজের শিলান্যাস করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ঘোষিত ১০০ কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে দশ কোটি টাকার কাজের উদ্বোধন করা হলো। খুব দ্রুত টেন্ডার করে আরো পাঁচ ধাপে বাকি টাকার কাজ করা হবে বলেই জানিয়েছেন রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন।

বায়ুদূষণের কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছেই না দিল্লি, জাতীয় রাজধানীর হাওয়া ''অস্বাস্থ্যকরই''

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ বায়ুদূষণের কবল থেকে মুক্তি পাচ্ছেই না রাজধানী দিল্লি। এখনও জাতীয় রাজধানীর বাতাসের গুণগতমান রয়েছে অস্বাস্থ্যকরই। রবিবার সকালেও দিল্লির বাতাসের গুণগতমান থাকল অস্বাস্থ্যকর পর্যায়েই। দিল্লির বিভিন্ন এলাকায় এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০-র মধ্যেই।শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশার দাপটও বাড়ছে দিল্লিতে, ভোরের দিকে দৃশ্যমানতা কমে যাচ্ছে জাতীয় রাজধানীতে, তবে দূষণ এখনও কমল না। জাতীয় রাজধানীর বেশ কিছু এলাকায় এদিনও এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ৩০০-এর বেশিই ছিল, তবে কিছু এলাকায় বাতাসের গুণগতমান মান ৩০০-র নীচেও ছিল। সামগ্রিক বাতাসের গুণগতমান ছিল ৩১৪। আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স রেকর্ড করা হয়েছে ৩১৫, দ্বারকা সেক্টর ৮-এ ৩৩১, আইটিও-তে ৩২৪ ও জাহাঙ্গীরপুরীতে ৩৬৭।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের গর্ভগৃহের কাজও শেষ পর্যায়ে, নির্মাণ কাজ পরিদর্শন নৃপেন্দ্র মিশ্রর

অযোধ্যা, ১০ ডিসেম্বর ঃসব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। জোরকদমে শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে। মন্দিরের নির্মীয়মাণ গর্ভগৃহের কাজও একেবারে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই গর্ভগৃহেই রামলালার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কর্নাটক এবং রাজস্থান থেকে নিয়ে আসা বিশেষ পাথর দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে রামলালার তিনটি মূর্তি। সেগুলির মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নেবেন ট্রাস্টের আধিকারিকেরা। আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বাছাই-পর্ব শেষ করতে চলেছেন তাঁরা। জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রামলালার মূর্তিকে মূল গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার সকালে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র রাম মন্দিরের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন, রাম মন্দির নির্মাণের ক্রমাগত পর্যালোচনা করা হচ্ছে এবং পর্যালোচনা করার পর আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে, ২২ জানুয়ারি ভগবান রামের প্রাণপ্রতিষ্ঠা (অভিষেক) অনুষ্ঠিত হবে। সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে।রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনে বহু বিশিষ্ট মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেই তালিকায় সচিন তেন্ডুলকর এবং বিরাট কোহলির নাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মোট ৮০০০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তার মধ্যে ৬০০০ জন সাধুসন্ত। বাকি ২০০০ জন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষ।শুধু ক্রিকেটারেরা নন, নিমন্ত্রিতের তালিকায় রয়েছেন শিল্পপতি মুকেশ অম্বানি, গৌতম আদানি এবং রতন টাটা। থাকবেন রামায়ণ সিরিয়ালে রাম এবং সীতার চরিত্রে অভিনয় করা অরুণ গোভিল এবং দীপিকা চিখলিয়া। থাকতে পারেন অমিতাভ বচ্চনের মতো তারকারাও। থাকতে পারেন অক্ষয় কুমারও।

উত্তর প্রদেশের হারদোইয়ে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত দোকান, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রচুর

হারদোই, ১০ ডিসেম্বর ঃউত্তর প্রদেশের হারদোই জেলায় বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল একটি দোকান। গতশনিবার রাতে হারদোইয়ের গাল্লা মান্ডি কমপ্লেক্সে অবস্থিত একটি দোকানে আগুন লাগে, আগুন এতটাই ভয়াবহ ছিল যে দোকানটি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ৫টি ইঞ্জিন। রবিবার সকালেও চলতে থাকে আগুন নেভানোর কাজ।দমকল অফিসার মহেশ প্রতাপ বলেছেন, রবিবার ভোররাত ৩.১৫ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পাই আমরা। আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আগুন আয়ত্তে এসেছে। আগুনে ৩০-৪০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ব্রেক বাইন্ডিং-এ ত্রুটি! ধোঁয়া-আতঙ্ক সেকেন্দ্রাবাদ-সিরপুর-কাগজনগর ট্রেনে

বিবিনগর, ১০ ডিসেম্বর ঃব্রেক বাইন্ডিং-এ ত্রুটির কারণে তেলেঙ্গানায় আগুন-আতঙ্ক তৈরি হল সেকেন্দ্রবাদ-সিরপুর-কাগজনগর ট্রেনে। যদিও রেল জানিয়েছে, আগুন লাগার কোনও ঘটনা ঘটেনি। রবিবার সকালে ট্রেন থেকে ধোঁয়ার কুন্ডলি দেখা যায়। বিবিনগরে ১৫ মিনিটের জন্য দাঁ। করানো হয় ট্রেনটিকে। রেল কর্মীরা ব্রেক রিলিজ করার পর ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায়।দক্ষিণ-মধ্য রেলের সিপিআরও রাকেশ বলেছেন, এটি ব্রেক বাইন্ডিংয়ের সমস্যা ছিল। ধোঁযার কুন্ডলি দেখা যায়। ট্রেনটি বিবিনগরে ১৫ মিনিটের জন্য থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অনবোর্ড কর্মীরা ব্রেক রিলিজ করে এবং তারপর ট্রেনটি স্বাভাবিক যাত্রা শুরু করেছিল। কোনও আগুন লাগেনি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকাল ৯.১৫ মিনিট নাগাদ সেকেন্দ্রাবাদ-সিরপুর-কাগজনগর ট্রেনে। এই ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।

আগামী দুই দিনের জন্য মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচটি রাজ্যে কুয়াশার সতর্কতা জারি আইএমডির

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃআগামী দুই দিনের জন্য ভারতের আবহাওয়া বিভাগ মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচটি রাজ্যে কুয়াশা সতর্কতা জারি করেছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ ১০ এবং ১১ ডিসেম্বর পাঁচটি রাজ্যের বিচ্ছিন্ন এলাকায় একটি কুয়াশা সতর্কতা জারি করেছে। আইএমডির একটি বিবৃতি অনুসারে জানা গিয়েছে, ১০ এবং ১১ ডিসেম্বর উত্তর মধ্যপ্রদেশ, হিমালয় সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, অসম এবং মেঘালযের বিভিন্ন অঞ্চলে সকালের সময় ঘন কুয়াশা থাকতে পারে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে যে ১১ ডিসেম্বর থেকে একটি নতুন দুর্বল পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে। আইএমডির বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১২ ডিসেম্বর উপ-হিমালয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমের বিচ্ছিন্ন জায়গায শিলাবৃষ্টি হতে পারে।এছাড়াও, আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে যে মিগজাউম ঘূর্ণিঝড়টি গত কয়েকদিনে তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যকে ধ্বংস করেছে। সেই ঘূর্ণিঝড়টি বর্তমানে দুর্বল হয়ে ঝাড়খন্ডে একটি নিম্নচাপ এলাকায় রূপান্তরিত হয়েছে। যার ফলে রাজ্য জুড়ে অল্প সময়ের মধ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আইএমডি রাঁচির আবহাওয়াবিদ এই কুজুর এই তথ্য জানিয়েছেন। আগামী ২-৩ দিনের মধ্যে কেরল, মাহে, তামিলনাড়ু, পুদুচেরি এবং কারাইকালের উপর বিচ্ছিন্ন বজ্রপাত এবং দমকা হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আইএমডি।

অযোধ্যায় রামমন্দিরের গর্ভগৃহের কাজও শেষ পর্যায়ে, শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি তুঙ্গে

অযোধ্যা, ১০ ডিসেম্বর ঃ সব কিছু ঠিক থাকলে আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। জোরকদমে শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে। মন্দিরের নির্মীয়মাণ গর্ভগৃহের কাজও একেবারে অন্তিম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই গর্ভগৃহেই রামলালার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কর্নাটক এবং রাজস্থান থেকে নিয়ে আসা বিশেষ পাথর দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে রামলালার তিনটি মূর্তি। সেগুলির মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নেবেন ট্রাস্টের আধিকারিকেরা। আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে এই বাছাই-পর্ব শেষ করতে চলেছেন তাঁরা। জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে রামলালার মূর্তিকে মূল গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনে বহু বিশিষ্ট মানুষকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। সেই তালিকায় সচিন তেন্ডুলকর এবং বিরাট কোহলির নাম রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মোট ৮০০০ জনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। তার মধ্যে ৬০০০ জন সাধুসন্ত। বাকি ২০০০ জন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট মানুষ।শুধু ক্রিকেটারেরা নন, নিমন্ত্রিতের তালিকায় রয়েছেন শিল্পপতি মুকেশ অম্বানি, গৌতম আদানি এবং রতন টাটা। থাকবেন রামায়ণ সিরিয়ালে রাম এবং সীতার চরিত্রে অভিনয় করা অরুণ গোভিল এবং দীপিকা চিখলিয়া। থাকতে পারেন অমিতাভ বচ্চনের মতো তারকারাও। থাকতে পারেন অক্ষয় কুমারও।

বরেলি-নৈনিতাল হাইওয়েতে ট্রাক ও গাড়ির সংঘর্ষ, আগুনে পুড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ৮ জনের

বরেলি, ১০ ডিসেম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের বরেলি জেলায় বরেলি-নৈনিতাল হাইওয়ের ওপর গাড়ি ও ডাম্পার ট্রাকের সংঘর্ষে ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। শনিবার রাতে বরেলি-নৈনিতাল হাইওয়ের ওপর একটি ইর্টিগা গাড়ি ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পরে গাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং একটি শিশু-৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন।বরেলির এএসপি জি সুশীল চন্দ্রভান বলেছেন, ভোজিপুরার কাছে হাইওযেতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। একটি ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ হয়। পরে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। গাড়িটি সেন্ট্রাল লক করা ছিল, তাই আগুনের কারণে গাড়ির ভিতরে থাকা মানুষজন প্রাণ হারিয়েছেন। মৃতদের মধ্যে ৭ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং একটি শিশু। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ডাম্পার ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে গাড়িটির টায়ার ফেটে যায়। ট্রাকটি উত্তরাখণ্ডের দিক থেকে আসছিল।

পূর্ববর্তী সমস্ত সরকার মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শ ভুলে গিয়েছিলঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃদিল্লির রাজঘাটে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি উন্মোচন করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি উন্মোচন করার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, আমি মনে করি, পূর্ববর্তী সমস্ত সরকার মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শ ভুলে গিয়েছিল। মূর্তি উন্মোচনের পর রাজঘাটের কাছে ''গান্ধী স্মৃতি'' আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজনাথ সিং।তিনি বলেছেন, আমি মনে করি আগের সমস্ত সরকারই মহাত্মা গান্ধীর মতাদর্শের কথা ভুলে গিয়েছিল। আমি সকলের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রশংসা করতে চাই, প্রধানমন্ত্রী মোদী মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে তাঁর জীবনে গ্রহণ করেছেন এবং সেই অনুযাযী মানুষের সেবা করেছেন...প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রথম কাজ ছিল ''স্বচ্ছ ভারত''। মহাত্মা গান্ধীই আসলে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বলেছিলেন।রাজনাথ আরও বলেছেন, এটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে আজ তাঁর সমাধি, রাজঘাটের কাছে মহাত্মা গান্ধীর একটি বিরাট মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি দেশ-বিদেশের অগণিত স্থানে স্থাপন করা হলেও, তাঁর সমাধির কাছে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি স্থাপন করা হযেছে। একটি বিশাল মূর্তি স্থাপন অবশ্যই একটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ।

সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান করা উচিত, সন্ত্রাসবাদীরা মানবাধিকারের জন্য একটি বড় ক্ষতি

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রত্যাখ্যান করা উচিত, সন্ত্রাসবাদীরা মানবাধিকারের জন্য একটি বড় ক্ষতি, বলে মন্তব্য করেন এনএইচআরসি প্রধান। রবিবার এনএইচআরসি চেয়ারপার্সন অরুণ কুমার মিশ্র ভারত মন্ডপমে মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। এদিনের অনুষ্ঠানেই তিনি একথা বলেন।তিনি জানান,সন্ত্রাসবাদ সমগ্র বিশ্বে নাগরিকদের মানবাধিকারের গুরুত্বকে লঙ্ঘন করছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সমবেদনা বা সহানুভূতি মানবাধিকারের জন্য একটি মহা বিপর্যয়। ভারত মন্ডপমে মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে, বিচারপতি মিশ্র আরও বলেন, প্রযুক্তির অগ্রগতির নৈতিক প্রভাবগুলি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। অনুষ্ঠানে মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণার ৭৫তম বার্ষিকীও উদযাপন করা হয। ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস

এবার তৃণমূল নেতাদের রোশের মুখে পুলিশ

মালদা,১০ডিসেম্বরঃবিরোধীদের পর এবার শাসকেরও রোশের মুখে পুলিশ। সভামঞ্চ থেকে পুলিশকে বেলাগাম আক্রমণ তৃণমূল নেতাদের। পঞ্চায়েত ভোটে হারের রেশ গিয়ে পড়ল পুলিশের উপর। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে দালাল বলে কটাক্ষ পুলিশকে। বিছুটি পাতা ঘষে দেওয়ার নিদান। সাথে লোকসভার আগে বিজেপি নেতাদের কবর দেওয়ার হুঁশিয়ারি। আইএনটিটিইউসির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সভা মঞ্চ থেকে একের পর এক বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল নেতাদের। যে মন্তব্য নিয়ে তোলপাড় রাজনৈতিক মহল। মন্তব্য প্রসঙ্গে পাল্টা তীব্র আক্রমণ বিরোধীদের। ইডি আসতে পারে তাই ভয়ে.মাথা খারাপ হয়ে গেছে খোঁচা বিজেপির। চুরি করতে পারছে না তাই ভুল বকছে এরপর পাগলা গারদে যাবে এমন ভাষাতেই কটাক্ষ কংগ্রেসের। তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক তরজা। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের হরিশ্চন্দ্রপুর সদরের শহীদ মোড়ে আইএনটিটিইউসির প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত শনিবার একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১(ক) নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি মোশারফ হোসেন, আইএনটিটিইউসির ব্লক সভাপতি সাহেব দাস, জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম, জেলা পরিষদ সদস্য বুলবুল খান, যুব ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মক্রম আলী ওরফে (স্বপন) সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সেই সভাতেই মঞ্চ থেকে নেতৃত্বদের সামনেই পুলিশকে বেলাগাম আক্রমণ করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বপন আলী এবং জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি বিকাশ ব্যানার্জি। মঞ্চ থেকে স্বপন আলী অভিযোগ করেন পুলিশের একাংশ বিরোধীদের হয়ে. দালালি করছে। পঞ্চায়েত ভোটের সময় তৃণমূল কর্মীদের মিথ্যা মামলা দিয়েছে। তাদের জন্যই পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি হাত ছাড়া হযেছে তৃণমূলের। সাথে স্বপন বাবুর নিদান লোকসভার সময় বিজেপি নেতাদের গণতান্ত্রিক ভাবে কবর দেওয়া হবে। আরো একধাপ এগিয়ে জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি বিকাশ ব্যানার্জি বলেন যে সব পুলিশ অফিসার মানুষের জন্য কাজ করছে না তাদের বিছুটি পাতা ঘষে দিতে হবে। আর এই দুই শাসক নেতার মন্তব্য নিয়েই শোরগোল এলাকায়।এতদিন বিরোধীরা একরাশ অভিযোগ করতেন পুলিশের বিরুদ্ধে। এবার শাসকেরই রোশের মুখে পুলিশ। যদিও পরবর্তীতেও এই দুই নেতা সংবাদমাধ্যমের সামনে তাদের বক্তব্য অন। থেকেছেন। যদিও তৃণমূলের ব্লক সভাপতি বক্তব্য কে তাদের ব্যক্তিগত বক্তব্য বলে দায় এড়িয়ে গেছেন।দুই তৃণমূল নেতার এই বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে উর্ধ্বমুখী হরিশ্চন্দ্রপুরের রাজনীতির পারদ। অন্যদিকে তৃণমূলের এই বক্তব্য নিয়ে বিজেপি নেতা কিষাণ কেডিয়ার কটাক্ষ, তৃণমূল এই সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত। আসলে রাজ্য-জুড়ে ইডির হানা চলছে। হযতো এরপর হরিশ্চন্দ্রপুরেও আসতে পারে। তাই দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।কংগ্রেস নেতা আবদুস শোভানের দাবি, পুলিশ তৃণমূলের হয়ে কাজ করার পরেও তৃণমূল হেরে গেছে। হারের জ্বালা সহ্য না করতে পেরে তৃণমূলের এই মন্তব্য কংগ্রেস সিপিএমের নৈতিকজয়। চুরি করতেনা পেরে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এরপর এদের বহরমপুর পাগলা গারদে নিয়ে যাওয়া হবে।

দেশের প্রতিটি দরিদ্র মানুষ, নারী ও কৃষক আমার কাছে ভিআইপিঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃদেশের প্রতিটি দরিদ্র মানুষ, নারী ও কৃষক আমার কাছে ভিআইপি। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, মোদীর গ্যারান্টি মানেই, গ্যারান্টি পূরণেরই নিশ্চয়তা।গ শনিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা-র সুবিধাভোগীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, মোদীর ''গ্যারান্টি'' ওয়ালা গাড়ি নিয়ে প্রতিটি গ্রামে যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তা ভারতের প্রতিটি প্রান্তেই দৃশ্যমান। সমগ্র দেশের কোটি কোটি পরিবার আমাদের সরকারের কোনও না কোনও প্রকল্প থেকে অবশ্যই উপকৃত হয়েছে। আর এই সুবিধা পেলে একজনের আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়। জীবন যাপনের নতুন শক্তি আসে।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা'' এমন মানুষজনের কাছে পৌঁছনোর একটি দুর্দান্ত মাধ্যম হয়ে উঠেছে যারা এখনও পর্যন্ত সরকারী প্রকল্পের সঙ্গে সংযোগ করতে সক্ষম হয়নি। এটি একটি বড় বিষয় যে এত অল্প সময়ের মধ্যে, ১.২৫ কোটিরও বেশি মানুষ মোদীর গ্যারান্টিযুক্ত গাড়ির কাছে পৌঁছেছে এবং এটিকে স্বাগত জানিযেছে, সেই গাড়ির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেছে এবং তা সফল করার জন্য কাজ করেছে। মোদীর কথায়, আমার পরিবারজনের কাছে পৌঁছনোর জন্য এটি আপনাদের সেবকের প্রচেষ্টা।আমি গাড়িতে করে আপনাদের গ্রামে আসছি। যাতে আমি আপনাদের সুখ-দু ঃখের সঙ্গী হতে পারি, আপনাদের আশা-আকাঙ্খা বুঝতে পারি। তা বাস্তবাযনে সরকারের সর্বশক্তি প্রয়োগ করব।

দুই দিন ব্যাপি অন্তর্ধর্মীয় সম্মেলন

গোপাল বিশ্বাস,নদীয়াঃ রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠের ১২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশ জুরে শুরু হয়েছে অন্তর্ধর্মীয় সম্মেলন।সারা ভারতে মাত্র ৬টি অন্তর্ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায়ন্ড পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র শ্রীমন মহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপেও এই অন্তর্ধর্মীয় সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। যার সূচনা হলো গতশনিবার, নবদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনায় স্থানীয় রবীন্দ্র সংস্কৃতি মঞ্চে দুদিনের এই সম্মেলন শুরু হল ০৯.১২.২০২৩, শনিবার।ন্ডড মহাপ্রভু ও দিব্যত্রয়ীকে পুষ্পাঞ্জলি, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এই সম্মেলনের শুভসূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা ও পৌরপতি বিমানকৃষ্ণ সাহা। ছিলেন বেলুড় মঠের সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দ, বৃন্দাবনের রাধারমন মন্দিরের আচার্য্য ও ভগবত পন্ডিত শ্রীবস গোস্বামী সহ বহু গুণী ও বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ।সারা ভারতের ৩টি রাজ্য এবং ১৬টি জেলা থেকে প্রায় ৯০০ অধ্যাত্মপিপাসু প্রতিনিধি ও অতিথি হাজির হয়েছিলেন এই ঐতিহাসিক মহাসম্মেলনে। উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন বেলুড় মঠের সহ-সাধারণ সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দদ। বক্তব্য রাখলেন বৃন্দাবনের রাধারমন মন্দিরের আচার্য্য ও ভগবত পন্ডিত শ্রীবস গোস্বামী। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন গোলপার্কের সম্পাদক এবং সুবক্তা স্বামী সুপর্ণানন্দ। নবদ্বীপ শাখার সম্পাদক স্বামী অমরেশ্বরানঃদ বলেন দুই দিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানের শনিবার সূচনা হলো এবং বৈষ্ণব ধর্ম, শাক্ত ধর্ম, শৈব ধর্ম এবং অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদের উপর আলোচনা হয়েছে প্রাক্তন অধ্যাপক ব্রজকিশোর সাঁই, পুরী, স্বামী তত্ত্বসারানন্দ, ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অধ্যাপক পলাশ ঘোড়ই, মেদিনীপুর, স্বামী তত্ত্ববিদানন্দ, সহ-সাধারণ সম্পাদক, বেলুড় মঠ। দ্বিতীয় দিনের বিদায়ী ভাষণ প্রদান করবেন বেলুড় মঠের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী ভজনানন্দজী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি নদীয়া তথা পশ্চিমবঙ্গের ভাব আন্দোলনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংযোগ বলে দাবী করলেন স্বামী অমরেশ্বরানন্দ।রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে নবদ্বীপে এহেন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ায় খুশি সকলেই।

মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেসওয়েতে ট্রেলার ট্রাকের সঙ্গে বাসের সংঘর্ষে মৃত ১, আহত ৭

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের রাযগড় জেলায় রবিবার ভোরে মুম্বই-পুনে এক্সপ্রেসওযেতে একটি বাস একটি ট্রেলার ট্রাককে ধাক্কা দিলে একজনের মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন সাতজন। আহতদের দুটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এই ঘটনায় মৃতের বয়স ৪০। বাসটি মুম্বই থেকে পুনে যাওযার পথে রায়গড়ের খোপোলিতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনার পরে কিছুক্ষণের জন্য এক্সপ্রেসওয়েতে ট্র্যাফিক চলাচল প্রভাবিত হয়। রায়গড়ের এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, বাসের চালক শিরীষ ঢেকলে (৪৩)নিযন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তারপরই বাসটি ট্রাকটিকে ধাক্কা মারে। বাসের আর এক চালক রাজু গাওদে, ঢেকালের পাশে বসে ছিলেন। রাজু গাওদের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। মৃত ব্যক্তি সাংলির বাসিন্দাপুলিশ সূত্রে আরও

চোরাশিকার ঠেকাতে এবং পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে নজর

মালদা,১০ ডিসেম্বরঃচোরাশিকার ঠেকাতে এবং পর্যটকদের সুরক্ষার দিকে নজর দিতে সিসিটিভির ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হলো আদিনা ডিয়ার ফরেস্ট। শীতের মরশুমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পরিযায়ী পাখিদের দল ভিড় শুরু করেছে এই আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে। আর এই সময় মূল্যবান পরিযায়ী পাখিদের ধরতেই চোরা শিকারিদের উপাত বেড়ে যায় বলে অভিযোগ। সেই দিকেই লক্ষ্য রেখে এই প্রথম গোটা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে অন্তত ১০ টি সিসি ক্যামেরা বসিয়ে মুড়ে ফেলা হযেছে। এছাড়াও শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড় বাড়ে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে। সেখানে থাকা হরিণ সহ অন্যান্য পশুদের ক্ষেত্রেও যাতে অবাঞ্ছিত কোনো রকম খাবার পর্যটকেরা দিতে না পারে সেদিকেও এই সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে তদারকি চালাবে বনদপ্তর।ন্ডআলদার বিভাগীয় বনাধিকারিক জিজু জেসফার জানিয়েছেন, আদিনা ডিযার ফরেস্টে চোরাশিকারিদের উপাত ঠেকাতেই সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। পাশাপাশি গোটা ডিযার ফরেস্টে পর্যটকদের গতিবিধির উপরেও সিসি ক্যামেরার মাধ্যমেই নজরদারি রাখা হবে।উল্লেখ্য, মালদার গাজোল ব্লকের পান্ডুযা.গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কয়েক একর জমির ওপর অবস্থিত রযেছে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টটি। বর্তমানে এই ডিয়ার ফরেস্টে ১০০টি'রও বেশি চিতল সহ উন্নত প্রজাতির হরিণ রয়েছে। এছাড়াও নীলগাই, খরগোশ সহ বিভিন্ন ধরনের প্রাণী রয়েছে এই ডিয়ার ফরেস্টে। প্রতিবছর শীতের মরশুমে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে দেশ-বিদেশের অসংখ্য পরিযায়ী পাখির দল বাসা বাঁধে এবং প্রজনন ঘটায়। এছাড়াও আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে কয়েক বিঘা জমির ওপর রয়েছে একটি বিশাল বিল। সেখানেও বিভিন্ন ধরনের পাখিদের দল মাছ ধরতে আসে। আর এইসব পরিযায়ী পাখিদের ধরতেই তপর হয়ে উঠেছে চোরা শিকারিদের দল। এইসব পরিযায়ী পাখিগুলো ধরার পর সেগুলি খোলা বাজারে বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ ।সেই সব পাখির মাংসের চাহিদা রয়েছে ব্যাপক। ফলে আদিনা ডিয়ার ফরেস্টসংলগ্ন খাল, বিলে এখন পরিযায়ী পাখিদের ধরতেও মরিয়া হয়ে উঠেছে চোরাশিকারীরা বলে অভিযোগ। সেই পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বনদপ্তর গোটা আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,১১ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার, ২৩অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ১১ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতণ্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২৪অগ্রহায়ন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৪অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২৪অগ্রহায়ন মাস ১৯৪৪, মৈতেঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার । জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃকিছু পরিবারের কিছু সদস্য তাঁদের ঈর্ষণীয় ব্যবহারের দ্বারা আপনাকে বিরক্ত করতে পারে। কিন্তু আপনার মেজাজ হারানোর প্রয়োজন নেই অন্যথায় **বৃষভ রাশিঃ**আপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। কিছু নির্দিষ্ট কাজ হতাশাব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য থমকে যেতে পারে। **মিথুন রাশিঃ**যেহেতু আপনি কিছু অসুবিধার সামনা করতে পারেন তাই আপনার ভারসাম্য বজায় রাখুন-অন্যথায় এটি আপনাকে **কর্কট রাশিঃ**আপনাকে আজ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে- যা আপনার মানসিক এবং স্নায়বিক চাপের সৃষ্টি করবে। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, তবে আজ আপনি **সিংহ রাশিঃ** এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। **কন্যারাশিঃ**অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিঃদের সমর্থন আপনার সাহসকে এক বড় উসাহদান **তুলা রাশিঃ**অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। অর্থনৈতিকভাবে, আজ একটি মিশ্র দিন হতে চলেছে। আপনি আজ আর্থিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন, আপনার শব্দটি সত্যই শক্তিশালী করে। রান্নাঘরে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**ধূমপান ছাড়ুন যেহেতু এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য **ধনু রাশিঃ** আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার বন্ধুদের **মকর রাশিঃ**আত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার আবেগপ্রবণ এবং জেদী প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করুন, বিশেষ করে পার্টিতে কোন চিঠি পুরো পরিবারের জন্য খুশির খবর বয়ে আনবে। **মীন রাশিঃ**সংসারে শান্তি হতে পারে । লাভ আজ অনেক ব্যবসায়ী ও

হাওড়া পুরনিগমের গেটের সামনে কেক কেটে 'গণতন্ত্রের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী' পালন করলো বিজেপি

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ পাঁচ বছরেও নির্বাচন হয়নি, প্রতিবাদে হাওড়া পুরনিগমের গেটের সামনে কেক কেটে 'গণতন্ত্রের পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী' পালন করলো বিজেপি। রবিবার সকালে এই অভিনব কর্মসূচি নিয়েছিল হাওড়া সদর বিজেপি। হাওড়া পুরনিগমের গেটের সামনে কেক কেটে পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে বিজেপি। পাঁচ বছর আগে ঠিক এই দিনেই হাওড়া পুরনিগমের বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। পাঁচ বছর কেটে গেলেও হাওড়া পুরনিগমের নির্বাচন আর হয়নি। তারই প্রতিবাদে এই অভিনব বিক্ষোভ কর্মসূচি নিয়েছিল বিজেপি। গত পাঁচ বছরেও নির্বাচন হয়নি হাওড়া পুরনিগমে। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে চরম লজ্জার। এই অভিযোগে রবিবার ১০ ডিসেম্বর সকালে বিজেপি হাওড়া সদরের তরফ থেকে হাওড়া পুরনিগমের গেটের সামনে 'গণতন্ত্রের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী' উপলক্ষে কেক কেটে অভিনব প্রতিবাদ জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য নেতা উমেশ রাই, দলের প্রাক্তন কাউন্সিলর গীতা রাই সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। উমেশ রাই বলেন, ৫ বছর ধরে হাওড়া পুরনিগমের কোনও নির্বাচন হয়নি। তারই প্রতিবাদে এদিন এখানে কালো কাপড় পড়ে পুরনিগমের গেটের সামনে গণতন্ত্রের ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হচ্ছে। কেক কাটা হয়েছে। সারা ভারতকে জানাতে চেয়েছি তৃণমূল কংগ্রেস শুধু টাকা লুঠ করে না, কাটমানিই খায় না, গণতন্ত্রকেও লুঠ করে,

গণতন্ত্রের অধিকারকেও লুঠ করে। ২০১৩ সালে প্রথমবার বামেদের হাত থেকে পূর্ণ শক্তি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পুরনিগম ক্ষমতা দখল করেছিল। ক্ষমতায় আসার পর থেকে তাদের মধ্যে অশুভ শক্তি প্রকাশ পেল। এর পর থেকে অবৈধভাবে চাকরি, অবৈধভাবে ডিলিমিটেশন প্রভৃতির মতো লাগাতার দুর্নীতি করতে শুরু করেছে। উন্নত নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৫ সালে বালিকে হাওড়া পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত করল। হাওড়াকে ডিলিমিটেশন করা হলো ২০১৮ সালে কিন্তু ভোট হলনা। এই ৫ বছরের মধ্যে ৩ বার কমিশনার পরিবর্তন হয়েছে। শুধু তাই নয় ৩ বার অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বোর্ডও পরিবর্তন হয়েছে। কখনও কাউন্সিলরকে নিয়ে, কখনও প্রাক্তন মেয়রকে নিয়ে কখনও এমএলএ, মন্ত্রীদের নিয়ে এখানে অ্যাডমিস্টেটর বডি তৈরি হয়েছিল। এখন দেখছি ডাক্তারবাবু প্রশাসক হয়ে গিয়েছেন। সাংবাদিকরা প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য হয়ে গিয়েছেন। চারদিকেই ৫ বছর ধরে লুঠ আছে। হাওড়ার মানুষ নাগরিক পরিষেবা পাচ্ছে না। ভোট হচ্ছে না। ২০১৫ সালে বালিতে যে ভোট হয়েছিল তারপর বালির ভোট হয়নি। ২০২১ সালে রাজ্য সরকার অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে এসেছে। এখনও পর্যন্ত সেই বিল পাশ হয়নি। এরা অবৈধভাবে ডিলিমিটেশন করেছে। বালিকে হাওড়া পুরনিগম থেকে আলাদা করে দেওয়া হল। সেটা পাস হয়নি। আবার বালিতে ডিলিমিটেশন হয়েছে। এখন হাওড়া জেলা প্রশাসন হাওড়া পুরনিগমের যে পুরনো ৫০টা ওয়ার্ডকে ভেঙে অবৈধভাবে ৬৬টা ওয়ার্ড করে দেওয়া হল। ১ থেকে ১২নং ওয়ার্ড পর্যন্ত কোনও বুথ পরিবর্তন হয়নি। ১৩, ১৫, ২৯ নং ওয়ার্ডকে ভাগ করা হল। যেখানে যেখানে তৃণমূল হারে সেই ওয়ার্ডগুলো ডিলিমিটেশন করেছে। তৃণমূল একটা দুর্নীতিবাজ, চোর রাজনৈতিক দল। গত ৫ বছর ধরে হাওড়া পুরনিগমে কোনও নির্বাচন হয় নি। নির্বাচন ছাড়াই লুঠ চলছে। আমরা এরই প্রতিবাদ জানাতে এসেছি। নতুন বোর্ড না হলে হাওড়া পুরনিগমে কোন নতুন আইন আনা যায়না। কোনও কাজ সিস্টেমেটিকভাবে ভালভাবে করা যাচ্ছেনা। ভোট নেই, জনপ্রতিনিধি নেই। ওয়ারিশন সার্টিফিকেট, রেসিডেনসিয়াল সার্টিফিকেট, কাস্ট সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য যেতে হচ্ছে বিধায়ক, সাংসদের কাছে। মা মাটি মানুষের দল ৫ বছর ধরে এখানকার লোকতন্ত্রকে হত্যা করেছে। ৫ বছর ধরে যে লোকতন্ত্রকে হত্যা করেছে এর বার্ষিকী পালনের জন্য এখানে এসেছি। এটা একটা প্রতীকি। হাওড়ায় যেভাবে লোকতন্ত্রের যে কণ্ঠ রোধ করা হয়েছে এরই প্রতিবাদ করার জন্য এসেছি। ভারতের যতগুলো পুরসভা এবং পুরনিগম আছে এর মধ্যে ৮০ শতাংশ বোর্ড বিজেপি পরিচালিত। বিজেপি মানুষকে পরিষেবা দিতে জানে। এখানে ভোট দিতে দেওয়া হয়না। লুঠ করে, বোমা মেরে ভোট হয় এরই প্রতিবাদ করতে এখানে এসেছি। ভুল উপায়ে ডিলিমিটেশন করার জন্য এবং বালি হাওড়া পুরনিগন নিয়ে যে ৬৬টা ওয়ার্ড ছিল এই ওয়ার্ড নিয়ে ভোট করার জন্য কোর্টে যাওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এর করা অশালীন মন্তব্য করার প্রতিবাদে বাগনান কেন্দ্র তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অরুণাভ সেন, বাগনান কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা মৌসুমী সেন, হাওড়া গ্রামীণ জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি কাকলি সিংহ, বাগনান তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি পম্পা হাজরা প্রমুখ। ছবি -বাপ্পাদিত্য ঘোষাল

বালি-বেলুড়ের আইসিডিএস কেন্দ্র পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ বালি-বেলুড়ের আইসিডিএস কেন্দ্র পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করে গেলেন তৃণমূল বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়। শনিবার তিনি ওই এলাকার একাধিক আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিতে যান। সেখানকার অবস্থা ঘুরে দেখেন তিনি। আইসিডিএস কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ও দিদিমণিদের সঙ্গেও তিনি কথা বলেন। এরই সঙ্গে আইসিডিএস কেন্দ্রে আসা কচিকাঁচাদের সঙ্গে মিলিত হন বিধায়ক। বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায় বলেন, আইসিডিএস প্রকল্পে রাজ্যের প্রাপ্য অর্থের মাত্র এক তৃতীয়াংশ দিয়েছে কেঃদ্রীয় সরকার। তা সত্বেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্যের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠুভাবেই চলছে। বালি বেলুড়ের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ছোটোখাটো সমস্যা যা পাওয়া গেছে তার তৎক্ষণা সমাধান করা হয়েছে।

টাকী গ্রামীণ সংস্কৃতি ও বইমেলা কমিটির পরিচালনায় ম্যারাথন দৌড়

সৌরভ দাশ, টাকী,১০ ডিসেম্বর ঃ আগামী ১৪ ই ডিসেম্বর শুরু হতে চলেছে এবছরের টাকী গ্রামীণ সংস্কৃতি ও বইমেলা। তার আগে আজ সকালে মেলা কমিটির পরিচালনায় এক ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। টাকী এরিয়ান ক্লাব থেকে শুরু করে এই দৌড় প্রতিযোগিতা শেষ হয় হাসনাবাদ শিমুলিয়া বাদামতলা খেয়ালী সংঘের মাঠে। মোট প্রায় বিয়াল্লিশজন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে এই প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের প্রথম দশ জনকে আর্থিক পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয় মেলা কমিটির তরফে। ম্যারাথন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেন বারাসাতের সতীশ শিং।

আলু চাষে ক্ষতি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ ডিসেম্বর ঃউত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়ার পিয়ারা , তেঘরিয়া সহ বিভিন্ন এলাকার ঘটনা ।এই এলাকার কয়েক হাজার কৃষক আলু চাষের সাথে যুক্ত। ব্যাংকের লোন বা মহিলা লোন নিয়ে চাষ করেছিল কৃষকরা , কিন্তু হঠা এই মুষলধারে বৃষ্টিতে আলু চাষের ব্যাপক ক্ষতি হওয়ায় মাথায় হাত কৃষকদের। কৃষকদের দাবি সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়ে কৃষকদের সাহায্য করুন ।

উত্তরপাড়া বইমেলা উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়, ১০ ডিসেম্বর ঃ উত্তরপাড়া বইমেলা ২০২৪ উদ্বোধনের মাধ্যমে শুরু হল এই বই মেলা চলবে ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৭ই ডিসেম্বর উত্তরপাড়ার মনমোহন সি এ মাঠে। রবিবার সন্ধ্যায় এই বই মেলা উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ী প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে তিনি এই বইমেলা উদ্বোধন করলেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত পাবলিশার্স বুকসেলার্স গিল্ডের সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় সহ বিশিষ্টরা। উত্তরপাড়ার সমন্বয় পরিচালিত এই বইমেলায় ৮৫ টি ছোট বড় স্টল রয়েছে বেশ কিছু বড় প্রকাশনার সংস্থা বইয়ের স্টল দিয়েছে । বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যিক নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুড়ি বলেন বইমেলার পক্ষে উত্তরপাড়ার এই মাঠ কলকাতা বই মেলার মাঠের থেকে কম কিছু নয় আগে আমাদের বই কিনতে যেতে হতো কলেজ স্ট্রিট এখন দুয়ারে বইমেলা মানুষের দুয়ারের সামনে বইমেলায় এসে উপস্থিত। সবার এই বইমেলায় এসে ঘুরে দেখা উচিত এই সরকারের সময় জেলায় জেলায় অনেক বইমেলা ছড়িয়েছে আগে একটা বই সংগ্রহ করা খুব কষ্টের ছিল। অনেকদিন পরে তবে বই পাওয়া যেত এখন এক দিনেই নতুন বই পাওয়া যায় ভালো করে বই পড়তে হবে। তবেই সব জানা যায় উত্তরপাড়া বইমেলার মাঠ খুব সুন্দর একসঙ্গে এত স্টল সত্যি খুব ভালো লাগছে। বইমেলা কমিটি উত্তরপাড়া সমন্বয় সম্পাদক দিলীপ যাদব জানালেন ৮৫ টি বইয়ের স্টল হয়েছে ছোট বড় মিলিয়ে বেশ কিছু নামী প্রকাশনার সংস্থা এসেছে আর এবার এই মাঠেই শেষ বইমেলা অনেক দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি কিন্তু এই মাঠ আগামী বছর থেকে খেলাধুলার জন্য থাকবে তবে উত্তরপাড়ায় এই বইমেলা হবে সবাই বইমেলা দেখতে আসুন দু-একটা করে বই কিনুন এটাই আমাদের অনুরোধ।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ অন্নদা ঠাকুর মহোদয়ের ১৩৪ তম শুভ জন্ম উৎসবের শেষ দিনে শ্রীশ্রী অন্নদা ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ নগর সংকীর্তন ও বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাষ্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। এছাড়া শোভাযাত্রায় ছিলেন ব্রহ্মচারী বিবেক ভাহ , ব্রহ্মচারী উৎসব ভাই, ব্রহ্মচারী অজয় ভাই ও অন্যান্য কর্মী বৃন্দ । সংঘের বালক, বালিকা, ব্রহ্মচারী ও বহুভক্ত এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। ছবি- সুবল সাহা।

দক্ষিণ হাওড়ায় তৃণমূলের বুথ ভিত্তিক কর্মীসভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ সায়নীর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইযে. নামার প্রস্তুতি হিসেবে শনিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ হাও।ায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এক বুথ ভিত্তিক কর্মীসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি ওই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে দক্ষিণ হাওড়া কেঃদ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের আয়োজেনে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক মায়েদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ওই কর্মীসভায় এসে বিজেপির জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের লড়াই সংগ্রাম জারি থাকার কথা বলেন দলের রাজ্য সভানেত্রী সায়নী ঘোষ। এদিন দক্ষিণ হাওড়ার চাঁদমারী রোডে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রী।৷ প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা তথা হাও।৷ জেলা সদর তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী নঃিদতা চৌধুরী, হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র, সহ-সভাপতি পুর্ণেঃদু ঘোষ এবং অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা দক্ষিণ হাওড়া কেঃদ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি

প্রিতম দাস প্রমুখ নেতৃবৃঃদ। এদিন সাযনী ঘোষ বলেন, আগামী ২০২৪শের নির্বাচনের প্রস্তুতি স্বরূপ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এই কর্মীসভা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা দক্ষিণ হাওড়ার যুব সমাজকে নতুন লড়াইয়ে উজ্জীবিত করবে। যেভাবে কেঃদ্রীয. সরকার বাংলার সাধারণ মানুষের উপর তাদের জনবিরোধী নীতি প্রযগে করছে তার প্রতিবাদ স্বরূপ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের লড়াই সংগ্রাম জারি থাকবে। আমরা আশাবাদী দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকার অনুপ্রেরণায. দক্ষিণ হাওড়া কেঃদ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেস আগামী লোকসভা নির্বাচনে গত ২০২১শের বিধানসভা ভোটের ন্যায. পুনরায. হাওড়া জেলার বুকে সর্বোচ্চ মার্জিন

নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত ও মেহনতি মানুষের পাশে স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট

দুরন্ত বার্তা, হুগলী, ১০ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের ছাতিনাশোল গ্রামের অত্যন্ত গরিব ঘরে জন্ম সমাজসেবী শ্রীকান্ত বধূক এর। সেই সময় তাদের বাড়ির অবস্থা ছিল নুন আনতে পান্তা ফুরানো অবস্থা। পড়াশোনা করার জন্য বই কেনার ক্ষমতা ছিল না। তখন অন্যের পুরনো বই সংগ্রহ করে পড়াশোনা করেন। সেই কারণে তিনি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এই চিন্তা ভাবনা থেকেই নিপীড়িত শোষিত বঞ্চিত ও মেহনতি মানুষের পাশে জীবনের বহু প্রতিকূলতা কে জয় করে প্রতিষ্ঠা করেন সোনারপুরে স্বর্ণদ্বীপ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। এক টাকার পাঠশালা এই ট্রাস্টের একটা জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির অংশ যেখানে পড়াশোনার সাথে সাথে নাচ, গান ,অঙ্কন ,ক্যারাটে শেখানো হয়। পাঠশালায় গরিব পড়য়াদের সারা বছর পোশাক সহ সমস্ত পড়াশোনা সামগ্রীয় ও টিফিন দেওয়া হয়। আপাতত এইরকম তিনটি

পাঠশালা রয়েছে বীরভূমে সুন্দরবন ও কলকাতায়। এছাড়া সুন্দরবন এলাকায় যে সমস্ত দরিদ্র মানুষ জীবন জীবিকার তাগিদের নদীতে মাছ কাঁকড়া বা মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে আহত হন ও পরে মৃত্যু হয় তাদের পরিবারকে প্রতিমাসে ব্যাঘ্র বিধবা ভাতা দেওয়া হয় স্বর্ণদ্বীপ এর পক্ষ থেকে। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার শিবির হয়ে চলেছে। এইসব জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্য শ্রীকান্তকে বঙ্গ কীর্তি সম্মানে ভূষিত করা হয়। শ্রীকান্ত বলেন নিজের উপর এখন অনেক বেশি আস্থা তৈরি হলো তার। এই কারণে তিনি অনেক গুণীজন সম্মাননা পেয়েছেন। টাকা পয়সা সেভাবে হয়তো পাননি। পায়েল সরকারের সংগঠন ও চয়নী কলা সঙ্গম কলকাতা পার্ক সার্কাসের বেনিয়াপুকুরে এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক ডা নির্মল মাঝি। শ্রীরামপুর লোকসভার সংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ কমিশনার অলক কুমার প্রমূখরা।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরও কয়েকটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন

মালিগাঁও, ১০ ডিসেম্বর ঃ যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) আরও কয়েকটি একমুখী স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই স্পেশাল ট্রেনগুলি রাঙাপাড়া নর্থ-রানি কমলাপতি, আলিপুরদুয়ার জং.-পুরী, গুয়াহাটি-উধানা জং. রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে চলাচল করবে। ১২ ডিসেম্বর ও ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের মধ্যে সিঙ্গল ট্রিপের জন্য এই স্পেশাল ট্রেনগুলি চলবে। সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০৫৮৭৭ (রাঙাপাড়া নর্থ-রানি কমলাপতি) একমুখী স্পেশাল ট্রেনটি ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (মঙ্গলবার) ০৮.০০ ঘণ্টায় রাঙাপাড়া নর্থ থেকে রওনা দিয়ে ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (বৃহস্পতিবার) ০৪.০০ ঘণ্টায় রানি কমলাপতি পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি রঙিয়া জং., নিউ কোচবিহার, নিউ জলপাইগুড়ি জং., বারাউনী জং., পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জং., ইটারসি জং. ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৪০১ (আলিপুরদুয়ার জং.-পুরী) একমুখী স্পেশাল ট্রেনটি ১২ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (মঙ্গলবার) ০৯.৩০ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ার জং. থেকে রওনা দিয়ে ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (বুধবার) ১১.১০ ঘণ্টায় পুরী পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি বিন্নাগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি জং., বর্ধমান, খড়গপুর জং., ভুবনেশ্বর ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৬৭৯ (গুয়াহাটি-উধানা জং.) একমুখী স্পেশাল ট্রেনটি ১২

ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (মঙ্গলবার) ২০.৩০ ঘণ্টায় গুয়াহাটি থেকে রওনা দিয়ে ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (বৃহস্পতিবার) ১৪.৫০ ঘণ্টায় উধানা জং. পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি নিউ বঙাইগাঁও, নিউ জলপাইগুড়ি জং., কাটিহার জং., জবলপুর, খান্ডওয়া জং. ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে। ট্রেন নং. ০৫৪০২ (আলিপুরদুয়ার জং.-পুরী) একমুখী স্পেশাল ট্রেনটি ১৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (বৃহস্পতিবার) ০৯.৩০ ঘণ্টায় আলিপুরদুয়ার জং. থেকে রওনা দিয়ে ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখের (শুক্রবার) ১১.১০ ঘণ্টায় পুরী পৌঁছবে। স্পেশাল ট্রেনটি বিন্নাগুড়ি, নিউ জলপাইগুড়ি জং., মালদা টাউন, বর্ধমান, ভুবনেশ্বর ইত্যাদি হয়ে চলাচল করবে। এই রুটগুলিতে চলাচল করা অন্যান্য ট্রেনের ওয়েটিং লিস্টের যাত্রীরা স্বাচ্ছঃদ্যের সাথে ভ্রমণের জন্য এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। এই উসব স্পেশাল ট্রেনগুলির বিশদ বিবরণ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এছাড়াও, রেল ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে বার্ষিক উরুস উসবের সময় ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সঞ্জয় গ্রাম রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৫৭১৯১৫৭২০ (কাটিহার জং.-শিলিগুড়ি-কাটিহার জং.) ইঃটারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেন এবং ট্রেন নং. ১৫৭১০১৫৭০৯ (নিউ জলপাইগুড়ি-মালদা টাউন-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস ট্রেনের জন্য অতিরিক্ত দুই মিনিটের স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলির যাত্রীদের নিজেদের গন্তব্যস্থলে যাওয়া-আসা করার জন্য এই ট্রেনগুলির নতুন স্টপেজ বিকল্প ব্যবস্থা প্রদান করবে।

এসএসকেএম-এ বেড না পেয়ে মৃত্যু রোগিণীর, হাসপাতালের বিরুদ্ধে ক্ষোভ মৃতার পরিজনদের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ বেড না পেয়ে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে মৃত্যু হল এক রোগিণীর। এসএসকেএম-এর কার্ডিওলজি বিভাগে বেড না পেয়ে রোগিণীর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালের বিভাগের বাইরে পড়ে থেকে মৃত্যু হয়েছে হাওড়া থেকে আসা রোগিণীর। মৃতার নাম আকলিমা বিবি, মৃতার বয়স ৬৫। পরিবার সূত্রে খবর, শনিবার রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ শ্বাসকষ্ট নিয়ে এসএসকেএমে আসেন আখলিমা। হাওড়ার জগৎবল্লভপুরের এক হাসপাতাল থেকে রেফার করা হয়েছিল আখলিমাকে।

এসএসকেএমের জরুরি বিভাগ থেকে তাঁকে পাঠানো হয় কার্ডিওলজি বিভাগে। অভিযোগ, কার্ডিওলজি বিভাগ ভর্তির কথা লিখে দিলেও, মেলেনি বেড। মধ্যরাতে রোগিণীকে রেফার করা হয় ন্যাশনাল মেডিক্যালে, দাবি পরিবারের। ন্যাশন্যাল মেডিক্যালেও মেলেনি বেড, ভোররাতে অসুস্থ আখলিমাকে নিয়ে আসা হয় এসএসকেএমে, দাবি পরিবারের। যার পরে এসএসকেএমের জরুরি বিভাগ আউটডোরে দেখাতে পরামর্শ দেয়, দাবি পরিবারের। আউটডোরে বলা হয় ভর্তির দরকার নেই, দাবি মৃতার পরিবারের। আউটডোর থেকে বাইরে বেরনোর পরেই রোগিণীর মৃত্যু হয়।

আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং-র উদ্যোগ

১০ ডিসেম্বর ঃ আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট ব্যাঙ্কিং এবং হুরুন ইন্ডিয়া 'আইডিএফসি ফার্স্ট প্রাইভেট হুরুন ইন্ডিয়া'স টপ ২০০ সেলফ-মেড এন্টারপ্রেনারস অফ দ্য মিলেনিয়া ২০২৩'-এর প্রথম সংস্করণ চালু করেছে, যা ২০০০ সালের পরে প্রতিষ্ঠিত ভারতের ২০০টি সবচেয়ে মূল্যবান কোম্পানির তালিকা। এই কোম্পানিগুলিকে তাদের মূল্য অনুসারে র‍্যাঙ্ক করা হয়েছে, লিস্টেড কোম্পানির জন্য বাজার মূলধন এবং নন লিস্টেড কোম্পানিগুলির মূল্যায়ন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই তালিকায় পৌঁছানোর কাট-অফ তারিখ ছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৩। এই তালিকাটি শুধুমাত্র ভারতে সদর দফতরের সংস্থাগুলিকে বোঝায় (রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্থাগুলি এবং বিদেশী সংস্থাগুলির সহায়ক সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত নয়)।

হরিপালে সাউথ পয়েন্ট ইনস্টিটিউটে শৈল্পিক প্রদর্শনী

বিনয় সিংহ রায়, ১০ ডিসেম্বর ঃ হুগলির হরিপাল ব্লকের বড়বাজার সংলগ্ন সাউথ পয়েন্ট ইনস্টিটিউট এ অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক প্রদর্শনী। বিষয় ছিল ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ছাত্রছাত্রী দের মনোমুগ্ধকর সব উপস্থাপনা ও পরিবেশনা, প্রদর্শনী, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা, অত্যন্ত প্রশংসনীয় যা বেশ উপভোগযোগ্য হয়েছে সকলের মনে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ভীষণভাবে উৎসাহিত হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে নিজ হাতে এইসব মডেল প্রস্তুত অন্যরকম রূপ নিয়েছে প্রদর্শনীতে। এই প্রদর্শনীতে অভিনব ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে ভারতের ৭টি রাজ্যকে । ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন রাজ্যের উল্লেখযোগ্য খাবার, পোশাক, নাচ-গান এমন একাধিক ঐতিহ্যের দিকগুলো তুলে ধরে একটা জাতীয় সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছে। গুজরাটের সোমনাথ মন্দির, সবরমতি আশ্রম, ডান্ডি মার্চ, স্ট্যাচু অব ইউনিটি, তামিলনাড়ুর ভারতনাট্যমে শিশুরা অংশগ্রহণ করেছে। বিবেকানন্দরথ

মন্দির, পোঙ্গল উৎসবও ছিল। উত্তর প্রদেশ ও আগ্রা থেকে ছিল তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি, কুতুব মিনার, বাঁকেবিহারী মন্দির, শ্রীকাশী বিশ্বনাথ মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির। সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের আখ উপাদনের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। রাজস্থানের চিত্তরগড়, পোখরান, রাজা পৃথ্বীরাজ, থর মরুভূমি, হাওয়ামহল, কাঠপুতলী নাচও বাদ যায়নি। মহারাষ্ট্রের ইণ্ডিয়া গেট, গণেশ চতুর্থী, শিবাজি মহারাজ স্মরণ, বিহারের মগধ সাম্রাজ্য, নালন্দা, বিক্রমশীলা, মহাবীর মন্দির, বুদ্ধদেবের স্মরণের পাশাপাশি ঐতিহ্যগত নাচ ও গানও ছিল। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঐতিহ্যের খোঁজ করেছে ছাত্রছাত্রীরা। দার্জিলিং, হাজার দুয়ারী, শান্তিনিকেতন, ইসকন, দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির লাইভ মডেল, বেলুড় মঠ, সায়েন্সসিটি, আদ্যাপীঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হয়ে একেবারে দক্ষিণের সুন্দরবন কিছুই বাদ যায়নি। শিক্ষক শিক্ষার্থী কর্মচারীবৃন্দ ছাত্রছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রয়াস অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমন্ডিত করে। প্রদর্শনী টি পরিপূর্ণতা পেয়েছে তখন যখন স্কুল কর্তৃপক্ষের সাথে অভিভাবকরা এগিয়ে এসেছেন, সুমধুর সম্পর্কের পারিপার্শ্বিকতায় বিভিন্ন বই খেলনা খাবারদাবারের ছোট ছোট স্টল দিয়ে অংশগ্রহণ করে। শিল্প সাহিত্য ও জ্ঞান চর্চা শিক্ষামূলক এই অনুষ্ঠানে ছোট ছোট শিশুদের এই ছোট ছোট পয়াস আগামী দিনে আরো নতুন পথের, নতুন দর্শনের সন্ধান দেবে বলে মনে করে এই সাংবাদিক। পিছিয়ে পরা এবং মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এগিয়ে চলুক সাউথ পয়েন্ট ইনস্টিটিউট এই আশা রাখি।

দু চাকায় মনের জোরে ভ্রমণ করছেন ৬৩ বছরের কাজল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ ডিসেম্বর ঃ বেশ কয়েক বছর ধরে দুচাকা যান চালিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যাচ্ছেন তিনি। জীবনের সঙ্গে জড়িত তার এই প্রিয় সাইকেলটি আর মনে স্বপ্ন রয়েছে গোটা দেশ ভ্রমণ। কিন্তু স্বাদ থাকলেও সাধ্য ছিল না তার। অবশেষে মনের জোরে চলতি বছরে সাইকেল কে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়েন ভারতের প্রাচীন গঙ্গাসাগর মেলায়। সেখানে চার দিন কাটিয়ে ফিরে আসেন বালিঘাটা এলাকার বাসিন্দা ৬৩ বছরের কাজল ঘোষ। সমাজ মাধ্যমে সাইকেল ম্যান নামে জনপ্রিয় হয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনি দুচাকায় রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় পৌঁছে গেছেন। আগামী দু মাসের মধ্যে সাইকেলে ঘুরেছেন তারাপীঠ, কেঁদুলির বাউল মেলা,বক্রেশ্বর, সিউড়ি তিলপাড়া ব্যারেজ, নিতাই এর জন্মস্থান নবদ্বীপ মায়াপুর। তিনি হাতে ১০০০ থেকে ১৫০০ টাকা সম্বল করেই বাড়ি থেকে যাত্রা শুরু করেন কাজল

বাবু। তার ঘরে স্ত্রী লতিকা দেবী ও তাকে উসাহ প্রেরণা যোগান। একমাত্র মে সঙ্গীতা ঘোষ কামারকুন্ডু থানার পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদে রয়েছেন। এক সময় কাজল বাবু ত্রিবেনী রেয়ন কারখানায় চাকরি করতেন। তিনি ১৯২১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল গোটা দেশ ঘোরার। কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। এখন মনের জোরে পুঁজি করে বেরিয়ে পড়েন। আরামবাগে আন্তর্জাতিক বিদেশি বাউল ফকিরদের গোসাই পরব মেলায় তার সাথে সাক্ষা হয়। সেখানেই তার সাথে কথাবার্তা। যাত্রাপথে কত মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় তার ঠিকানা নেই। দিনের আলোতে সাইকেল চালিয়ে পথ পাড়ি দেন। সূর্য ডুবলে কখনো মন্দির পেট্রোল পাম্প বা পথের ধারে ধাবায় খাটিয়াতে শুয়ে পড়েন। তাকে অবশ্য খেসারত দিতে হয়েছিল একবার সাইকেলের টায়ার টিউব ফেটে যাওয়াতে। শুধু মনের জন্য দুর্গম অতিক্রম করা যায়। সেই হল না মানার লড়াইয়ে বার্তা দিচ্ছেন পান্ডুয়ার ষাটোর্ধ্ব কাজল।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ১০ সংখ্যা, রবিবার, ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

স্বচ্ছতার পথে তৃণমূল কংগ্রেস

সম্পাদকীয়

দুর্নীতির জাল থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রী বলে দিয়েছেন আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হবে সরকারের কাছে। সরকার তা খতিয়ে দেখবে। তৃণমূল সরকার গঠিত হওয়ার পর মন্ত্রীরা বড়লোক হতে শুরু করে দিয়েছে এই নিয়ে কলকাতা আদালতে একটি জনস্বার্থ মামলা করা হয়েছিল। সেখানে ১৯ জন মন্ত্রীদের নাম জড়িয়ে গিয়েছে। মন্ত্রীসভার স্বচ্ছতা রাখতে এবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে আয়কর বিভাগ থেকে রিটার্ন জমা দেওয়ার পর যে স্লিপ পাওয়া যায় তা কিন্তু মুখ সচিবের দফতরে জমা দিতে হবে। কেউ না দেখে কোনও কাগজে সই করবেন না। নেত্রী বলেছেন, বিজেপি দল ফাঁদ পেতে রেখেছে। সেই ফাঁদে পা দেওয়া চলবে না। তবে মন্ত্রীদের কাজের ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী দফতর নজর রাখছে। মন্ত্রীরা ভালো কাজ করলে নিশ্চয়ই প্রশংসা পাবে। কিন্তু খারাপ কাজ করলে তাদের মন্ত্রীত্ব থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের বদনাম হয়ে গিয়েছে। সেখান থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে এবারে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। স্বচ্ছতার পরিচয় দিতে হবে। স্টিং অপারেশন করতে চাইছে। কালো টাকা সাদা করা হচ্ছে বলে গোয়েন্দা সংস্থা মনে করছে। আগামী দিনে ইডি এবং সিবিআই যাতে কোনও তৃণমূল কংগ্রেস নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক কাউন্সিলের বাড়িতে গিয়ে তল্লাশি করতে না পারে আয়কর বিভাগের কাজ তাদের দেখাতে হবে। সিপিএম দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের ওপরে ভরসা কমতে শুরু করেছে ভোটারদের। বিজেপি দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এবারে দুই টাকার পালা শুরু হয়েছে। কোটি কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করে দিয়েছে ইডি। এই সব টাকা কোথা থেকে এলো এবং কারা দিল কী উদ্দেশ্যে দিল তা এখনও প্রকাশ পায়নি। তবে আগামী দিনে তা প্রকাশ পাবে। দেশের জনগণ একেবারে হতাশ। অপরাধ করেও তাদের শাস্তি হচ্ছে না কেন তা নিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে সাধারণ নাগরিকেরা। দুর্নীতি করে সরকার বেশিদিন টিকবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সব কিছুই জানতেন। তিনি এখন না জানার ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি ধরি মাছ না ছুঁই পানি নীতি গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। এই সব করে বেশি দিন মুখ্যমন্ত্রী পদে বসে থাকা চলবে না। তাঁর বিদায় আসন্ন বলে মন্তব্য করতে শুরু করেছেন বিরোধী দলের নেতারা। এখন শরদ পাওয়ার, উদ্ধব ঠাকরে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল আর বেশি নেত্রীকে পাত্তা দিচ্ছেন না। দিল্লিতে নেত্রী একেবারে দুর্নীতিগ্রস্ত নেত্রী বলে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছেন। তিনি ভয়ে ন্য রাজ্যে যাচ্ছেন না যাতে তাঁকে না শুনতে হয় কুকথা। এর জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা থেকে শুরু করে মন্ত্রী বিধায়ক এবং কাউন্সিলররা দায়ী।

কাশ্মীরটা পুরোপুরি ভারতের

চিন যে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ এগিয়ে গিয়েছে সেটা ভারত সরকার জানে বলেই এখন সরাসরি ভারত কোনও রকমভাবে চিন বিরোধী প্রত্যক্ষ ভূমিকা অবতীর্ণ হবে না। চিনকে যতটা সম্ভব হাতে রেখে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করাটাই হচ্ছে ভারতের আসল কৌশল। সেটা করতে গোপনে এখন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আগামি দিনে কীভাবে রণসজ্জা প্রস্তুত করা যেতে পারে তা নিয়ে চলছে ব্যাপক আলোচনা। কাশ্মীরটা পুরোপুরি ভারতের অধিকারে থাকবে যা কাশ্মীরের রাজা হরি সিং ইচ্ছা প্রকাশ করে গিয়েছিলেন। কাশ্মীরে ভারতের অধিকারকে খর্ব করে দেওয়ার জন্য স্বাধীনতা পাওয়ার সময়ে হঠাৎ করে পাকিস্তানের সেনারা কাশ্মীর আক্রমণ করে বসে কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অধিকার করে নেয়। এতকাল ধরে কাশ্মীর নীতি নিয়ে সুর নরম করে চলছিল কেন্দ্রীয় সরকার। এবারে আর সেটা হবে না। কাশ্মীর নিয়ে সুর চড়া করতে শুরু করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালও কাশ্মীরে বেশ কয়েক মাস ধরে অতিবাহিত করেন। সেখানকার নাগরিকদের সঙ্গে ভারত আগামি দিনে কাশ্মীর নিয়ে কী কৌশল অবলম্বন করতে চায় তার একটি আংশিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কাশ্মীর এবং লাদাখের মানুষদের স্বাধীন সত্বা দিয়েছে কেঃদ্রীয় সরকার। সেখানকার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এখন আর কোনও রকমভাবে ভারত বিরোধী ব্যাপক আঃেদালন করতে পারছে না। কাশ্মীরের ভূখণ্ডে পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা যায় না। আগে প্রায় রাস্তায় পাকিস্তানের পতাকা উড়তে দেখা যেত এবং ভারত ভক্ত কাশ্মীরীরা প্রায় সময়ে জঙ্গিদের দ্বারা আক্রান্ত হতো। সেই সব দিন এখন প্রায় অতীত হয়ে গিয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে আর কোনও চিহ্ন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কাশ্মীরের ভারতীয় সেনাদের দিকে তাক করে পাথার ছোঁড়া কমে গিয়েছে। করোনাভাইরাসের আবহে কাশ্মীরের আর্থিক অবস্থা একেবারে টলমল। এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে প্রতিটি কাশ্মীরীদের অবিরাম কায়িক পরিশ্রম করতে হচ্ছে। পাকিস্তান থেকে কোনও রকমভাবে চোরাপথে আর্থিক সাহায্য আসছে না। কারণ পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে। চিন কোনও রকমভাবে পাকিস্তানকে ঠেকা দিয়ে রেখে দিয়েছে বটে। কিন্তু সেটা আর কতদিন? চিন তো তাদের স্বার্থ দেখে পাকিস্তানকে আর্থিক সহায্য করে থাকে। চিন এখন দেখছে যেভাবে ভারত আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে প্রভাব প্রতিপত্তি করে পাক কাশ্মীরকে অধিগ্রহণ করতে চাইছে তাতে চিনের আর্থিক করিডর রক্ষা পাওয়া খুবই মুশকিল। সেই কারণে চিন এখন চেষ্টা করছে ভারতের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটি ঐক্যমত গড়ে তুলতে। চিনের আর্থিক করিডরকে বজায় রেখে কাশ্মীর যদি ভারত দখল করে নিতে চায় তাহলে সে কোনও কথা ভারতের বিরুদ্ধে চিন কোনও কথা বলবে না।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

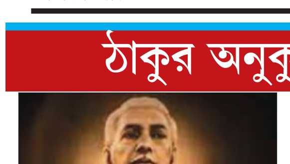

শিশুরা ঘর আলোকিত করে। একটি ঘরে আলো নিয়ে আসে একটি শিশু। যিনি শিশুকে ভালোবাসেন তিনি ঈশ্বরের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাতে পারেন। শিশুদের নিয়ে নিজেকে মেতে রাখতে হবে। শিশু হছে জগতের আলো। শিশুরা আছে বলে সংসারে শান্তি আছে।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

রামকৃষ্ণদেব বলতেন,মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন।

৭৫ বছরে পদার্পণে 'বিশ্ব মানবাধিকার দিবস' ঘোষণা

রবীন্দ্রকুমার শীল

রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস বিশ্ব মানবাধিকার পালন করার কথা বিশ্ববাসীকে জানিয়েছেন। এ বছর ৭৫ বছরে পদার্পণ করলো বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র। সমাজের সকল স্তরে মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার খুবই প্রয়োজন। জাতি বৈম্যকে দুর করে সকলেই হাত ধরাধরি করে বিশ্ব শান্তির ডাক দিতে হবে। বিভেদ নীতি বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়ার পথকে পরিহার করা দরকার। ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্যারিসে প্রথম বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণা দিয়েছিল।প্রায় ৫০০ ভাষায় বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণাপত্র' প্রকাশ করা হয়। বিশ্ব মানবাধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে সকলের শপথ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব গুতেরেস। ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান ১৯৪৮ সালে ঘোষিত হওয়ার ফলে সারা .বিশ্ব জুড়ে এখন এই দিবসটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর মানাাবধিকার রক্ষার ঘোষণা দিয়েছিল রাষ্ট্রপুঞ্জ। ৪ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে সারা বিশ্বকে এই দিবসটি পালন করা আহ্বান দেওয়া হয়। ১০ ডিসেম্বর দিন একটি ঐতিহ্যসিক দিবস হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতিসঙ্ঘের .মানবাধিকার পুরস্কার প্রদান করা হয়। নোবেল শান্তি পুরস্কার এই দিন প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০০৬ সালে মানবাধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল দারিদ্রের বিরুদ্ধে অবস্থান। সব দেশেই ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস ালন করা হলেও দক্ষিণ আফ্রিকাতে শর্পেভিল গণহত্যাকে স্মরণ করে এই দিন পালন করা হয়ে থাকে। ভারতে ১০ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে মানবাধিকার পালন করার জন্য একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর। ভারত সুচনা থেকেই জনগণের নগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনেতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য কাজ করে চলেছে। ন্যানশাল হিউম্যান রাইটস কমিশন তৈরি করেছে ভারত এবং প্রতিটি রাজ্যেই মানবাধিকার কমিশন রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশন ১১.৪৮ লক্ষের বেশি মামলা নথিভুক্ত হয়েছিল। তার মধ্যে ২২.৪১ লক্ষ মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে। কমিশন সমাজের বিভিন্ন অংশের মানবাধিকারের কারণের জন্য সুনির্দিষ্ট পরামর্শ জারি রেখে চলেছে। কমিশন দিল্লি- এনসিআর- এ বায়ুদূণের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। জলবায়ুর পরিবর্তন, ব্যবসা, মানবাধিকার মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিষয়গুলি দিকে নজর রাখতে শুরু করেছে। অসুস্থ রোগীদের অধিকার ও পুর্নবাসনের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন স্থানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। এনআরএইচসি মানবাধিকার শিক্ষা ও সচেনতা প্রচার করছে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার পথ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এটা মনে করা যেতে পারে। তিনি দাসপ্রথাকে লুপ্ত করে দিয়েছিলেন আমেরিকা থেকে। আব্রহাম লিঙ্কনের পর আমেরিকার আর একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা মার্টিন লুথার কিং আমেরিকাতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করে গিয়েছিলেন। আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ এবং শ্বেতাঙ্গ বৈষম্য দূর করা জন্য সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন এবং জন নেতা আততীয় দ্বারা নিহত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে প্রাক্তন জার্মান চান্সেলর হিটলার ইহুদিদের মেরে ফেলার জন্য গ্যাস চেম্বার তৈরি করেছিলেন। বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইহুদি অ্যালবার্ট আইনস্টাইন ১৯৩৩ সালে জার্মান থেকে চলে গিয়ে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। জার্মানে তাঁর গবেষণামূলক লেখা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর ব্যাঙ্ক

অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাতে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বর্ণ বৈষম্য দূর করার জন্য সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন নেলসন ম্যাণ্ডেলা। তাঁর সংগ্রাম সপল হয়েছিল। তালিবান শাসনের বিরুদ্ধে এবং মহিলাদের শিক্ষার অধিকার লড়াই করে চলেছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার জয়ী মামালা ইউসুফজাই। মহিলাদের শিক্ষা অধিকারকে আফগান মাটিতে এবং পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবিরাম লড়াই করে চলেছেন। তালিবানদের মহিলা শিক্ষা নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলে মামালাকে গুলি করা হয়েছিল। ভাগ্য ভালো তিনি বেঁচে গিয়েছিনে। তাঁকে বিশ্বশান্তির পুরস্কার দেওয়া হয় নোবেল কমিটি থেকে। মায়ানমারের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শু চি এখন গৃহবন্দি হয়ে রয়েছেন। সেখানে সেনা শাসন ব্যবস্থা চলছে। শু চি'র আঃেদালন করে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তারপরে আবার সেনারা সেখানকার শাসন ভার গ্রহণ করে শু চি'কে প্রথমে কারাগারে তারপরে গৃহ বন্দি করে রাখা হয়েছিল। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘণ করার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ শোনার পর ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু বলেছেন, হামাস প্রথমে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছিল। ইজয়ালের মহিলাদের ওপরে যৌন নির্যাতন করেছে হামাসের জঙ্গিরা। সে ব্যাপারে কেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ চুপ করেছে। হামাসের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্গ কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে বার্তা দিচ্ছে না। গাজার যে অজস্র ট্যানেল তৈরি করা হয়েছিল সেগুলি ইজরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। এই সব ট্যানেল নিয়ে কোনও কথা বলছে না রাষ্ট্রপুঞ্জ। মাটির নিচে ট্যালেন তৈরি করে ইজরায়েলের জনগণকে হত্যার ছক কষেছিল হামাস। ইউক্রেনের গণহত্যার অভিযোগে রাশিয়াকে রাষ্ট্রপুঞ্জে মানবাধিকার কাউন্সিল থেকে সাসপেণ্ড হয়েছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে আগেই কয়েকটি বিরোধী প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সেখানেও ইউরোপের অধিকাংশ দেশই রাশিয়ার বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। কিন্তু চিন, পাকিস্তান, ভারত, কোরিয়া সহ কয়েকটি দেশ ভোট দানে বিরত ছিল। ভারত বরাবরই বলতে শুরু করে দিয়েছিল ইউক্রেন প্রশ্নে ভারত সমঝোতার পক্ষে রয়েছে। শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। আমেরিকা আর্থিক সাহায্য করে থাকে পাকিস্তানকে। যদিও তার পরিমান কমেছে। তবুও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমেরিকা পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য করে থাকে। আমেরিকার সিআইএ সংবাদ দিয়েছিল আমেরিকার সাহায্য নিয়ে সেখানে পাকিস্তানে জঙ্গিদের শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আমেরিকার অর্থ জঙ্গিদের মদত দেওয়া হচ্ছে। সেই গোপন রিপোর্ট পেয়ে আমেরিকা পাকিস্তানকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ইদানিং এখন মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে আমেরিকা পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য করছে। সেই কারণে আমেরিকা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তাই পাকিস্তানকে মেনে চলতে হবে।

নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষেত্রে রাশিয়ার ভেটো প্রদান করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু মানবাধিকার কাউন্সিলে ভেটো দেওয়ার কেনও পথ খোলা নেই। সেখানে ভেটো দেওয়া চলবে না। তার ফলে রাশিয়া একেবারে পঙ্গু বলা যেতে পারে। মানবাধিকার কাউন্সিলে রাশিয়ার বিপক্ষে বেশি ভোট পড়ার ফলেই রাশিয়াকে সেখান থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হল। ভারতের সমানে এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির স্তরে বিপদ উপস্থিত হয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছিলেন বুচারে রাশিয়ার সেনারা নির্বিচারে গণহত্যা করেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ থেকে রাশিয়াকে একেবারে বহিস্কার করে দেওয়া হোক। তিনি সুবিচার দাবি করেছিলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জ যদি এই গণহত্যার বিচার করে দোষী রাষ্ট্র রশিয়াকে যদি শাস্তি না দিতে পারে তাহলে রাষ্ট্রপুঞ্জ একেবারে তুলে দেওয়া হোক। এই রকম সংস্থা রাখার কোনও প্রয়োজন আর নেই। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এই ধরনের মন্তব্য করায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরা বিচলিত হয়ে পড়েন। তারা এই বিহিত চেয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে আবেদন করেন। এর আগে মুয়াম্মর গদ্দাফির বাহিনী বিদ্রোহীদের ওপরে. হিংস্র আক্রমণ চালানোর জন্য ২০১১ সালে লিবিয়াকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। এবারে রাশিয়ার ইউক্রেনের গণহত্যার দাবি নিয়ে মানবাধিকার কাউন্সিলে রাশিয়াকে সাময়িক বরখাস্ত করার প্রস্তাব ওঠে। মস্কো মানবাধিকার কাউন্সিলের সক্রিয় এবং সরব সদস্য। রাশিয়ার মর্যাদায় কালির দাগ লাগলো বলা যেতে পারে।

গাজায় সংঘর্ষ বিরতি প্রস্তাবে আমেরিকার ভোট

গত তিন মাস ধরে ইজয়ারেল হামাস লড়াই চলছে। মানবাধিকার কারণে সংঘর্ষ বিরতি চেয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে আনা একটি প্রস্তাবে ভেটো দিল আমেরিকা। সংযুক্ত আমির শাহির আনা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিল ১৩ টি সদস্য দেশ। ব্রিটেন ভোট দানে বিরত থাকে। ভেটো দিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের উপরাষ্ট্রদূত রবার্ট উড বলেছেন যে এখন যদি ইজরায়েল সামরিক অভিযান থামায় তাহলে গাজার হামাসের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এর ফলে ফলে ফের একটি যুদ্ধের বীজ বপন হবে। নিরাপত্তা পরিষদ হামাসের কড়া নিন্দা করেনি। ইজরায়েলের আত্মরক্ষা করার অধিকার রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন যে আমেরিকা চায় ইজরায়েল এবং প্যালেস্টাইন শান্তিতে থাকুক। স্থায়ী শান্তি বিরাজ করুক সেখানে। কিন্তু এই প্রস্তাবে স্থায়ী সংঘর্ষবিরতির কথা বলা হয়েছে তা কিন্তু টিকবে না। ফলে আর ওকটি যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। তিনি মনে করেন যে এই প্রস্তাবে সঙ্গে বাস্তবের কোনও মিল নেই। ফলে বাস্তবের সূচ নড়বে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের ইজরায়েল রাষ্ট্রদূত জিলাড এরডানের বক্তব্য 'সব পণ বঃিদ মুক্তি পেতে এবং হামাস ধ্বংস হলে তবেই সংঘর্ষবিরতি সম্ভব। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্যালেস্টাইন দূত বলেছেন যে লক্ষ লক্ষ প্যালেস্টাইনীদের জীবন সুতোর ওপরে ঝুলছে। এদিকে সংযুক্ত আমির শাহির রাষ্ট্রদূত মহম্মদ আবুশাহাব বলেছেন যে গাজায় নিরন্তর বোমা বর্ষনকে যদি থামাতে না পারি তাহলে আমরা কি বার্তা দিচ্ছি?' এদিকে হামাসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে সংঘর্ষবিরতির প্রস্তাবে আমেরিকার ভেটো দেওয়ার অর্থ হল প্যালেস্টাইন দখল গণত্যাকারী বাহিনীকে সমর্থন করা। এর ফলে আরও গণহত্যা বৃদ্ধি পাবে। একটি জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা হবে। এদিন দক্ষিণ গাজায় খান ইউনিস অঞ্চলে . ১০ জন ইজরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছে। পাশাপাশি ইজরায়েল বাহিনী পণবন্দি উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে। দক্ষিণ

সিরিয়াতে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল ড্রোন। তাতে হিজিবুল্লা সংগঠনের তিন সদস্য নিহত রয়েছে। অন্য দিকে আর একটি ঘটনায় ইজরায়েল বাহিনীর গোলাবর্ষনে আহত রয়েছে লেবাননের তিন সেনা। ইজরায়েল অভিযানের ফলে সারা বিশ্বে ইহুদি বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ইহুদি উৎসব হানুকা শুরু হওয়ার আগে আমেরিকার নিউ ইর্য়ক প্রদেশের রাজধানি আলবানিতে ইহুদি ধর্মস্থান 'টেম্পল ইজরায়েল' সমানে শটগান থেকে দুইবার গুলি ছোঁড়ে এক ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে যে তাতে কেউ আহত হয়নি। তবে স্থানীয় একজন শটগানধারী ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলে থাকে শান্ত করে। পুলিশ তাকে হেফাজতে নিয়ে আসার সময়ে মুক্ত প্যালেস্টাইন-এর পক্ষে স্লোগান দেন শটগানধারী। ঘটনার তদন্ত করতে নেমেছে এফবিআইও। ইজরায়েল হামাস সংঘর্ষ ক্রমশ জটিল হতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে রাশিয়া এ ব্যাপারে চুপ করে বসে রয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একবার মাত্র বলেছিলেন যে ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু তার বেশি কথা রাশিয়া বলতে পারছে না। তার কারণ রাশিয়ার পুতিন এখন বিশ্ব মানাবকিার লঙ্ঘনকারীদের মধ্যে একজন। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানাবধিকার কমিশন থেকে সাময়ির বরখাস্ত হয়েছে রাশিয়া। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ একন থামেনি। সেখানে যুদ্ধ থামানোর কোনও কথা বলছে না কেউ সাহস করে। য়ার ফলে আজরে বিশ্বকে দুটো যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ইজরায়েল হামাস এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ কবে থামবে তা কেউই বলতে পারছে না। ভারত বারবার যুদ্ধ থামানোর পক্ষে মত প্রকাশ করলে যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। চিনও চুপ করে রয়েছে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছে যে ইজরায়েলকে যে অপরাধে দোষী বলে ধরা হচ্ছে রাশিয়া একই ধরনর অপরাধ করে চলেছে ইউক্রেনে। নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হয়ে রাশিয়ার উচিত হয়নি ইউক্রেনের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। রাশিয়া একটি বড় দেশ। ইউক্রেন একটি ছোট দেশ। ইজরায়েল সামারিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে নিজেদের রক্ষা করতে। সেখানকার পার্শ্ববর্তী দেশগুলি ইজারয়েলকে একেবারে খতম করে দিতে চায়।

বিজেপির ভোট বৃদ্ধিই নারী শক্তি?

বিজেপি দল এতটা আশা প্রকাশ করতে পারেনি যে তারা রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে আশাতীতভাবে আসন লাভ করতে পারবে। নরে ঃদ্র মোদির ম্যাজিক যে একন শেষ হয়ে যায় নি তার প্রমাণ পেল বিরোধী দলের নেতারা। জোট ইণ্ডিয়া এখনও শক্তিশালী বিজেপি বিরোধী দলে পরিণত হতে পারে নি। তবে লোকসভার নির্বাচনর আগে আসন সমঝোতা না করতে পারলে কিন্তু জোট ইণ্ডিয়া বিজেপেরি সঙ্গে কতখানি শক্তি দিয়ে লড়াই করতে পারবে তা বলা একেবারে অনিশ্চিত। নির্বাচন পর্যবেক্ষকেরা মনে করতে শুরু করেছেন যে এবারে বিজেপি ভোট বৃদ্ধি মূল কারণ হচ্ছে নারী শক্তি, জনজাতি এবং মেরুকরণ। মহিলারা ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মেরুকরণ রাজনীতি করার ফলে হিন্দু ভোটের বেশির ভাগ ভোট পড়েছে বিজেপির অনূকূলে। বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে ডবল ইঞ্জিন সরকারের ওপরে ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছে ভোটাররা। তারা এখন বিজেপি দলকে সরকারে রাখতে চায়। মধ্য প্রদেশে বিজেপি ভোট পেয়েছে ৪৮.৫৫ শতাংশ। যা গতবারের তুলনায় সাত শতাংশ বেশি। অন্যদিকে কংগ্রেস গতবারে পেয়েছিল ৪০.৮৯ শতাংশ। এবারে তা কমে হয়েছে ৪০.৪০ শতাংশ। যার অর্থ হল কংগ্রেস এবারে তাদের হালকে ধরে রাখতে পারেনি। ছত্তিশগড়ে বিজেপি ভালো ফল করেছে। জনজাতি প্রধান এই রাজ্যে ভোট পেয়েছে বিজেপি ৪৬.২৭ শতাংশ। যা গতবারের তুলনায় ১৩ শতাংশ বেশি। দেখতে পাওয়া গেল রাহুল গান্ধি এই দুই রাজ্যে কোনও ছাপ ফেলতে পারেনি। দুই রাজ্যে কংগ্রেস ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখা সত্ত্বেও বিজেপির ভোট বৃদ্ধি হল কী করে? বিজেপি নেতারা বলেছেন নারীদের ভোট এবারে বিজেপি দিকে বেশি পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মহিলাদের বিপুল সমর্থন বিজেপিকে জয়ের রাস্তা তৈরি করে দেয়। লাডলি বহেনা যোজনায় মহিলাদের হাতে নগদ টাকা আসায় তারা বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। বিজেপি নেতারা বলেছেন যে ভোটের দিন মহিলাদের বুথে বেশি করে লাইন দিতে দেখা গিয়েছিল। নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হয়েছে এবারে মধ্য প্রদেশে সার্বিক ভোট বেশি করে পড়েছে। পাঁচ বছর আগে যেখানে ভোট পড়েছিল ৭৫.৬৩ শতাংশ সেখানে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৭.৮২ শতাংশ। মধ্য প্রদেশে মুসলিম মহিলাদের হাতে লাডলি বহেনা যোজনায় নগদ টাাক গিয়ে পড়েছে। মুসলিম পুরুষদের কাছে টানতে না পারলে মহিলা বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তিন তালাক প্রথা রদ, মহিলা সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি নগদ অর্থ প্রাপ্তি মুসলিম মহিলাদের আকৃষ্ট করেছে বিজেপি দল। একদিকে মুসলিম মহিলা ভোট অন্য দিকে গেরুকরণ রাজনীতি বিজেপি নির্বাচনে জিততে সাহায্য করেছে। উত্তর প্রদেশে মুসলিম মহিলাদের একটি বড় অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল। মধ্য প্রদেশে তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল। আগামী লোকসভায় নির্বাচনে বিজেপি দিকে মুসলিম মহিলারা ঝুঁকে থাকবে এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে একজন জনজাতির মহিলাকে সম্মান দিয়ে যেভাবে বিজেপি বিরোধী দলগুলিকে পরাস্ত করে দিয়েছিল তারই যোগ্য ফল পেয়ে গেল বিজেপি। মধ্য প্রদেশে জনজাতি ভোট বিজেপির অনুকূলে গিয়ে পড়েছে। মধ্য প্রদেশে যেসব স্থানে কংগ্রেসের আধিপত্য ছিল সেখানে বিজেপি এগিয়ে দিয়েছে। তার ফলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক অস্তিত্ব সংকটে বলা যেতে পারে। জোট ইণ্ডিয়াতে কংগ্রেসের ওপরে কতখানি বিরোধী দল ভরসা করতে পারবে সেটাই দেখার। কংগ্রেসের শিবির যখন আত্মতুষ্টিতে ভুগতে শুরু করে দিয়েছিল তখন অমিত শাহের কড়া নজরদারিতে বিজেপি দলের নেতা কর্মীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ভোটের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দিকে। জনসংযোগ বৃদ্ধি করতে বিজেপি অতি তৎপর হতে শুরু করে দিয়েছিল এবং তার ফলে মধ্যপ্রদেশে বিজেপি ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারে ভোটপ্রাপ্তির দিক দিয়ে বিজেপি সাফল্য লাভ করেছে ছত্তিশগড়ে। যদিও এই রজ্যে বিজেপি যে ক্ষমতায় আসছে তা আশা করতে পারেনি দলের নেতারা। বিজেপি দলের বিশাল ভোট প্রাপ্তির পিছনে কাজ করে গিয়েছে জনজাতির একটি বড় অংশ। তারাই বিজেপি দলকে ক্ষমতায় বসালো। দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করা এবং বিরসা মুণ্ডাকে বিশেষ সম্মান জানানোর কৌশল যেমন বিজেপি ভোট বৃদ্ধি করেছে পাশাপাশি দেখতে পাওয়া গেল কংগ্রেসের আমলে প্রত্যন্ত এলাকায় বৈষম্যের শিকার হয়েছিল কেন্দুপাতার সংগ্রহকারীরা তারা বিজেপির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। জনজাতি সমাজের প্রধান জীবিকা হচ্ছে কেন্দু পাতা। অতীতে বিজেপির রমন সিংহের মতো কেঃদুপাতা সংগ্রহকারীদের জন্য বোনাস, জুতোর ব্যবস্থা, জঙ্গলে পাতা কুড়াতে গিয়ে .মারা পড়ে গেলে বীমা সুরক্ষার মতো প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলেই বিজেপির ভোট ব্যাঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতায় এসে বিজেপি লাডেলি বহেনা যোজানা এক হাজার টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি দল। কারা এই সুযোগ পাবে তার তালিকাও তৈরি করে ফেলেছিল। প্রাথমিক ভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মধ্য প্রদেশ এবং ছত্তিশগড়ে জয় পরাজরেয় বিশাল পার্থক্য তৈরি করে দিয়েছে। পাশাপাশি মেরুকরণের রাজনীতি করতে শুরু করে দিয়েছিল বিজেপি দল যার ফলে হিন্দু ভোট দলের দিকে টেনে নিয়ে আসাতে সক্ষম হয়েছে। এদিকে রাজস্থানে কংগ্রেস দল লোকসভায় ভলো ফল করবে বসে আশাবাদী কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জ্জুন খগে। বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস বিজেপি ভোট প্রাপ্তির ব্যবধন খুবই সামান্য রাজস্থানে। বিজেপি দল সেখানে বিশেষ কোনও প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

বাংলাদেশে পেঁয়াজের দর পৌঁছল ডবল সেঞ্চুরিতে!

পেঁয়াজ রপ্তানি ভারত বন্ধ করে দিতেই চড়চড় করে তার দাম বাড়তে শুরু করেছে বালাদেশে। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত কোনও পেঁয়াজ পাঠানো হবে না বাংলাদেশে । সে দেশের বাজারে পেঁয়াজের দাম বেড়ে ডবল সেঞ্চুরি হাঁকাল! এর আগে কেজি প্রতি ১০০ থেকে ১২০ টাকার মধ্যে পেঁয়াজের দাম ঘোরাফেরা করছিল। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে ঢাকার বাজারগুলিতে প্রতি কেজি পেঁয়াজের ৮০ টাকা বেড়ে ২০০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে বলে খবর। বাংলাদেশে পেঁয়াজ উৎপাদন হলেও এক বিরাট অংশ প্রতি বছর ভারত থেকে আমদানি করতে হয়। প্রতি কেজি ৩০৪০ টাকার পেঁয়াজ গত নভেম্বরে প্রথম সপ্তাহে ৮০ টাকা দরে গিয়ে ওঠে। এর পর মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানির সিদ্ধান্ত হয়। ভারতের ডিরেক্টর জেনারেল অব ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, অভ্যন্তরীণ বাজারের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে তারা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত পেঁয়াজ রপ্তানি করবে না। এর আগে গত ২৯ অক্টোবর ভারত প্রতি টন পেঁয়াজের রপ্তানি মূল্য ৮০০ ডলার নির্ধারণ করে দেয়, যা ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে বলা হয়েছিল। তার আগেই পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে। যদিও কোনও দেশের সরকার অনুরোধ করলে দেশের কেন্দ্রীয় সরকার রপ্তানির সুযোগ দিতে পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশে বছরে পেঁয়াজের চাহিদা ২৫ লক্ষ টনের বেশি। গত অর্থবছরে উৎপাদন হয়েছে ৩৬ লক্ষ টনের মতো। তবে খেত থেকে তুলে সংরক্ষণ করা পর্যন্ত প্রায় ৪০ শতাংশ পেঁয়াজ নষ্ট হয়। ফলে প্রতি বছর ১০ থেকে ১২ লক্ষ টন আমদানি করতে হয়, যার ৯০ শতাংশের বেশি আসে ভারত থেকে। এ জন্য ভারত পেঁয়াজের উপর কোনও ধরনের নিষেধাজ্ঞা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বাংলাদেশে প্রভাব পড়ে। এ সপ্তাহেও খুচরো বাজারগুলিতে ভারতীয় পেঁয়াজ ১০৬ থেকে ১১০ টাকা কেজি বিক্রি হতে দেখ গিয়েছিল। ভারতের রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার খবর ঘণ্টাখানেক পরে বাজারে খবর ছড়িয়ে পড়ে। আমদানিকারকদের কাছে ফোন করে বিষয়টি নিশ্চিত হতেই ব্যবসায়ীদের চোখেমুখে বিজয়ের হাসি। এর পর থেকেই দাম আকাশ ছোঁয়া। প্রতি কেজি পিঁয়াজ বিক্রি হয় ১৮০ টাকায়। দেশি পেঁয়াজের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। সকালে দাম ছিল ১৩৬-১৪০ টাকা, আর সন্ধ্যায় তা বিক্রি হয়েছে ২০০ টাকা কেজি। দাম যত বাড়ছে, খুচরা-পাইকারি প্রতিটি দোকানে ভিড় বেড়ে চলেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আমার প্রশ্ন হল কেন এমনটা হবে। কোনও দেশ নিজেদের ইচ্ছে এই ভাবে কোনও কিছু বন্দ করতে পারে কি।

দুর্ঘটনায় মৃত তিন

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ ডিসেম্বর ঃ শবদাহ করে বাড়ি ফেরার পথে পাথর বোঝাই ট্রাক্টরের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হলো তিন শ্মশানযাত্রীর। ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২২ জন। তাদের মধ্যে তিনজনের আঘাত গুরুতর। তাদের মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূম লাগোয়া মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার বারালা গ্রামের কাছে। মৃতদের নাম বিকি মাল, রাজা মাল ও লক্ষণ মাল। বিকির বাড়ি বীরভূমের নলহাটি থানার পাইকপাড়া গ্রামে। একই থানার কানাইপুর গ্রামের বাসিন্দা রাজা। লক্ষণ বর্ধমান জেলার বাসিন্দা। শনিবার নলহাটি থানার পাইকপাড়া গ্রামের জয়দেব মাল নামে এক যুবক মারা যান। তার শবদেহ সৎকার করতে একটি পিকআপ ভ্যানে প্রায় ২৫ জন মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর শ্মশানঘাটে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে শবদাহ সেরে পিকআপ ভ্যানেই ওমরপুর-মুরারই রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। সেই সময় রঘুনাথগঞ্জ থানার বারালা গ্রামের কাছে একটি পাথর বোঝাই ট্রাক্টরের সঙ্গে পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজন শবযাত্রীর। ঘটনায় আহত হন আরও ২২ জন। দুর্ঘটনার পর এলাকার বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠায়।

খাঁচাবন্দি শেয়াল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর ঃ শহরের লোকালয়ে শেয়াল, দিকভ্রান্ত হয়ে শেয়ালটি মোটর সাইকেলের গ্যারেজে আচমকা ঢুকে ঘাপটি মেরে বসেছিল আলমারিতে। শনিবার রাতে ধূপগুড়ি শহরের লিচুতলা মোড়ে শেয়াল দেখতে মুহূর্তের মধ্যেই জমে গেল ভিড়। জানা গিয়েছে, এদিন রাতে আচমকাই ওই মোটরসাইকেল গ্যারেজে একটি শেয়াল ঢুকে পড়ে। শেয়াল ঢুকে পড়ার খবর জানতে পেরে দোকান ঘরে প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিনাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের বন কর্মীরা। আলমারির ভিতর থেকে শেয়ালটি বের করে খাঁচা বন্দি করে বিনাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের কর্মীরা। তবে শহরের ব্যস্ততম এলাকায় কিভাবে এলো শিয়ালটি হতবাক সকলে। গ্যারেজ কর্মী প্রশান্ত মন্ডল বলেন, আচমকাই রাস্তা পার হয়ে শেয়ালটি এসে দোকানে ঢুকে পড়ে। এরপর বিনাগুড়ি ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াডের কর্মীরা এসে শেয়ালটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ধৃত ২ পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়িতে নিউ জলপাইগুড়ি রাজধানী এক্সপ্রেস থেকে প্রায় ১১ কোটি টাকা মূল্যের হাতির দাঁত সহ দু'জনকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় রাজস্ব গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা। ধৃত দুজনই আসামের নগাঁও জেলার বাসিন্দ। নাম সোলেমান খাঁ, বয়স ২৮ এবং রতন গোয়ালা, বয়স ৩৫। নিষিদ্ধ হাতির দাঁতের ওজন সাত কিলো তিনশ কুড়ি গ্রাম। যার বাজার মূল্য দশ কোটি আটানব্বই লক্ষ টাকা। পাচার হওয়া এই নিষিদ্ধ হাতির দাঁত উত্তরপ্রদেশের বারানসি হয়ে নেপালের উদ্দেশ্যে পাচার করা হচ্ছিল বলে জানা গেছে। ধৃত দু'জনকেই রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় শিলিগুড়ি আদালত।

মাঝ বরাবর রাস্তা তৈরির ফলে প্রবাহ বন্ধ হয়েছে বেহুলা নদীর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ ডিসেম্বর ঃ পুরাতন মালদার মাধাইপুর এলাকার বেহুলা নদীর মাঝ বরাবর মাটি দিয়ে চলাচলের আস্ত রাস্তা তৈরি করে ফেলা হয়েছে, আর যার ফলে ওই নদীর জল এখন সঠিকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে না। রীতিমতো আস্ত রাস্তা বেহুলা নদী এখন কোথাও শুকনো মাঠ, আবার কোথাও কচুরিপানার ঢেলায় ভরে উঠেছে। কে বা কারা নদীর মাঝে মাটি ফেলে রাস্তা তৈরি করেছে, সেই সম্পর্কে জানা নেই সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও প্রশাসনের। এইরকম পরিস্থিতিতে বেহুলা নদীর ভারসাম্য যে ধীরে ধীরে হারাতে বসেছে তা নিয়ে উদাসীন মালদার পরিবেশপ্রেমীরা। যদিও জেলা তৃণমূল নেতৃত্বে অভিযোগ, বিগত দিনে মালদা জেলা পরিষদ থেকে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে বেহুলা নদী সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কাজও শুরু হয়েছিল জোর কদমে। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই ১০০ দিনের প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার কারণে বেহুলা নদী সংস্কার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর জন্য দায়ী কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। তৃণমূলের এই অভিযোগকে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা। তিনি বলেন, ১০০ দিনের কাজের নামে অনেক টাকা নয় ছয় করেছে শাসক দল তৃণমূল। বেহুলা নদীর আজ দুর্দশার জন্য দায়ী রাজ্য সরকার। বলাবাহুল্য মালদার ঐতিহ্যবাহী নদীগুলির মধ্যে বেহুলা নদী অন্যতম পুরাতন। মালদার সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতে রয়েছে এই বেহুলা নদী। যা শাখা নদী হয়ে মহানন্দায় মিশে গিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেহুলা নদী সংস্কার না হওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে প্রশ্ন। এখন এই বেহুলা নদী সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বাইপাস রোড গড়ে উঠেছে। যার ফলে ওই এলাকার জায়গার দাম হু হু করে বাড়ছে। একশ্রেণীর মাটি মাফিয়া এখন নদী বুজিয়ে জায়গা দখল করতে চাইছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধাইপুর এলাকার বেহুলা নদীর এক অংশ পারাপারের জন্য মাটি ফেলে ভরাট করা হয়েছে, যেখান দিয়ে সহজেই অনেকেই যাতায়াত করছেন। আর নদীর মাঝে মাটির সরু আলের মত রাস্তা হয়ে যাওয়ার কারণে জল নিয়মিত প্রবাহিত হচ্ছে না। ফলে একদিকে যেমন শুকনো মাঠে পরিণত হয়েছে, অপরদিকে নদীর জল থেমে থাকার কারণে কচুরিপানার জঞ্জালে ভরে গিয়েছে। মালদা পরিবেশ বাঁচাও সমিতির সম্পাদক তথা বিশিষ্ট আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় দাস জানিয়েছেন এই ধরনের কাজ যারা করছেন তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। বেহুলা নদী ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। একসময় এই নদী অনেকটাই বড় ছিল। এখন হাই ড্রেনের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে কোথাও কোথাও মাটি ফেলে নদীর মধ্যে সরু আলের মত যাতায়াতের রাস্তা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এতে প্রকৃতির ভারসাম্য মার খাচ্ছে। নদী থেকে দূষণ ছড়াচ্ছে, অবিলম্বে বেহুলা নদীর সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে। মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, কয়েক বছর আগে যখন আমি সভাধিপতি ছিলাম তখন ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পের মাধ্যমে পুরাতন মালদার বেহুলা নদী সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের বিজেপি সরকার এই প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার কারণেই মাঝপথে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় নদীর অনেকটাই কাজ হয়েছিল। এই নদীর আজকে বেহাল পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্র সরকার দায়ী। যদিও এ ব্যাপারে পুরাতন মালদার বিজেপি বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা জানিয়েছেন, বেহুলা নদী সংস্কারের উদ্যোগ বহুদিন আগেই নেওয়ার কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত তা হয়নি, যে কথা বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বুদবুদে দামোদর ঘাটে রমরমিয়ে বালিপাচার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৫ ডিসেম্বর ঃ বুদবুদের চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতের রনডিহায় ফের সক্রিয় বালি মাফিয়ারা। দিনরাত অবাধে চলছে অবৈধভাবে দামোদর বুক চিরে বালি পাচার। বেপরোয়া বালির গাড়ি যাতায়াতে দুর্ঘটনার আতঙ্কে গ্রামবাসীরা। সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কোটি টাকা রাজস্ব লোকসান হচ্ছে রাজ্যের। নজরদারি শিকেয়। প্রশ্ন উঠেছে পুলিশ ও ভূমিরাজস্ব দফতরের ভূমিকায়। বুদবুদের চাকতেঁতুলের গ্রামের পাশেই দামোদর নদ। সেখানে রনডিহা বালিঘাট দিনরাত অবাধে ছুটছে অবৈধ বালি বোঝাই লরি, ট্রাক্টর। রনডিহাঘাটে বালি বোঝাই করে কাঁঠালতলা, বাউরিপাড়া দিয়ে চলছে বালিবোঝাই ট্রাক্টর। আর তাতেই আতঙ্কিত এলাকাবাসী। কমপক্ষে ২৫ টি ট্রাক্টরে চলছে ওই বালিঘাট থেকে বালি পাচার। বালির গাড়ি যাতায়াতে ভেঙে পড়ছে গ্রামের রাস্তা। আর তাতেই গ্রামবাসীরা আরও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। ইতিমধ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের দারস্ত হয়েছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামের সরু রাস্তা। বালি বোঝাই লরি, ডাম্পার যাতায়াতে ভেঙে পড়ছে রাস্তা। এমনকি বেপরোয়া ট্রাক্টর যাতায়াতে দুর্ঘটনার শঙ্কা রয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবী, অবৈধ উপায়ে বালি উত্তোলন চলছে। ফলে অচিরে নদী ভাঙন হবে। নদী তীরবর্তি কয়েক'শ হেক্টর চাষজমি নষ্ট হবে, চাষের ক্ষতি হবে। তাই এধরনের অবৈধ বালিঘাট বন্ধ হোক। তাদের অভিযোগ, সেচ দফতর শাসকদল ও পুলিশের মদতে চলছে ওই বালিঘাট। সেখ টগর, সৌরভ ঘোষ এদের নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন সেখান থেকে বালি শালডাঙা, অনুরাগপুর, সন্দিপুরে মজুত করছে। এবং ওই মজুত বালি লরি ডাম্পারে ভর্তি হয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে কলকাতায় চলে যাচ্ছে। কিছুদিন আগেও গোমহল ও বনগ্রামের বাসিন্দারা বেপরোয়া বালির গাড়ি যাতায়াতের বিরুদ্ধে সরব হয়। তাদের অভিযোগ বালির গাড়ি যাতায়াতে বেহাল হচ্ছে রাস্তা। পাশাপাশি অবৈধ বালি পাচারে লোকসান হচ্ছে রাজ্যের কোটি কোটি টাকার রাজস্ব। জানা গেছে, দামোদর নদ বাঁকুড়ার জেলার অধীনে। বালি তোলার জন্য সরকারি টেন্ডার হয়। তারপরও রয়্যালটি দিয়ে চালান নিতে হয়। কিন্তু সেই নিয়মকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অবাধে চলছে বালি পাচার। প্রশ্ন উঠেছে ভূমি রাজস্ব দফতরের নজরদারিতে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার যখন ঋণে জর্জরিত। তখন কোটি কোটি টাকার রাজস্ব লোকসান ঠেকাতে তৎপর নয় কেন? প্রশ্ন উঠেছে, রাজনৈতিক মহলে। স্থানীয় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা জানান, তৃণমূলের মদতে অবৈধভাবে বালি পাচার হচ্ছে। রাস্তা বেহাল হচ্ছে। বহুবার প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। সুবিচার পাওয়ায় যায়নি। নির্বিকার প্রশাসন। যদিও অভিযোগ ওঠা বালি পাচারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে কোন মন্তব্য করতে চায়নি। চাকতেঁতুল পঞ্চায়েত প্রধান অনুপ মেটে বলেন, বিষয়টি শুনেছি। ব্লক প্রশাসন দেখছে।

বিজেপিকে তোপ

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১০ ডিসেম্বর ঃ কৃষ্ণনগর সাংসদ মহুয়া মৈত্রের সাংসদপদ খারিজ প্রসঙ্গে সুর চড়ালেন বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায়। তৃণমূল ছাত্রপরিষদ এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে সাংসদের বৈঠক ছিল রামপুরহাট পুরসভার সভাকক্ষে। চব্বিশে লোকসভার আগে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে ভাবনা চিন্তা শেয়ার করেন সাংসদ। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সাংসদ শতাব্দী বলেন, এথিক্স কমিটিকে দিয়ে কেন্দ্র সরকারের এই অতিসক্রিয়তা সকলের চোখে ধরা পড়েছে। মহুয়া মৈত্র একজন শক্তিশালী মহিলা। ভালো সাংসদ হিসেবে তার কাজে সকলের নজর কেড়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে দুজন অভিযোগ এনেছেন, তাদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু একতরফা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো খুবই তাড়াহুড়ো করে। এর আগে অনেক অভিযোগ তো এথিক্স কমিটির কাছে জমা পড়েছে। দীর্ঘদিন তার কোনো শুনানি হয় নি। সেগুলো আগে হওয়া উচিৎ ছিল।

অকাল বৃষ্টিতে আলু পচতেই বিষ খেয়ে আত্মঘাতী আরও এক কৃষক

দুরন্ত বার্তা, চন্দ্রকোনা, ১০ ডিসেম্বর ঃ নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হওয়ায় রাজ্যে চাষির মৃত্যু অব্যহত। বিগত দুইদিনে দুই কৃষকের আত্মহত্যার খবরের পর রবিবার ফের রাজ্যে কৃষক মৃত্যুর খবর। এবার আত্মঘাতী হলেন চন্দ্রকোনার এক আলু চাষি। পরিবারের দাবি, মানসিক অবসাদেই আত্মঘাতী হয়েছেন। এই নিয়ে তিন দিনে তিন কৃষকের আত্মহত্যার ছবি সামনে এল। রবিবার যে কৃষক মারা গিয়েছেন তাঁর বাড়ি চন্দ্রকোনা লাহিরগঞ্জ এলাকায়। নাম বাপি ঘোষ। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঋণ নিয়ে প্রায় চার বিঘা পোখরাজ ও অন্যান্য আলু চাষ করেছিলেন তিনি। কিন্তু, অকাল বৃষ্টি সব শেষ করে দিয়েছে। জমিতেই পচেছে আলু বীজ। পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন তাতেই কয়েকদিন থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন চন্দ্রকোনার ওই কৃষক। কী করে ঋণ শোধ করবেন তা ভেবে কুলকিনারা পাচ্ছিলেন না। বারবার আক্ষেপও করছিলেন। এরইমধ্যে শুক্রবার গভীর রাতে বাড়িতেই বিষ খেয়ে নেন তিনি। পরিবারের সদস্যরাই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তখনও তাঁর দেহে রয়েছে প্রাণ। কিন্তু, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় শনিবার সকালে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু, শেষ রক্ষা হয়নি। শনিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয় তাঁর। রবিবার দুপুরে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের মর্গে তাঁর ময়নাতদন্ত হয় বলে জানা যাচ্ছে। বাপি ঘোষের মৃত্যুর পরেই শোকের ছায়া লাহিরগঞ্জ গ্রামে। এলাকার মানুষের দাবি, চাষ করেই চলছিল বাপির সংসার। বাড়িতে রয়েছে স্ত্রী-পুত্র। সকালেই মৃত কৃষক পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসেন চন্দ্রকোনার বিধায়ক অরূপ ধাড়া। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন, পাশে থাকার আশ্বাসও দেন।

অসুস্থ মেয়েকে বাঁচাতে মন্ত্রীর পায়ে পড়লেন অসহায় পিতা

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১০ ডিসেম্বর ঃ হাউহাউ করে কাঁদছেন মা। অসহায় বাবা তো কাঁদতেকাঁদতে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার পায়েই পড়লেন। একটাই দাবি, মেয়েকে বাঁচান। শুধুই কাকুতি-মিনতি যদি মেয়েটাকে বাঁচানো যায়। অভিযোগ, ভুল চিকিৎসা করেছে হাসপাতাল। তারপরই কার্যত মৃত্যু শয্যায় ওই নাবালিকা। জানা গেছে, পশ্চিম মেদিনীপুরের কলগাং এলাকার বাসিন্দা রিঙ্কু রায়। তাঁর মেয়ে সুপ্রিয়া রায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়। সুপ্রিয়ার বয়স তেরো। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী সে। গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাঁকে। জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকার অ্যাপেনডিক্স ধরা পড়ছিল। অভিযোগ, ওই দিনই কোনও রকম শারীরিক পরীক্ষা না করিয়ে সোজা অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। সুপ্রিয়ার পরিবারের দাবি, অস্ত্রোপচারের পর নাবালিকার রক্তপাত হতে শুরু করে। সেই রক্তপাত বন্ধ না হওয়ায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে রোগী। তারপরে তাকে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় আইসিইউতে। রবিবার ভোরবেলা পরিবারের সদস্যদের জানানো হয় তাঁদের মেয়ের শারীরিক অবস্থা গুরুতর। আইসিইউ-তে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এরপরই বিক্ষোভ দেখান বাড়ির লোকজন। কাকতালীয় ভাবে বিশেষ কাজে আজ হাসপাতালে আসেন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। তাঁকে দেখতে পেয়েই কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পায়ে পড়ে যান রোগীর বাবা। কাকুতি-মিনতি করেন। মন্ত্রী আশ্বাস দেন বিষয়টি খতিয়ে দেখার। তিনি জানান যে সুপারের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। ইতিমধ্যেই মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটপোস্টে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন বাড়ির লোকজন। বীরবাহা বলেন, আমরা ভিতরে ঢুকে বাচ্চাটিকে দেখে এসেছি। সুপারের সঙ্গে কথাও বলব যাতে চিকিৎসা ভাল করে হয়। রিঙ্কু রায় বলেন, চিকিৎসক বলেছিল অ্যাপেডিক্স হয়েছে। অপারেশন করতে হবে। অপারেশন হওয়ার পর বলছে মেয়ের শরীরে রক্ত থাকছে না কমে যাচ্ছে। আমরা জোগাড় করে রক্ত এনে দিলাম। ডাক্তারের অবহেলায় এটা হয়েছে। রাত্রিবেলা দুবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আমাদের বলেনি। বিনা টেস্টে অপারেশন করল কীভাবে ওরা? বিষয়টি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ। বলেছেন, বারবার এই ছবি দেখা যাচ্ছে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর ভুল চিকিৎসা হয়েছে। উনি তো সাধারণ মানুষ। তাহলে কার উপর ভরসা করব? যদিও, এই বিষয়ে হাসপাতাল সুপারের প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

জলপাইগুড়ি স্টেশনেও সেলফি জোন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১০ ডিসেম্বর ঃ পুজো মণ্ডপের পর এবার স্টেশনেও সেলফি জোন। সেখানেও রয়েছে থিম। জলপাইগুড়ির টাউন স্টেশনের সেলফি জোনের থিম ইসরোর চন্দ্রযান-৩। চাঁদের দক্ষিণ মেরু প্রদেশে চন্দ্রযান ৩-র সফল অবতরণের পর থেকেই ভারতের মহাকাশ গবেষণা সাড়া ফেলে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। এই সফলতা পেছনে ফেলেছে রাশিয়া, আমেরিকা, চীনের মত বড় শক্তিধর দেশকেও। আর এতেই গর্বিত ভারতবর্ষ। এবার সেই গর্বিত ইতিহাসকে পাথেয় করে অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে জলপাইগুড়ি টাউন এবং রোড স্টেশনে সেলফি জোন করলো রেল বিভাগ। এখন সেলফি তোলা প্রায় উন্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছেছে। বেড়াতে গেলে তো বটেই, এমনিতেও মোবাইল সামনে নিয়ে যে কোনও জায়গায় নানা ভঙ্গিতে সেলফি তুলতে ব্যস্ত থাকে নতুন প্রজন্ম। তবে শুধু এই প্রজন্ম বললে ভুল হবে, বয়স্করাও আজকাল সেলফির নেশার শিকার। এবার সেই ক্রেজকেই কাজে লাগিয়ে রেল বিভাগের মাধ্যমে ভারতের বিজ্ঞান চর্চার সাফল্য তুলে ধরা হচ্ছে। আর ইদানিং কালে দেশের বড় সাফল্য হিসেবে চন্দ্রযান ৩ লঞ্চের ঘটনাই দেশবাসীর মনে গেঁথে রয়েছে। স্টেশনের মাঝে বানানো চাঁদ এবং চাঁদের মাটিতে বিক্রম এবং প্রজ্ঞানের সামনে এখন থেকেই নিজস্বী তুলতে দেখা যায় স্কুল পড়ুয়া থেকে কর্মরত গর্বিত ভারতীয়দের। শহরের একটি স্কুলের শিক্ষার্থী কবিতা রায় জানান, আমাদের দেশের বিজ্ঞানের সাফল্য আমাদের মতো ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে। শহরের মধ্যে থাকা রেল স্টেশনের মধ্যে আমাদের দেশের বিজ্ঞানের সাফল্য তুলে ধরে সেটাকে সেলফি জোন বানানো সত্যি সারপ্রাইজিং। সেলফির ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেশের সাফল্য বর্ণনা করে তাহলে আমার বা আমাদের ছবি স্যোশাল মিডিয়ায় দেখে তারাও দেশের এই সাফল্যকে সেলিব্রেট করবে। রেল বিভাগের এই উদ্যোগে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী স্টেশনে এসে দেখেছেন এবং নিজেদের ছবিও তুলছেন। মানুষের মনের অগোচরেই এই সেলফি জোনটি বিজ্ঞান সফলতাকে জিইয়ে রাখছে তা বললে হয়তো ভুল কিছু হবে না। যেমন, কিরণ কিরঙ্গের মত কর্মজীবী কাজে যাচ্ছেন শিলিগুড়ি। হঠাৎ ওই সেলফি জোনের সামনে দাড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখলেন ওই জায়গাটা। মুখে মুচকি হাসি নিয়ে সেলফি জোনে উঠে ঝটপট তুলে নিলেন কিছু নিজস্বী। তার কাছে গিয়ে কথা বলতে বলতে আধো বাংলায় বললেন, এটা রেলের তরফে খুব ভালো উদ্যোগ। আগে লোকে রেলকে পেছনে রেখে ছবি তুলতেন। এখন চন্দ্রযান এবং চাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছেন। বেশ ভালোই লাগছে। অন্যদের ছবি তোলা দেখে আমিও নিজের ছবি তুলে রাখলাম। এটা একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। অবশ্য স্টেশনে তৈরি এই সেলফি জোন সম্পর্কে জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনের স্টেশন মাস্টার উমেশ কুমার কোন মন্তব্য করতে চাননি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এটা বানানো হয়েছে বলে মত তার। তবে রেলের এ হেন উদ্যোগ যে বেশ সফল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খুশি সাধারণ মানুষও।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্

ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২ তারিখঃ ০৬/১২/২০২৩। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in লিংকের অধীনে অ্যাক্সেস করা যাবে। লিংক www.ireps.gov.in→login→E-Tender Stores/Supply অ্যাক্সেস করে কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক্যালি এরূপ ই-টেন্ডারের জন্য অফার জমা করা যাবে। নির্দিষ্ট টেন্ডার সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণ অথবা আইআরইপিএস সম্পর্কিত তথ্য, যদি থাকে, পাওয়ার জন্য ভেন্ডরগণ নিম্নলিখিত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনঃ ডেপুটি সিএমএম/এইচকিউ/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন, ০৩৪১-২৫২৫৫৯৪ অথবা এসএমএম/কন/এইচকিউ, ০৩৪১-২৫৩৫৬৩১, অফিসের ঠিকানাঃ পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন-এর অফিস। ক্রমিক নং. [১]। টেন্ডার নং.ঃ ৭৫২৩৩৭২০এ। দফার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ড্রয়িং নংঃ- ১২০৯-০১.৩১৮-০১৮ এবং ১২০৯-০১.৩১৮.০১৯ অনুসারে ফিক্সিং কেবেলসমূহ (পুশ/পুল রড-এর জন্য সুরক্ষামূলক স্লিং) [সংশ্লিষ্ট সেট বিশদ অনুসারে ০১(এক)টি সেট-এ ০২(দুই)টি দফা থাকবে] [ওয়ারেন্টি মেয়াদঃ ডেলিভারির তারিখের পর থেকে ৩০ মাস]। পরিমাণঃ ৫৬১.০০ সেট। প্রদেয় বায়না মূল্য (টাকা)ঃ ₹ ০.০০। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময় (ভারতীয় প্রমাণ সময়)ঃ ০৪/০১/২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা।

PR3-251 পিসিএমএম/সিএলডব্লু/চিত্তরঞ্জন

আমাদের লাইক করুন: www.facebook.com/clwrailways

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL.+ PO.: MANKIARY, DIST.: PURULIA (W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE

NIT Memo No.: MGP/NIT-05/2023-2024 dt. 11/12/2023. NIT Memo No.: MGP/NIT-06/2023-2024 dt. 11/12/2023.
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Upa-Pradhan-in-Charge, Mankiary Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I: Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https://wbtenders.gov.in/** 1. Date and Time of Download/Sale: **from 11/12/2023 10am to 18/12/2023 5:30 pm.** 2. Date and Time of Bid Submission: **from 11/12/2023 10am to 18/12/2023 5:30 pm.** 3. Date and time of Bid Opening: **20/12/2023 at 12 NOON.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.
Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
MANKIARY GRAM PANCHAYAT
VILL: Mankiary, PO.: Thakursima, DIST.: PURULIA(W.B.)
UNDER ARSHA DEVELOPMENT BLOCK
TENDER NOTICE

NIT No.: MGP/NIT-04/2023-2024 dt. 11/12/2023
Sealed tender in prescribed tender form of Mankiary GP is hereby invited from the eligible, reliable and bonafied contractors for similar type of works. The schedule of the tender process is as follows. 1. Date and Time of Tender Form Issue: **11/12/2023 to 18/12/2023 up to 1:30pm.** 2. Date and Time of Dropping Tender Form: **11/12/2023 to 18/12/2023 up to 2pm.** 3. Date and time of opening of the tender: **20/12/2023 at 12 NOON.** The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Mankiary Gram Panchayat

Badla Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Badla, Dist.: Purba Bardhaman, Pin: 713122

Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Memo No: 635/eNIT/CFC/UNTIED/BGP/2023, Date: 06.12.2023.** Bid Submission Start Date (Online): **11.12.2023 at 11:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **19.12.2023 up to 18:00 Hrs.** Bid Opening Date: **22.12.2023 at 10:00 Hrs.** For More Details please visit **http://wbtenders. gov.in**
Sd/-
Prodhan
Badla Gram Panchayat

ABUJHATI-1 GRAM PANCHAYAT
Jhapandanga: Purba Bardhaman
Tender reference no:-
1) Memo No:- 503/Abuj-1/2023-2024.
Date: 08/12/2023
e-Tenders are hereby invited by the Pradhan of Abujhati-1 Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the e-Tenders **from 09/12/2023 to 21/12/2023 up to 10.00 AM.** For further details please visit the website **https://wbtenders.gov.in**.

E-Tender Notice
Online Bids are invited for the year 2023-24 from the bonafide contractors for Listed Works under 15th FC (Tied & Untied), 5th SFC, SBM(G) in respect of **NIT no. 949/SUSU/2023, 950/SUSU/2023, 951/SUSU/2023, 952/SUSU/2023, 953/SUSU/2023, 956/SUSU/2023, 957/SUSU/2023 dated-07/12/2023.** Last Date of Paper Submission on **20/12/2023** & **23/12/2023** for details information contact to the undersigned.
Sd/- Prodhan
SUSUNIA GRAM PANCHAYAT

ABRIDGED-eTENDER NOTICE
UNDERSIGNED Invites e-Tender Vide **NIT NO. 24/EO/2023-24** for 5 nos Segregation and Storage shade for SWM Project within Khanakul-1 Panchayet Samity amounting Rs 429509/- each. Last date of application on **15.12.2023 up-to 12.00 noon** for details please visit "**wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Khanakul-1 Panchayet Samity.

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1)KGP/159/eNIT/23-24, Dated: 07/12/2023
(2)KGP/160/eNIT/23-24, Dated: 07/12/2023
E-Tender are hereby invited by the undersigned from reputed, bonafied & resourceful contractor having good credential of working with Government Departments/Undertakings/Agencies for the 2(Two)Nos. works. Source of Fund: SBM(G)/MNB. Document download/sale date **from 11.12.2023 10:00 am to 18.12.2023 10:00 am.** Bid submission date **from 11.12.2023 10:00 am to 18.12.2023 10:00 am.** Last Date of submitting Tender Cost: **18.12.2023 at 10:00 am.** Bid Opening date: **20.12.2023 at 10:00 am.** For details please visit office of the undersigned or website.
Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

OFFICE OF THE GB SONATALA GRAM PANCHAYAT
Udaynarayanpur, Howrah
E-Tender are hereby invited by the Prodhan, GB Sonatala Gram Panchayat for the work of (1) Garh Bhawanipur Sonatala Marriage ceremony hall phase I sansad No-II, JL No. 54, Fund 5th SFC Year 2023-24, Fund: 5th SFC(TIED), **NIT Date-11/12/2023.** Bid submission last date **21/12/2023**, Bid Opening date-**23/12/2023.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garh Bhawanipur Sonatala Gram Panchayat

Debipur Gram Panchayat
PO: Manasri, Dist: Howrah, Pin: 711412
E-Tender is invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for the work of Installation of Solar Street From Uttar Manasri Saupara to Dr. Kashinath Land at Uttar Manasri. Fund: 5th SFC (TIED). **NIT Date-11/12/2023.** Bid submission Last Date-**21/12/2023.** Bid Opening Date-**23/12/2023.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Debipur Gram Panchayat

Jiaganj–Azimganj Municipality
PO-Azimganj, Dt.-Murshidabad
Chairman of J.A Municipality invites open eTender as below :-

Sl	Name of Work	Tender ID	Last Date of Bid submission
1	Supply of Trained Clerical Assistant in Semi Skilled Category one each for 02 Nos.of U-HWCs and Trained Cleaning Staff in Unskilled Category on each for 02 U-HWCs.	2023_MAD_619066_1	02.01.2024
2	House service water Connection to 4675 nos. of Premises.	2023_MAD_619077_1	05.01.2024

Please see the details on **https://wbtenders.gov.in/**
Sd/-Chairman
Jiaganj – Azimganj Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **E.E., WS (South), KMC** invites tender online percentage two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/WS/EE/S/092/2023-24/13/1st Call Name of Work: **Development of water supply network by mending of service mains in and around various pockets of A. T. Chatterjee Road and Gariahat Road South in Ward No.-92, Br.-X.** Estimate Cost: ₹ **1,74,954.11.** Earnest Money: ₹ **3,500.00.** Period of completion: **45 days.**
(2) NIT No.: KMC/WS/EE/S/092/2023-24/08/1st Call Name of Work: **Development of water supply network by laying 100 MM dia D.I. pipes near 148/1A and 153/3, S. G. G. Road in Ward No.-92, Br.-X.** Estimate Cost: ₹ **1,69,994.22.** Earnest Money: ₹ **3,400.00**. Period of completion: **30 days.**
(3) NIT No.: KMC/WS/EE/S/091/2023-24/05/1st Call Name of Work: **Development of water supply by 100 MM dia D.I. pipe near Premises Nos.-64/5A/1, 64/8 Bose Pukur Road etc. in Ward No.-91, Br.-X.** Estimate Cost: ₹ **2,29,498.46.** Earnest Money: ₹ **4,600.00**. Period of completion: **30 days.**
(4) NIT No.: KMC/WS/EE/S/091/2023-24/07/1st Call Name of Work: **Development of water supply near Premises Nos. 180/1, 178/2/1, B. B. Chatterjee Road and other ancillary work in Ward No.-91 under Br.-X.** Estimate Cost: ₹ **2,69,256.92.** Earnest Money: ₹ **5,400.00**. Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of Bid: **27.12.2023 – 4.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4). Tender will be opened on: **29.12.2023 – 4.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 4).
(5) NIT No.: KMC/WS/EE/S/092/2023-24/11/1st Call Name of Work: **Mending of water supply network by Ferrule Cleaning Stand Post repairing, cut and flush and allied works at different locations on Selimpur Road, M. T. Road and Babubagan Lane in Ward No.-92, Br.-X.** Estimate Cost: ₹ **1,99,998.71.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of completion: **90 days.**
(6) NIT No.: KMC/WS/EE/S/092/2023-24/09/1st Call Name of Work: **Development of water supply network by laying 100MM dia D.I. pipes near 1A/1A/2, Selimpur Lane and 63/B, Selimpur Road in Ward No.-92, Br.-X.** Estimate Cost: ₹ **1,39,996.07.** Earnest Money: ₹ **2,800.00**. Period of completion: **30 days.**
(7) NIT No.: KMC/WS/EE/S/100/2023-24/14/1st Call Name of Work: **Maintenance of water supply network at different locations of D. P. P. Road, B. G. Road and B. G. Bye Lane by Ferrule Cleaning Stand Post repairing, cut and flush etc. in Ward No.-100, Br.-X.** Estimate Cost: ₹ **1,99,992.12.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of Bid: **22.12.2023 – 4.30 p.m.** (For Sl. No. 5 to 7). Tender will be opened on: **26.12.2023 – 4.30 p.m.** (For Sl. No. 5 to 7). The bid forms and other details are available on and from **18.12.2023 (4 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2), **15.12.2023 (4 p.m.)** (For Sl. No. 3 & 4) & **14.12.2023 (4 p.m.)** (For Sl. No. 5 to 7) from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 7).

The **E.E., Water Supply (GRWW), KMC** invites e-Tender for the following works:
(1) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-17 Name of Work: **Maintenance for pump and pumping accessories at RWPS Ph-III, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,69,325.00.** Earnest Money: ₹ **5,400.00.** Period of completion: **180 days.**
(2) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-18 Name of Work: **Replacement of damaged components by new one to restore the defective PDV of Pump No.-5 at RWPS-II under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **1,75,946.00.** Earnest Money: ₹ **3,550.00.** Period of completion: **05 days.**
(3) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-19 Name of Work: **Supply & fitting & fixing of new components to suit in the extg. HT VCB switch gear for HT Motor No.-1 & Incomer No.-1 at RWPS Ph-I under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,95,779.00.** Earnest Money: ₹ **5,950.00**. Period of completion: **03 days.**
(4) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-20 Name of Work: **Manufacturing, fabricating, supply & installation of LT Control Panel for operation of delivery side 900 mm dia. BFV against Pump No.-5 & 6 at RWPS-III, GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,84,879.00.** Earnest Money: ₹ **5,700.00**. Period of completion: **15 days.**
(5) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-21 Name of Work: **Supply, erection, testing & commissioning of steel tubular poles with LED fittings for sufficient illumination on the jetty of RWPS-III under GRWW.** Estimated Amount: ₹ **2,59,292.00.** Earnest Money: ₹ **5,200.00**. Period of completion: **10 days.**
(6) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-22 Name of Work: **Supply, fitting & fixing of new gear box arrangement with the 700 mm dia. BFV against Pump No.-3 at RWPS Ph-I of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **1,26,698.00.** Earnest Money: ₹ **2,550.00**. Period of completion: **10 days.**
(7) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-23 Name of Work: **Overhauling of 6 nos. transformers at RWPS Ph-I, II & III of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **3,51,999.00.** Earnest Money: ₹ **7,050.00**. Period of completion: **12 days.**
(8) NIT No.: EE/WS/GRWW/RWPS/23-24/eT-24 Name of Work: **Supply, fitting & fixing of new components i.e. sleeves, bearings with housing, impeller & casing ring in the rotating unit of Pump No.-1 at RWPS-I of GRWW.** Estimated Amount: ₹ **4,93,089.00.** Earnest Money: ₹ **9,900.00**. Period of completion: **15 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **26.12.2023 at 2 p.m./28.12.2023 at 2.30 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8).
(9) NIT No.: EEWS/KMC/GRWW/23-24/171 Name of Work: **Construction of Masonry Boundary Wall at the backside of Electro-Mechanical Store and patch up work of damaged boundary wall along with painting inside GRWW Clear Water Complex.** Estimated Amount: ₹ **2,32,520.** Earnest Money: ₹ **4,650.00**. Period of completion: **21 days.** Last date and time of receipt/opening of Tender (Online): **28.12.2023 at 2 p.m./30.12.2023 at 2.00 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 9). **(1072/23-24)**

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

অতিরিক্ত ওজনে গর্ভধারণ

দুরন্ত বার্তা ঃ অতিরিক্ত ওজন গর্ভধারণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের অন্তরায়। এতে সন্তান না হওয়া কিংবা গর্ভধারণ বিলম্ব হতে পারে। এ ছাড়া গর্ভপাতসহ নানা জটিলতায় মা ও শিশুর জীবন বিপন্নও হতে পারে। তা ছাড়া একজন স্বাভাবিক ওজনের সুস্থ নারীর গর্ভধারণের চেয়ে একজন স্থূলকায় নারীর গর্ভধারণ বেশ কষ্টকর।

চাই আদর্শ ওজন ও ফিটনেস ঃ গর্ভধারণের জন্য একজন নারীর আদর্শ ওজন ও ফিটনেস ধরে রাখা জরুরি। এ জন্য বডিমাস ইনডেক্স বা বিএমআই হতে হবে ১৮.৫-২৪.৯ কেজি/ মিটার স্কয়ারের মধ্যে। এর বেশি হলে গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমতে থাকে। অতিরিক্ত ওজনের কারণে হরমোনাল ইমব্যালান্স হতে পারে এবং ওভ্যুলেশনের (ডিম্বাণু পরিপক্ক হয়ে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বের হওয়া) সমস্যা হয়, যা পিরিয়ডকে অনিয়মিত করে গর্ভধারণের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

নারীদেহে রজচক্র নিয়ন্ত্রণ ও গর্ভধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণ খুব জরুরি। এই ইস্ট্রোজেন সাধারণত ওভারিতে তৈরি হয়। কিন্তু ৩০ ভাগের বেশি ইস্ট্রোজেন সাধারণত দেহের ফ্যাট সেল থেকে উপন্ন হয়। কোনো গর্ভবতীর ওজন যদি আদর্শ হয় এবং শরীরে ১৭-২২ ভাগ চর্বি থাকে, তবে ইস্ট্রোজেন হরমোন সঠিক পরিমাণে উপন্ন হয়। কিন্তু স্থূলকায় হলে অতিরিক্ত ফ্যাট সেল থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় ইস্ট্রোজেন নির্গত হওয়ার কারণে ঠিকমতো ওভ্যুলেশন হয় না। এতে অনিয়মিত রজচক্র হয়, যাতে গর্ভধারণে সমস্যা হতে পারে।

মনে রাখতে হবে, ওজনাধিক্য গর্ভধারণের সম্ভাবনাকে হ্রাস করার পাশাপাশি সন্তান জন্মদানের সময় প্রতিকূল অবস্থার তৈরি করতে পারে। আর এই অবস্থা হলে মা এবং নবজাতক উভয়ের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।

করণীয় ঃ-

-সঠিক ডায়েট প্ল্যান মেনে চলুন। স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করুন।
-নিয়মিত শরীর চর্চা বা ব্যায়াম করুন ও আত্মবিশ্বাসী হোন।
-গর্ভবতী মায়ের প্রতি পরিবারের অন্য সদস্যরা বিশেষ সহযোগিতা করুন।
-শুধু বিএমআই সঠিক থাকলেই হবে না, ফিটনেসের সূচক ওয়েস্ট হিপ রেশিও (ডব্লিউএইচআর) ঠিক থাকতে হবে। আদর্শ রেশিও হলো ০.৬৭-০.৮ পর্যন্ত।
-গর্ভধারণের আগেই অতিরিক্ত ওজন ঝেড়ে ফেলুন। বিএমআই, ওয়েস্ট হিপ রেশিও স্বাভাবিক মাত্রার মধ্যে আনুন।

একজন সুস্থ মা-ই পারে একটি সুস্থ শিশুর জন্ম দিতে। প্রয়োজনে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিন।

ফুসফুস ক্যান্সারের চিকিৎসা

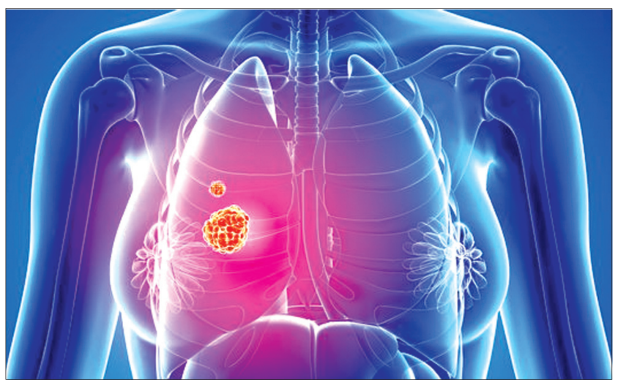

দুরন্ত বার্তা ঃ ক্যান্সার শব্দটি আমাদরে সকলের নিকট একটি ভীতিকর শব্দ। এটি মানব দেহের একটি মারাত্মক ও জটিল ব্যাধি। ক্যান্সারের কারণে মানুষের দেহের কোষগুলো অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। মরণঘাতক হিসেবে এইডস এর পরেই ক্যান্সারের অবস্থান। আর ফুসফুসে ক্যান্সার হচ্ছে একটি ভয়াবহ ব্যাধি। প্রতি বছর বিশ্বের অসংখ্য মানুষ এই ব্যাধিটিতে আক্রান্ত হচ্ছে। এই ব্যাধিটিতে সাধারণত মহিলাদের চেয়ে পুরুষরাই বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ফুসফুস বা লাংস ক্যান্সারের ভহাবহতার প্রধান কারণ হচ্ছে এই রোগটি সম্পূর্ণ নিরাময় হবার কোন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়নি। এটি কোন জীবাণু ঘটিত রোগ নয়। তাই চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের পক্ষে এর প্রতিরোধক আবিষ্কার করাও কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়েছে। তবে ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসায় বর্তমানে কেমোথেরাপি এবং রেডিওথেরাপি অভাবনীয় কার্যকরী ফল দিচ্ছে। চিকিৎসকগণ এই ব্যাধিটি সম্পূর্ণ প্রতিকারের জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফুসফুসে ক্যান্সারের একটি অন্যতম কারণ হল ধূমপান। যে সকল ব্যক্তিরা ধূমপায়ী তারাই প্রধানত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকেন বেশি। ধূমপান হল ফুসফুসের ক্যান্সারেরর সবচেয়ে বড় শত্রু। ধূমপান ছাড়াও শিল্প কলকারখানার নির্গত ধোঁয়া এবং গাড়ির কালো ধোঁয়া ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টির জন্য দায়ী। ফুসফুসের সংক্রমন জনিত রোগ যেমন- যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়া ভাল হওয়ার পরও ফুসফুসের আক্রান্ত স্থানে ক্যান্সার দেখা দিতে পারে। নানা ধরণের রাসায়নিক পদার্থ-ক্রমিয়াম, ক্যাডমিয়াম, এসবেস্টস ইত্যাদির সংস্পশে যে সকল ব্যক্তি দীর্ঘদিন কাজ করে তাদের ক্ষেত্রেও ফুসফুসের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে। ফুসফুসের ক্যান্সার রোগের উপসর্গ বা লক্ষণ সকল রোগীর ক্ষেত্রে একই রকম হয় না। কারও কাশি, শ্বাসকষ্ট, সাথে বুকে ব্যথাও হয়ে থাকে। এ সকল লক্ষণ দেখা দেয় যদি রোগীর টিউমার ফুসফুসের বাহির পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। আবার যাদের টিউমার ফুসফুসের ভিতরে বৃদ্ধি পায় তাদের কাশির সাথে রক্ত যায় এবং পুঁজ জাতীয় কাশি হয়। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। এছাড়াও আরও যেসকল উপসর্গ রয়েছে- চোখে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। হাতের নিচে বগলে, ঘাড়ে চাকার মত হতে পারে। গলার স্বরের পরিবর্তন হতে পারে। খাবার খাওয়ার সময় গলায় আটকে যাবার প্রবণতা দেখা দেয়। ওজন হ্রাস পেতে পারে। খাবারে অনীহা, রক্ত স্বল্পতা এবং রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। প্রস্রাবের সাথে প্রোটিন নির্গত হতে পারে। জ্বর অনুভব হতে পারে। আঙ্গুলের ডগা স্ফীত হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি। চিকিৎসকগণ তাদের চিকিৎসার সুবিধার্থে এই ব্যাধিটিকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। ননস্থল সেল কারসিনোমা এবং স্থলসেল কারসিনোমা। নন স্থলসেল কারসিনোমা রোগীর দেহে অনেক দিন ধরে বংশবিস্তার করে। বর্তমানে এর চিকিৎসার জন্য টেক্সোটিয়ার নামক ওষুধটি ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া প্রথম অবস্থায় এই ব্যাধিটি ধরা পড়লে অপারেশনের সাহায্যে রোগীকে রোগ থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। ফুসফুসের ক্যান্সার চিকিৎসায় কেমোথেরাপি ও বিকিরণ এবং রেডিওথেরাপি পদ্ধতি কার্যকরী হলেও টেক্সোটিয়ার নামক ওষুধটি হচ্ছে এর যুগোপযোগী ওষুধ, কারণ এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম। স্থলসেল কারসিনোমার চিকিৎসা সাধারণত ননস্থলসেল কারসিনোমার চেয়ে কম ব্যববহুল। স্থলসেলের ক্ষেত্রে ব্যাধিটি খুব দ্রুত দেহে ছড়িয়ে পড়ে। স্থলসেলের চিকিৎসা কেমোথেরাপির সাহায্যে হলেও এর একটি আধুনিক ও কার্যকরী ওষুধ বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্যাম্পটো নামক ওষুধটি স্থলসেল কারসিনোমার ক্ষেত্রে খুবই ভাল একটি ওষুধ। ফুসফুসের ক্যান্সার একটি মরণব্যাধি। আমাদের সকলের সচেতনতার দ্বারা এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব। ধূমপান হচ্ছে এই রোগের অন্যতম মূল উৎস। তাই সকলের উচিত ধূমপান পরিহার করা এবং ধূমপায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে দূরে থাকা। এছাড়া যে সকল কারণ এই মরণব্যাধিটির জন্য দায়ী সেগুলো থেকে দূরে থাকা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতার দ্বারাই সম্ভব এই রোগের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া।

শিশুদের মধ্যে অ্যাডিনয়েড সমস্যা

দুরন্ত বার্তা ঃ অ্যাডিনয়েড বড় হয়ে গেলে নাক বন্ধ হয়ে যায়। তখন নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া কষ্টকর হয়। এর ফলে ঘুমের ব্যাঘাতসহ শিশুদের মারাত্মক কিছু শারীরিক জটিলতা হতে পারে। শীতের সময় এই সমস্যা বাড়তে পারে। নাকের পেছনে টনসিলের মতো সাধারণ কিছু লিম্ফয়েড টিস্যু থাকে। এটি যদি কখনো বড় হয়ে যায়, তাহলে নাকের পেছনের শ্বাসনালিকে বন্ধ করে দিতে পারে। একে বলে অ্যাডিনয়েড বড় হওয়ার সমস্যা, যা সাধারণত শিশুদের বেশি হয়। শীতের সময় এর জটিলতা বাড়তে পারে।

লক্ষণ ঃ শিশুদের অ্যাডিনয়েড বড় হলে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। এসব লক্ষণ দেখা দিলে মনে করতে হবে, তার অ্যাডিনয়েড বড় হয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। যেমন-

-শিশুর নাক বন্ধ থাকে। সব সময় সর্দি লেগে থাকে।
-মুখ দিয়ে শ্বাস নেয়, সব সময় মুখ হাঁ করে থাকে।
-ঘুমের সময় শ্বাসকষ্টে ভোগে, মুখ হাঁ করে ঘুমায়।
-নাকি স্বরে কথা বলে।
-মুখ দিয়ে লালা পড়ে।
-খাওয়া-দাওয়ায় যথেষ্ট অরুচি থাকে।
-স্লিপ অ্যাপনিয়া বা ঘুমের মধ্যে শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। ঘুম ভেঙে গেলে জোরে জোরে শ্বাস নেয়।
-ঘুমের মধ্যে নাক ডাকে।
-কানের পেছনে একটা টিউব থাকে, যার ওপর চাপ পড়লে শিশুর কানের সমস্যা হয়, কানে কম শোনে। উচ্চ ভলিউমে রেডিও-টেলিভিশন শোনে।
-কানে ইনফেকশন হতে পারে, মাঝেমধ্যে কান ব্যথা হয়, পুঁজ পড়তে পারে।
-সাইনোসাইটিস হতে পারে।
-পর্দার পেছনে মধ্যকর্ণে জল জমে, যাকে অটাইটিস মিডিয়া উইথ ইফিউশন বলে। অনেক সময় মধ্যকর্ণে ইনফেকশনও হতে পারে।

জটিলতা ঃ অ্যাডিনয়েডের কারণে বা সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে কিছু জটিলতা হতে পারে। যেমন-

-সব সময় বা মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার কারণে অনেক সময় শিশুর মুখের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যায়। একে বলে 'অ্যাডিনয়েড ফেসিস'। অ্যাডিনয়েড ফেসিসের চেহারার শিশুকে দেখতে অনেকটা হাবাগোবা বা বোকা টাইপের মনে হয়। তাদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কেননা মস্তিষ্কের পুষ্টি হলো অক্সিজেন। আর এসবের অভাবে শিশুদের আইকিউ কমে যায়, তারা বোকা বোকা হয়, বুদ্ধি লোপ পায়।
-ঘুমের ভেতর যেহেতু অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যায়, ফলে ব্রেনেও অক্সিজেন সাপ্লাই কমে যায়। এতে মস্তিষ্ক হাইপক্সিক ড্রাইভে ভোগে।
-দাঁত উঁচু হতে পারে, তালু ওপরে উঠে যেতে পারে।
-টনসিলও বড় হয়ে পুঁজ জমে জটিলতা হতে পারে।
-শিশুর খেতে কষ্ট হয়, খেতেও অনেক সময় লাগে।
-পড়ালেখায় অমনোযোগী হয়, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়।
-নাকের স্বাভাবিক বৃদ্ধি হয় না বলে নাক ছোট হয়ে যেতে পারে।
-এই রোগের মারাত্মক জটিলতা হিসেবে বাতজ্বর, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, হার্ট ফেলিওর, দীর্ঘস্থায়ী কিডনির অসুখ ইত্যাদি হতে পারে।

যাদের হয় ঃ সাধারণত তিন থেকে চার বছরের শিশুদের এটা বেশি হয়। তবে ছয়-সাত বছরের শিশুদেরও হতে পারে। ১০-১১ বছরের পর অনেক ক্ষেত্রে অ্যাডিনয়েডের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটে বা ছোট হতে থাকে। এ রকম না হওয়া বরং খারাপ লক্ষণ।

পরীক্ষা ঃ কোনো শিশুর অ্যাডিনয়েড আছে কি না বা অ্যাডিনয়েড বড় হয়েছে কি না এটা উপরোক্ত কিছু লক্ষণ দেখে বোঝা যায়। এ ছাড়া কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। যেমন- সিম্পল এক্স-রে সফট টিস্যু নেসোফেরিংক্স ল্যাটারাল ভিউ। এই এক্স-রে করালে ঠিক কতটুকু শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে গেছে সেটা ভালোভাবে বোঝা যাবে। এ ছাড়া এন্ডোসকপি এবং সিটি স্ক্যান করেও জানা যায়।

চিকিৎসা ঃ ওষুধ বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ অথবা অপারেশন করে অ্যাডিনয়েড ফেলে দেওয়া-এই দুভাবে অ্যাডিনয়েডের চিকিৎসা করা যায়।

অপারেশন

অ্যাডিনোটনসিলেকটমি ঃ শিশুর অ্যাডিনয়েডের সমস্যা জটিল মনে হলে, বেশি বড় হয়ে গেলে এবং শ্বাসনালিকে বাধাগ্রস্ত করলে এবং কোনো উপসর্গ দেখা দিলে অপারেশন করে ফেলাই ভালো। টনসিল ও অ্যাডিনয়েড দুটিই অপারেশনের মাধ্যমে একত্রে ফেলে দেওয়া ভালো, যাতে পরবর্তী সময়ে জটিলতা এড়ানো যায়। একে বলে অ্যাডিনোটনসিলেকটমি।

কবলেশন ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে অপারেশন না করিয়ে ইদানীং 'কবলেশন মেথড' বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এটা রক্তপাতহীন সর্বাধুনিক পদ্ধতির অপারেশন। এতে কাটা ঘা দ্রুত শুকায়, ব্যথা কম থাকে ইত্যাদি।

ওষুধের মাধ্যমে ঃ অ্যাডিনয়েড যদি অল্প পরিমাণে বড় হয়, তাহলে ওষুধের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায়। আবার অপারেশন করাতে কেউ অনিচ্ছুক হলে সে ক্ষেত্রে কিছু বিকল্প চিকিৎসা যেমন-নাকের স্টেরয়েড ড্রপস, লো ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক এবং অ্যান্টিহিস্টামিন ইত্যাদি ওষুধ দেওয়া হয়ে থাকে। তবে অ্যাডিনয়েডের সঙ্গে টনসিলাইটিস থাকলে অপারেশন করাটাই যুক্তিযুক্ত।

প্রতিরোধে করণীয়

-ফ্রিজের জল বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা জল পান না করা।
-আইসক্রিমজাতীয় খাবার বন্ধ করা।
-বিছানার মাথার দিক কিছুটা উঁচু রাখা।
-চিত না হয়ে বরং এক কাত হয়ে শোয়ার অভ্যাস করা।
-জ্বর, গলা ব্যথা, অ্যালার্জি থাকলে চিকিৎসা করা।
-মেঝেতে না শোয়া বা ঠাণ্ডা না লাগানো।
-নাকের দেওয়াল বাঁকা থাকলে সঠিক চিকিৎসা করা।
-পর্যাপ্ত জল পান, সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করা।
-স্থূলকায় হলে ওজন কমানোর চেষ্টা করা।
-ঘিঞ্জি পরিবেশ এড়িয়ে চলা বা অনেক শিশু একসঙ্গে বসবাস না করা।

ঠাণ্ডাজনিত কাশি

দুরন্ত বার্তা ঃ অনেক ঝঞ্ঝা কাটিয়ে বঙ্গে এল শীত। ঋতু বদলের এ সময়ে হাঁচি, কাশি, অ্যালার্জিজনিত রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডাজনিত অ্যালার্জি শীত বা শীতের পর দেখা দেয়। এই সময় শীত চলে গেছে ভেবে মানুষ অতটা গরম কাপড় পরে না। ফলে ঠাণ্ডাজনিত অ্যালার্জি হয়। শীতের এই সময়ে বাতাসে অনেক ধুলো থাকে। এই ধুলোর সঙ্গে অ্যালার্জেন মিশে থাকে। এই সময় অ্যালার্জি হওয়ার বিভিন্ন উপাদান আমাদের শ্বাসনালির ভেতর ঢুকে যায় বা আমাদের ত্বকের ওপর বসে পড়ে। মোটকথা, বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকার ফলে অ্যালার্জির প্রকোপ বেড়ে যায়। আসলে হাঁচি, কাশি উপসর্গ মাত্র। এসব কিছুই এলার্জি সংক্রান্ত রোগ। আবার সব হাঁচি যে অ্যালার্জি সংক্রান্ত তা-ও নয়। এ সময় সকালের দিকে অনেক হাঁচি হতে পারে। নাক দিয়ে হঠা করে জল পড়ে এবং কাশি হয়ে থাকে। অনেকের ত্বকে অযথাই চুলকানি শুরু হয়। এগুলোর উস একই, কেবল উপসর্গ ভিন্ন। এই অ্যালার্জি যখন নাকে যায় তখন নাকের ঝিল্লির ওপর বসে প্রতিক্রিয়া শুরু করে। তখন হাঁচি শুরু হয়। যখন গলায় যায় তখন কাশি হয় এবং যখন ত্বকে অ্যালার্জি হয় তখন এটি চুলকানি আকারে প্রকাশ পায়। আবহাওয়ায় অ্যালার্জির উপাদান যত বা।তে থাকে এই রোগের প্রকোপও তত বা।তে থাকে। একটি শহরে যত বেশি দূষণ হবে মানুষ তত অ্যালার্জির সমস্যায় ভুগবে। বেশি কাশি হলে গলা বসে যেতে পারে। কাশতে কাশতে অনেক সময় ফেরিনজাইটিস হয়ে যায়।

লক্ষণ অনুযায়ী মাথাব্যথার কারন নির্ণয়

দুরন্ত বার্তা ঃ মাথাব্যথা অতি পরিচিত স্বাস্থ্য সমস্যা। মাথাব্যথা বিরক্তিকর ও কষ্টদায়ক সমস্যা হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা মারাত্মক রোগ নির্দেশ করে না। দুশ্চিন্তা ও মাইগ্রেন শতকরা ৯০ ভাগ মাথাব্যথার জন্য দায়ী। মাথাব্যথা নানা কারণে হয়ে থাকে। টেনশন কিংবা দুশ্চিন্তাজনিত মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, ক্লাস্টার, সাইনাস কিংবা চক্ষুজনিত মাথাব্যথা, হরমোনজনিত মাথাব্যথা, ব্রেন টিউমার, মগজের ভেতর রক্তপাত, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি কারণে মাথাব্যথা হয়ে থাকে।

মাইগ্রেন ঃ শতকরা ১০-১৫ ভাগ লোক এই ধরনের মাথাব্যথায় আক্রান্ত হয়। মাইগ্রেন মেয়েদের বেশি হয়। সাধারণত ১৫-১৬ বছর বয়স থেকে মাইগ্রেনের লক্ষণ দেখা দেয় এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা ৪০-৫০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাইগ্রেনের আক্রমণের সময় মগজের রাসায়নিক বাহক সেরোটিনিনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং মাথা বাইরের ধমনিগুলো প্রসারিত হয়।

লক্ষণগুলো

-মাথাব্যথা সাধারণত মাথার একদিকে হয়। তবে ব্যথা সমস্ত মাথায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।
-মাথাব্যথার সঙ্গে বমি বমি ভাব হয়, এমনকি বমিও হতে পারে।
-রোগী তখন আলো সহ্য করতে পারে না।
-এই ধরনের মাথাব্যথা কয়েক ঘণ্টাব্যাপী চলতে পারে কিন্তু দিনব্যাপী খুব কম হয়।
-মাইগ্রেন রোজ, সপ্তাহ কিংবা মাসব্যাপী হতে পারে।
-দুশ্চিন্তা, মদ্যপানে মাথাব্যথা বেশি হয়। পনির, চকলেট ইত্যাদি খাবারেও মাথাব্যথা বেশি হয়। ঘুমালে মাথাব্যথা কমে যায়।
-মাইগ্রেনের বংশগত ইতিহাস থাকতে পারে।
-সাধারণত কোনো স্নায়বিক উপসর্গ থাকে না।
-হার্টের অলিন্দে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকার কারণে মাথাব্যথা হতে পারে, তবে এ ক্ষেত্রে রোগী কোনো ধরনের হার্টের সমস্যা অনুভব নাও করতে পারেন।

চিকিৎসা ঃ যেসব কারণে মাইগ্রেনের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়, তা পরিহার করতে হবে। স্বল্পস্থায়ী চিকিৎসা হিসেবে প্যারাসিটামল, এরগোটামিন, পিজোটিফেন, প্রপ্রানালোল, এমিট্রিপটাইলিন ব্যবহার করা যেতে পারে। হার্টে ছিদ্র আছে কি-না তার জন্য ইকো কালার ডপলার পরীক্ষা করে হার্টের চিকিৎসার দরকার হতে পারে।

ক্লাস্টার ঃ ক্লাস্টার মাইগ্রেনের চেয়ে কম হয়। এই ধরনের মাথাব্যথা মধ্যবয়স্ক পুরুষদের বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু মাইগ্রেন নারীদের বেশি হয়।

লক্ষণগুলো

-তীব্র যন্ত্রণাদায়ক মাথাব্যথা।
-মাথাব্যথা সাধারণত এক চোখে ও চোখের পেছনে হয় এবং সেদিকের চোখ লাল হয়, জল পড়ে। নাক দিয়েও জল পড়ে।
-মাথাব্যথা হঠাৎ করেই হয়ে থাকে। পাঁচ থেকে ১০ মিনিটের মধ্যে ব্যথা সবচেয়ে বেশি হয় এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে সেরে যায়।
-মাথাব্যথায় ঘুম ভেঙে যেতে পারে।
-মদ্যপানে মাথাব্যথা বেশি হয়।
-মাথাব্যথা কয়েক সপ্তাহব্যাপী স্থায়ী হয় এবং দিনে কয়েকবার করে হয়।

চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা হিসেবে উচ্চমাত্রায় এনএসআইডি অথবা এরগোটামিন এবং ভেরাপামিল ব্যবহারে রোগীর সমস্যা কমতে দেখা যায়। অর্ধেকের বেশি রোগী ফেস মাস্কের মাধ্যমে ১০০ ভাগ অক্সিজেন শ্বাসের সঙ্গে নিয়ে উপকার পায়। এসব রোগীর ধূমপান ও মদ্যপান বর্জন করা উচিত।

সাইনাসের মাথাব্যথা ঃ যাদের ঘন ঘন সর্দি-কাশি হয়, তাদের সাইনোসাইটিস থেকে এই ধরনের মাথাব্যথা হয়ে থাকে।

লক্ষণগুলো

-ঠাণ্ডা কিংবা সর্দি-কাশি লাগার সময় কিংবা পরে এই ধরনের মাথাব্যথা শুরু হয়।
-ব্যথা মুখমণ্ডলের কিংবা মাথার কোনো নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে।
-মাথাব্যথা সকালের দিকে বেশি হয়।
-হাঁচি-কাশি দিলে ব্যথা বেশি হয়। হঠাৎ করে মাথা নাড়লেও ব্যথা বেশি হয়।
-শীতকালে বেশি হয়।
-রোগ নির্ণয়ের জন্য এক্স-রে বা সিটি স্ক্যান করতে হবে।

চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা হিসেবে অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিহিস্টামিন, ডিকনজেস্ট্যান্ট কিংবা নাকের স্প্রে দেওয়া হয়।

চক্ষুজনিত মাথাব্যথা ঃ শতকরা ৫ ভাগ মাথাব্যথা চোখের কারণে। চোখের দৃষ্টিশক্তি কম থাকলে মাথাব্যথা হতে পারে। অনেকক্ষণ পড়াশোনা করা, সেলাই করা, সিনেমা দেখা কিংবা কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকলেও মাথাব্যথা হতে পারে। চোখের কোনো রোগ, যেমন- কর্নিয়া, আইরিশের সংক্রমন, গ্লুকোমা এবং রেট্রোবালবার নিউরাইটিস ইত্যাদি কারণে মাথাব্যথা হতে পারে। চক্ষুজনিত মাথাব্যথা সাধারণত চোখে, কপালের দু'দিকে কিংবা মাথার পেছনে হয়ে থাকে। চক্ষুজনিত মাথাব্যথায় চক্ষু বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

হরমোনজনিত মাথাব্যথা ঃ নারীদের মাসিকের সময় হরমোনের ওঠানামার কারণে মাথাব্যথা হতে পারে। জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে মাথাব্যথা হতে পারে। মাসিক চক্র শেষ হলে কিংবা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাওয়া বন্ধ করলে এই ধরনের মাথাব্যথা ভালো হয়ে যায়।

হাঁপানি হলো শ্বাসনালির এক ধরনের অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া

দুরন্ত বার্তা ঃ অ্যাজমা বা হাঁপানি হলো ইমিউনজনিত শ্বাসনালির এক ধরনের অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া। বংশানুক্রমিকভাবে এই রোগে আক্রান্ত সন্তান, যাদের শ্বাসনালি খুবই সেনসেটিভ, বিভিন্ন উত্তেজক বস্তু বা অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এসে উত্তেজিত হয়ে ফুলে ওঠে। এর ফলে তাদের শ্বাসনালির মধ্যে কফের নিঃসরণ বেড়ে যায় এবং শ্বাসনালি সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় শুরু হয় লাগাতার কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে চাপ ইত্যাদি।

রোগের কারণ ঃ হাঁপানি কোনো সংক্রামক ব্যাধি নয়। শীতের এই সময়টি ছাড়াও বাড়ির আশপাশে যদি কোনো পরিবেশ দূষণকারী কলকারখানা থাকে অথবা অতিরিক্ত ধোঁয়া, ধুলো, ফুলের রেণু ইত্যাদি থাকে, তবে আপনার সন্তানের হাঁপানি হতে পারে। শীতের সময় কুয়াশা, সোয়েটার, লেপ-কম্বলের মাইট বা কাপড়ের মাঝে থাকা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পোকা হাঁপানির অন্যতম কারণ।

রোগের লক্ষণ ঃ হাঁপানি দেখা দিলে শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় শোঁ শোঁ শব্দ, আর একটু বড় শিশুদের বুকে চাপ, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা ইত্যাদি হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অল্প কাজেই পরিশ্রান্ত হওয়া বা হাঁপিয়ে ওঠা, রাতে একটানা ঘুম না হওয়া, অল্প খেলাধুলায় হাঁপিয়ে যাওয়া-এসব হাঁপানি রোগের অন্যতম লক্ষণ।

হাঁপানির চিকিৎসা ঃ হাঁপানি রোগের স্থায়ী কোনো প্রতিকার নেই। এমন কোনো ওষুধ নেই, যা হাঁপানি রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করে দেয়। এই রোগের আদর্শ চিকিৎসা হলো নেবুলাইজার বা ইনহেলারের মাধ্যমে ব্রংকোডাইলেটর জাতীয় ওষুধের মাধ্যমে শ্বাসকষ্টের উপশম করা।

মুখে খাওয়ার থিওফাইলিন বা সালবিউটামল জাতীয় ওষুধে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অনেক বেশি। যেহেতু ইনহেল করা ওষুধ সরাসরি

ফুসফুসে পৌঁছায়, তাই এক্ষেত্রে রোগীর (ওষুধের) খুব সামান্য অংশের প্রয়োজন হয় এবং তা তাড়াতাড়ি কাজ করে। অনেকে অজ্ঞাতবশত ইনহেলারকে শেষ এবং ক্ষতিকর চিকিৎসা মনে করে থাকেন, যা একেবারে অমূলক। চিকিৎসকরা সাধারণত দু'ধরনের ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। প্রশমনকারী বা রিলিভার (সালবিউটামল) এবং প্রিভেন্টার বা প্রতিরোধক। প্রিভেন্টার হলো স্টেরয়েড, যার কাজ হলো শ্বাসনালির সংবেদনশীলতাকে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা। তাই এই ধরনের ওষুধগুলো নিয়মিত নিতে হয়। আর যদি কোনো অ্যান্টিজেন বা অ্যালার্জেন শ্বাসনালিকে উত্তেজিত করে, কাশি শুরু হয় বা নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় তবেই রিলিভার জাতীয় ওষুধগুলো নিতে হবে। অর্থাৎ প্রয়োজনে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী (রিলিভারপ্রিভেন্টর) দুটোর মাধ্যমেই চিকিৎসা চালিয়ে নিতে হবে।

প্রিভেন্টার বা প্রতিরোধক প্রথমে দিনে দু'বার করে শুরু করার পর যদি ন্যূনতম ছয় মাস যদি রোগী রোগমুক্ত থাকে, তবে চিকিৎসক এই ওষুধের ডোজ কমিয়ে আনেন। আর এই কম ডোজ যদি একবার করে দিয়েই রোগী দিব্যি ভালো থাকে তবে তা ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাঁপানির সমস্যা যেন কম হয় এজন্য মন্টিলুকাস্ট জাতীয় ওষুধ সেবনের পরামর্শ চিকিৎসকরা দিয়ে থাকেন।

শিশুর হাঁপানি ঃ হাঁপানি ঘন ঘন দেখা দিলে শিশুর শরীর পরিমিত অক্সিজেন পায় না। আর অক্সিজেনের অভাবে দেহের বিভিন্ন কোষের গঠন বৃদ্ধি সঠিকভাবে হতে না পারায় শিশুটির গ্রোথ ফেলিওর হয়। এমনকি দীর্ঘমেয়াদি হাঁপানির কারণে শিশুর বুকের গড়ন পায়রার বুকের খাঁচার আকার ধারণ করতে পারে। এজন্য হাঁপানি প্রতিরোধের ব্যাপারে শিশুর বাবা-মাকে অধিক নজর দিতে হবে। শীতের সময় গরম কাপড়গুলো ধুয়ে অথবা রোদে দিয়ে পরতে হবে। অ্যালার্জিক বা উত্তেজক বস্তু, খাবার, ধুলাবালি এসব থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে। আশা করি শীতের এই সময়টিতে আপনার সাবধানতা তথা স্বাস্থ্য সচেতনতায় শিশু হাঁপানি জাতীয় কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ গর্ভধারণের সময় শারিরীক মিলনে কোনরকম ঝুঁকি আছে?

উত্তর ঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সব দম্পতির চাওয়া থাকে সন্তান। একজন মা গর্ভাবস্থায় সব ধরনের সর্তকতা অবলম্বন করে থাকে। সন্তানকে পৃথিবীর আলো দেখাতে তিনি সব সুখ বিসর্জন দিয়ে থাকেন। গর্ভবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে অনেক দম্পতি বুঝতে পারে না যে তারা কী করবেন। আর এই নিয়ে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে তাদের মধ্যে। গর্ভাবস্থায় সমাজে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। অনেক দম্পতি মনে করেন এ সময় শারীরিক সম্পর্কে জড়ানো উচিত নয়। এই ধারণা মোটেও সঠিক নয়। অনেকেরই ধারণা গর্ভাবস্থার শারীরিক সম্পর্কের ফলে ভ্রূণ (বাচ্চার) ক্ষতি হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল। গর্ভাবস্থায় ওয়েজাইনা স্ট্রেসের ফলে একটু বৃদ্ধি পায়, এর ফলে গর্ভাশয়ের বাইরের দিকে মিউকাসের একটা ভারী স্তর জমে যায়। তাই এই সময় বাচ্চা সুরক্ষিত থাকে। এই সময় পেটে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। এর মানে এই নয় যে প্রসব বেদনা। তাই ব্যথা হতেই পারে। তবে এর সঠিক কারণ চিহ্নিত করুন। এছাড়া এ বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে পারেন। গর্ভাশয় খুবই স্পর্শকাতর থাকে, মিলনের পরে সামান্য রক্ত আসতে পারে। তবে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। গর্ভাবস্থায় শারীরিক সম্পর্ক হলে ইনফেকশন হতে পারে এটি ঠিক নয়। সঙ্গীর কোনোরকম যৌনরোগ না থাকলে ইনফেকশন হওয়ার সম্ভবনা নেই। তবে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চেষ্টা করুন। গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কেননা এটি মা ও গর্ভের সন্তান উভয়ের জন্য ক্ষতি। তবে ৩-৬ মাসে শরীরে অক্সিটনিক (প্রেমজ হরমোন) বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শারীরিক সম্পর্কের সময় স্ত্রীর তলপেটে কোনো চাপ না পড়ে সে বিষয়ে সর্তক থাকুন। এছাড়া গর্ভকালীন সময় স্ত্রী যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকে তবে শারীরিক সম্পর্কে সমস্যা নেই। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৩৫ বছর। উচ্চতা ৫ ফুট ১ ইঞ্চি। ওজন ৪৫ কেজি। আমার সমস্যা হলো, কোনো ভারি কাজ যেমন-কাপড় কাচা, ঘর মোছা, ভারি রান্নার সময় বেশি নাড়াচাড়া করতে পারি না। এমনকি বাচ্চাদের ডায়েরি লিখলেও ডান হাতের কবজিতে খুব ব্যথা করে। রাতে ব্যথার পরিমাণ বেড়ে যায়। দিন দিন ব্যথাটা আরো তীব্র হচ্ছে। কী করলে এই অসহ্য ব্যথা থেকে পরিত্রাণ পাব?

উত্তর ঃ আপনার এই বর্ণনা শুনে রোগ সম্পর্কে ধারণা করা একটু কঠিন। আপনি এক্স-রে করে একজন অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। পাশাপাশি কুসুম গরম জলে ডান হাতের কবজি ডুবিয়ে ১০-১৫ মিনিট রেখে নাড়াচাড়া করুন। আর যে কাজগুলো করলে ব্যথা বেড়ে যায়, সেগুলো করবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৪৫, উচ্চতা ৬ ফুট, ওজন ৭০ কেজি। দুই মাস আগে আমি সিঁড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে বাঁ পায়ের বৃদ্ধা আঙুলে ব্যথা পাই। তখন একটু রক্তপাত হয়। কাছাকাছি ফার্মেসি থেকে ওয়াশ করে নিই। এক সপ্তাহ পর ব্যথা কমে গেলেও এখন সেই বাঁ পায়ের বৃদ্ধা আঙুলে ভর দিতে পারি না খুব কষ্ট হয়। আমার কী করণীয়?

উত্তর ঃ আপনার পায়ের আঙুলের হাড় বা রগের কোনো সমস্যা হয়েছে কি না, প্রথমে তা জানা দরকার। যদি এই দুয়ের সমস্যা না হয়ে থাকে, তবে এ নিয়ে চিন্তার তেমন কোনো কারণ নেই। এর জন্য একটি এক্স-রে করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। মাঝেমধ্যে কুসুম গরম জলে বাঁ পা ডুবিয়ে আঙুলটা একটু নাড়াচাড়া করতে পারেন।

প্রশ্ন ঃ আমার মুখে, বুকে ও পিঠে অনেক ব্রণ। চিকিৎসা করার পরও সুফল পাচ্ছি না। ব্রণ কী ভালো হয়?

উত্তর ঃ আপনার দেহে সম্ভবত এন্ড্রোজেন হরমোন অনেক বেড়ে গেছে। অত্যাধুনিক কসমেটিকস সার্জারি, রেডিও সার্জারির মাধ্যমে ব্রণ সফলভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব। এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন থেকে আমার বাঁ পায়ের হাঁটুতে অ্যাকজিমা হয়েছে। চিকিৎসা নিয়েও ভালো হচ্ছে না।

উত্তর ঃ বর্তমানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসায় এক সেশনে পায়ের অ্যাকজিমা ভালো করা সম্ভব। এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

রবিবার কলকাতার দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ অন্নদা ঠাকুর মহোদয়ের ১৩৪তম শুভ জন্ম উৎসবের শেষ দিনে শ্রীশ্রী অন্নদা ঠাকুরের প্রতিকৃতি সহ নগর সংকীর্তন ও বিশেষ শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। এছাড়াও শোভাযাত্রায় ছিলেন ব্রহ্মচারী বিবেক ভাই, ব্রহ্মচারী উৎসব ভাই, ব্রহ্মচারী অজয় ভাই ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ। সংঘের বালক, বালিকা, ব্রহ্মচারী ও বহু ভক্ত এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। তথ্য ও ছবি-সুবল সাহা।

নাগরিকত্ব নিয়ে জোড়া আশ্বাস সুকান্ত-শান্তনুর

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১০ ডিসেম্বর ঃ রবিবার নদীয়ার নবদ্বীপ শহরে সারা ভারত কীর্তন বাউল ও ভক্তিগীতি কল্যাণ ট্রাস্ট (শিল্পী সংসদের)-এর মহা সমাবেশের আয়োজন করা হয় নবদ্বীপ ধাম রেল স্টেশন সংলগ্ন রেলওয়ে রিক্রিয়েশনের মাঠে। এদিনের এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি, তথা বালুরঘটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর, সর্বভারতীয় শিল্পী সংসদের সভাপতি সিদ্ধার্থ নস্কর সহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থক সহ কয়েক হাজার মতুয়া, বাউল, কীর্তন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের শিল্পী ও সমর্থকেরা। সেখানেই উপস্থিত হয়ে একাধারে যেমন শান্তনু ঠাকুর সিএএ নিয়ে রাজ্য সরকার সহ কংগ্রেস ও বিরোধীদের একহাত নেন, পাশাপাশি সুকান্ত মজুমদারও একই ভাবে বিরোধীদের কটাক্ষের পাশাপাশি মহুয়া মৈত্রকে নিয়েও তীর্যক ভাষায় কটাক্ষ করেন। শান্তনু ঠাকুর বলেন, ২০০ বছর বাস করার পরেও রোহিঙ্গারা বিতাড়িত হয়েছিল শুধুমাত্র থাইল্যান্ড থেকে আসার কারণে, ভারত ভাগের সময় জাতিগতভাবে এদেশে তাদের বাসস্থান এবং নিরাপত্তা দেওয়ার কথা থাকলেও তা আজও সম্ভব হয়নি। বিগত কংগ্রেস সহ বিরোধী সরকার দায় এড়ালেও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার সিএএ চালু করে আইনের মাধ্যমে দেশবাসী হিসেবে স্থায়ী তালিকায় নাম তুলতে উদ্যোগী হয়েছে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, পাসপোর্ট এই সমস্ত বিভিন্ন বিভাগীয় কাজকর্মের জন্য। বিরোধী রাজনৈতিক দল তা নিয়ে ভুল বুঝিয়ে ভোট বাক্সে লাভবান হলেও মানুষের জন্য ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার। তাই শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, বিহারসহ বিভিন্ন রাজ্যে বসবাসকারী এদেশে আগত বিপুল সংখ্যক মানুষের আগামী প্রজন্মের স্থায়ী বাসস্থানের এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে

সিএএ চালু করে তাদের সুনির্দিষ্ট পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতায় আগামী দুশো বছর বাদে কোন সরকার থাকবে আর তারা কি সিদ্ধান্ত নেবে তা কারোরই জানা নেই। তাই আইনগত স্থায়ী নাগরিকত্ব দিতে চলেছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে একমাত্র বিজেপি সরকার। এ বিষয়ে অত্যন্ত দূরদর্শী এবং মানবিক প্রধানমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সেই সুফল ভোগ করবে আগামী দিনের প্রজন্ম। পাশাপাশি শান্তনু ঠাকুর বলেন, বিগত দিনে যারা এদেশে প্রথম এসেছেন তারা সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা ভোগ সহ নিরাপত্তা পেলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাস করতে হচ্ছে কোথাও রেল লাইনের পাশে, কোথাও খাস জমিতে। এরকম সংখ্যাটা কম নয়। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে লক্ষ লক্ষ পরিবার রয়েছে দুর্দশায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে একমাত্র বিজেপি সরকার তাদের কথা ভেবেছে। এদিনের অনুষ্ঠানের আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই যুগান্তকারী পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে স্থায়ী নাগরিকত্ব পাওয়ার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পরবর্তীতে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, রাম মন্দির স্থাপনে দিন সকলে দীপ বা প্রদীপ জ্বালিয়ে আরও একবার দীপাবলি পালন করা হবে। সারাদেশের মানুষের চাহিদাতে তৈরি হয়েছে রাম মন্দির। সাথে মঞ্চে সকলের সাথে করতাল বাজিয়ে কীর্তনও গাইতে দেখা গেল সুকান্ত মজুমদারকে। এদিন তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মহুয়া মৈত্র প্রসঙ্গে বলেন, ধর্মের কল ঠিক নড়ে, উনি মা কালীকে নিয়ে বিদ্রুপ মন্তব্য করেছিলেন! একবছরও হয়নি, তার জবাব উনি পেয়েছেন। এরপর উনি ভোটে দাঁড়ালে মানুষ তাকে ঠোঙ্গা করে পাঠিয়ে দেবে! পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন। তিনি বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যাবস্থারই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই দাবী করেছিলেন কলকাতার প্রথম সারির সরকারি হাসপাতালে তার ভুল চিকিৎসা হয়েছিলো। তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে ভাবতে হবে! এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পারিবারিক বিয়ের অনুষ্ঠানকেও কটাক্ষ করে বলেন, এই প্রথম দেখলাম সরকারি টাকায় বিয়ে হচ্ছে, এরপর রাজ্য সরকার ও পুলিশ ঘটকালি বা প্রজাপতি অফিস খুলবে। সব মিলিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে নদীয়ার নবদ্বীপে এদিনের এহেন সমাবেশে যে পরিমান জনসমাগম ঘটেছিলো তা বিজেপির যথেষ্ট মনোবল বৃদ্ধি পাবে বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের।

তৃণমূলের রাজনৈতিক কর্মশালায় লড়াইয়ের সুর বেঁধে দিলেন মানস

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ১০ ডিসেম্বর ঃ সবং ব্লকে তিন দিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত রাজনৈতিক কর্মশালার রবিবার শেষ দিনে সবং ব্লকের ১নং দেভোগ, ২নং নওগাঁ, তিন নং ডন্ডরা, ৪নং দশগ্রাম, ৫নং শারতা অঞ্চলের ৪৫০জন কর্মী নিয়ে আলোচনা হয়। যেখানে কোন নেতার বক্তব্য রাখার অবকাশ ছিল না। প্রতিটি বুথ ধরে আলোচনা হয়েছে, ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন, ২০২৩ এর পঞ্চায়েত নির্বাচন, বুধভিত্তিক পর্যালোচনা। সেখানে মন্ত্রী এবং কর্মীদের মধ্যে কথোপকথন হয়। তাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে শেষ দিনের কর্মশালায় উপস্থিত হয়ে রাজ্যের মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা ধরে বিশ্লেষণ করেন। কোথায় কর্মীদের ভুল এবং কোথায় নেতৃত্বদের ভুল সেটা পর্যালোচনা করে জানিয়ে দিলেন। নেতৃত্ব কর্মীদের বললেন সংযত এবং সংশোধন হতে। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি বিভিন্ন ধরনের কমিটি তৈরি করে দিলেন। যারা এখন থেকে সেই সব বুথে তাদের কাজ শুরু করবেন। ইতিমধ্যে দেওয়াল লিখন বেশ কিছু জায়গায় হয়েছে এবং যাদের বাকি আছে তাদের দ্রুত দেওয়াল লিখন করতে হবে। নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে থেকে আমাদের লাভ হবে না। আমাদের এখন থেকে মাঠে নেমে সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। মানস ভুঁইয়া বলেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিদিন বাংলার উন্নয়নের জন্য এবং বাংলার মানুষের স্বার্থে লড়াই করে চলছে। ভারতবর্ষে এই প্রথম এইরকম কোন একটা রাজনৈতিক দল বিজেপি এত হিংসাপরাণ হতে পারে কোন যুগের কোন ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না, কোন ব্যক্তি বা কোন রাজনৈতিক দলকে। দেখেছেন দুদিন আগে আমাদের সাংসদ মহুয়া মিত্রকে কিভাবে সংসদ থেকে বহিষ্কার করা হলো। ভারতবর্ষে ইতিহাসের পক্ষে লজ্জাজনক এবং কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল, এইরকম একটি হিংস্র রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে আমাদের আরও সজাগ থেকে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা আপনাদের পাশে আছে, আমাদের দায়িত্ব এই কথাগুলো সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। রবিবার এই রাজনৈতিক কর্মশালায় মানস ভুঁইয়া সহ উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক শ্রীমতি গীতা ভুঁইয়া। সবং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শেখ আবু কালাম বক্স, ঘাটাল সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি বিকাশ ভুঁইয়া, সবং ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নিশিকান্ত কর সহ আরও অনেকে।

ইভিএম ট্যাবলো

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ ডিসেম্বর ঃ মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সবুজ পতাকা উড়িয়ে ইভিএম প্রদর্শনের ভ্রাম্যমান ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। রবিবার দুপুরে মালদা জেলা প্রশাসনিক ভবন চত্বরে ভ্রাম্যমান ট্যাবলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পীযূষ শালুঙ্খে, সদর মহকুমা শাসক পঙ্কজ তামাং সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। মোট পাঁচটি ট্যাবলো এবং প্রশাসনিক ভবনে সেলফি জোন ও ইভিএম প্রদর্শনের একটি কাউন্টারের উদ্বোধন করা হয় এদিন। অতিরিক্ত জেলা শাসক পীযূষ শালুঙ্খে বলেন, এদিন মোট পাঁচটি ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়। প্রতিটি ট্যাবলোতে প্রদর্শনের জন্য থাকবে ভোট যন্ত্র। জেলার বিভিন্ন ব্লকে ঘুরে ইভিএম প্রদর্শন করা হবে ভ্রাম্যমান ট্যাবলোর মাধ্যমে। ভোটারদের উৎসাহিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইভিএম প্রদর্শনের ভ্রাম্যমান ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হয়।

তৃণমূলে যোগদান

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১০ ডিসেম্বর ঃ সামশেরগঞ্জের চাচন্ড অঞ্চলে বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন ধরালো তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার সকালে সিপিএম থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সিপিএম-এর প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, মর্তুজ আলি এবং বাবর আলীর নেতৃত্বে বেশ কিছু কর্মী-সমর্থক। পাশাপাশি সিপিএম কর্মী ওবাইদুর রহমান, আসমাউল হক, কংগ্রেসের শামসুল আলম সহ বেশকিছু কর্মীরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। নবাগতদের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি তথা সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন সামসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রফিকুল আলম, চাচন্ড অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মুলতান আলি, প্রধান প্রতিনিধি গোলাপ হোসেন, গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রেজাউল করিম, অসিকুল আলম, মোবারক হোসেন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

নিখোঁজের দেহ

দুরন্ত বার্তা, গয়েরকাটা, ১০ ডিসেম্বর ঃ কোচবিহারে নদী থেকে উদ্ধার দু'দিন ধরে নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ। রবিবার জেলার গয়েরকাটায় আংরাভাসা নদী থেকে দেহটি উদ্ধার হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম শম্ভু শর্মা (৪০)। গয়েরকাটার জ্যোতির্ময় কলোনী এলাকার বাসিন্দা। রবিবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারাই গয়েরকাটা চা বাগানের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আংরাভাসা নদীর ধারে ওই ব্যক্তির দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। এরপর পুলিশ ও পরিবারের লোকজনকে খবর দিলে পরে তারা এসে ওই ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, শম্ভু শর্মা দু'দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। গতকাল রাতে তার পরিবারের তরফে বিন্নাগুড়ি আউট পোস্টে তার নিখোঁজের অভিযোগ লিখিতভাবে জানানো হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অনাথ শিশুদের মধ্যাহ্নভোজনে স্ত্রীর শ্রাদ্ধ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১০ ডিসেম্বর ঃ বর্ধমানের নীলপুরের বাসিন্দা তুলসী ভট্টাচার্য্যের ইচ্ছা ছিল সকলকে নিয়ে সকলের মধ্যে বেঁচে থাকা। তুলসী দেবীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে তার স্বামী শুভাশীষ ভট্টাচার্য্যের উদ্যোগে এবং বেশ কয়েকজন উদ্যোমী যুবকের যৌথ সহযোগিতায় গড়ে তোলা হয় ডিএসটি চ্যারিটেবল মিশন নামে একটি সমাজসেবী সংগঠন। সমাজের বয়স্ক, শিশু এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের কল্যাণের জন্যে কাজ শুরুও হয়েছিল বছর খানেক ধরে। কিন্তু এরই মাঝে ক্যানসার আক্রান্ত হয়ে গত ২৭ নভেম্বর পরলোক গমন করেন তুলসীদেবী। কিন্তু তার ইচ্ছা এবং সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতার কথা স্মরণে রেখে অনাথ শিশুদের মধ্যাহ্নভোজনের মাধ্যমে রবিবার তাকে স্মরণ করে মিশনের সকল সদস্য-সদস্যারা। মিশনের পক্ষ থেকে প্রভাস দত্ত, প্রণব বিশ্বাস, বিশ্বনাথ দাস কৈবর্ত্য, সুবীর বসাক, সঙ্গীতা মল্লিক চক্রবর্তী, সুনন্দা বৈশ্য, দীপালী সরকার, রাখি বসাক প্রমুখেরা জানিয়েছেন, লোক দেখানো সমাজসেবী সংস্থা হিসাবে নয়, তাদের মিশনের লক্ষ্য নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করা। সেই লক্ষ্যে তাদের পৌঁছাতে আন্তরিক ভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন মিশনের

প্রাণপুরুষ শুভাশীষ ভট্টাচার্য্য এবং তার সদ্য প্রয়াত সহধর্মিণী তথা মিশনের অন্যতমা প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা তুলসী ভট্টাচার্য্য। তুলসীদেবীর অকাল প্রয়াণে তারা অত্যন্ত মর্মাহত। তাই তারই চিন্তাধারাকে সম্মান জানাতে আত্মীয় পরিজনদের সাথে ব্লাইন্ড একাদেমীর প্রায় ৩০ জন অনাথ শিশুকে এদিন মধ্যাহ্নভোজন করানো হয় এবং তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি পেনসিল বক্সের সেট তুলে দেওয়া হয়। মানুষের মৃত্যুর পর তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অযথা আমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়িয়ে লোকদেখানো এলাহী ভুড়িভোজের আয়োজন না করে যদি দুঃস্থ ও অনাথ শিশুদের মুখে কিছুটা খাবার তুলে দেওয়া হয় তাহলেই মৃতের আত্মার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে বলেই মনে করেন মিশনের সদস্য সদস্যারা। তারা প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে যে কোন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে অনাথ শিশুদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তাও দেন এদিন। উল্লেখ্য, ডিএসটি চ্যারিটেবল মিশনের উদ্যোগে প্রতিমাসে ১০ টি দুঃস্থ শিশুর পুষ্টির দায়িত্বভার গ্রহন, প্রতিদিন সকালে বিনামূল্যে যোগ ব্যায়াম প্রশিক্ষণ, প্রতিমাসে বিনামূল্যে চিকিৎসকের পরামর্শ প্রদান ক্যাম্প, স্বল্পমূল্যে রক্ত পরীক্ষার আয়োজন করে আসছে। ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের কিছু সমাজসেবামূলক কাজের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে মিশনের পক্ষ থেকে।

কর্মীর অভাবে বন্ধের মুখে রেশম নার্সারি

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ ডিসেম্বর ঃ মালদা জেলার আম জগৎ বিখ্যাত। ঠিক সেই রকমই সেই তালিকায় যুক্ত মালদার রেশম শিল্প। একদিকে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে রেশম শিল্প বাঁচাতে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। কৃষকদের প্রশিক্ষণ, আধুনিক সুতো কাটার মেশিন প্রদান করা হচ্ছে রেশম শিল্পীদের। কিন্তু অন্যদিকে কর্মীর অভাবে বন্ধের মুখে উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ রেশম নার্সারি। মালদার ইংরেজবাজার ব্লকের পিঁয়াস বাড়ি এলাকায় রয়েছে এই রেশম নার্সারি। এখান থেকে কৃষকদের তুঁত গাছের চারা, রেশম পোকার গুটি প্রদান করা হয়। সরকারি উদ্যোগে তৈরি এই নার্সারি। একসময় এই নার্সারি থেকে গোটা পশ্চিমবঙ্গে রেশম চাষের জন্য তুঁত গাছ, রেশম পোকা দেওয়া হত কৃষকদের। একসময় এখানে কর্মী সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০ জন। কিন্তু বর্তমানে সেই সংখ্যা ১০ থেকে ১২ জন নেমে এসেছে। আগে এই নার্সারি থেকে ১০ থেকে ১২ হাজার টন গাছের চারা প্রদান করা হতো কৃষকদের। কিন্তু বর্তমানে কর্মীর

অভাবে মাত্র ১০০ থেকে ২০০ টন গাছের চারা প্রদান করা হচ্ছে। ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে গোটা নার্সারি চত্বর। ১৯০ বিঘা জমির উপর তৈরি বিশাল এই নার্সারি এখন আগাছায় ভরপুর। তেমন আর নার্সারিতে উৎপাদন হয় না পলু পোকা থেকে রেশম চারা। সরকারি কোনো উদ্যোগও নেই বলে দাবি স্থানীয়দের। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, নার্সারীর বিভিন্ন সামগ্রী ভবন। যদিও প্রশাসনের উদ্যোগে নতুন করে এই নার্সারির উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান ওই নার্সারির সুপারেনডেন্ট ডঃ মনিশংকর ঘোষ। পোলু পোকা থেকে শুরু করে তার সঙ্গে চারা আরও বেশি করে আবারও উৎপাদন শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে নতুন এই উদ্যোগের ফলে। জেলার এই নার্সারিতে উন্নত মানের পোলু পোকা ও চারা গাছ উৎপাদন হলে জেলার রেশম চাষিরা অনেকটাই লাভবান হবেন। অন্যদিকে এই বিষয়ে মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানান, আমের পাশাপাশি রেশম শিল্পের জন্য পরিচিত মালদা। রেশম শিল্পকে বাঁচাতে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ওই রেশম নার্সারিতে কর্মী নিয়োগ করার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

জমি মাফিয়াদের প্রতিরোধে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১০ ডিসেম্বর ঃ আসানসোল পুরনিগমের ৫৭ নং ওয়ার্ডে জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ স্থানীয় জমি মালিকেরা। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানাতে রবিবার আসানসোল পুরনিগমের ফতেপুর অঞ্চলে স্থানীয় কাউন্সিলারের উপস্থিতিতে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। যেখানে তারা জানান, তাদের নিজেদের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নিজেদের জমি বিক্রি বা নিজেদের পরিস্থিতি অনুসারে বাড়ি তৈরী করতে গেলেই তৃণমূল আশ্রিত জমি মাফিয়ারা এসে বাধা দিচ্ছে। পাশাপাশি নিজের জমিতে সীমানা প্রাচীর সহ কোনো কাজ করতে গেলেই তারা ধেমোমেন অঞ্চলে থাকা তৃণমূল কাউন্সিলার তথা বোরো চেয়ারম্যান সঞ্জয় নোনিয়ার কার্যালয়ে গিয়ে দেখা করতে বলছে। সেখানে দেখা করলে জমির কাগজপত্র দেখাতে বলা হচ্ছে। এরপর নিজেদের ইচ্ছেমত জমির দাম নির্ধারণ করে তাদের পছন্দমত লোকদের জমি বিক্রি করার চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এরপরেও কেউ বাড়ি করতে চাইলে সেই বাড়ির জন্য নির্মান সামগ্রী ওই ব্যক্তি তথা সিণ্ডিকেটের কাছ থেকে কেনার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদের কথার অবাধ্য হলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তারা বাধ্য হয়েই নাগরিক মোর্চা তথা স্থানীয়দের নিয়ে এক কমিটি গড়ে তুলতে এই বৈঠকের আয়োজন করেছেন। তারা চাইছেন, তাদের নিজেদের জমি যেন নিজেদের প্রয়োজনে নিজেদের পছন্দের ব্যক্তিকে বিক্রি সহ সংস্কার সাধন ঘটাতে পারেন। প্রয়োজনে নিজেদের জমিতে যেন বাড়ি তৈরী করতে পারেন। তবে একইসাথে স্থানীয়রা নিজেদের অঞ্চলে পুরনিগমের পরিষেবা হিসাবে পানীয় জল নিকাশি ব্যবস্থা ও পথবাতির কোনো সুবিধা পাচ্ছেন না বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। অন্যদিকে স্থানীয় কাউন্সিলার বলেন, স্থানীয়দের আহ্বানে এই মঞ্চে তিনি উপস্থিত হয়েছেন। স্থানীয়দের উপস্থিতিতে জমি মাফিয়াদের রাশ টানতে একটি কমিটি গঠন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এলাকায় নাগরিক পরিষেবা দিতে তিনি সচেষ্ট। তবে সব কাজ একসাথে করা সম্ভব নয়। এলাকার প্রয়োজন হিসাবে তিনি পুরনিগমে দাবি জানিয়ে একাধিক চিঠি প্রেরণ করেছেন।

কোচবিহারে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যসচিব

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ ডিসেম্বর ঃ উত্তরবঙ্গে রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পার্শ্ববর্তী জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। তারই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কোচবিহারে এসে প্রশাসনিক বৈঠক সারলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী। এদিন জেলার বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে রিভিউ বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী। বিডিও, এসডিও, ডিএম, সিএমওএইচ, কোচবিহার মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল সহ বিভিন্ন আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি। মূলত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত চ্যাংড়াবান্ধায় এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি গড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় বৈঠকে। একই সঙ্গে কোচবিহার বিমানবন্দরের রানওয়ে সম্প্রসারণ করে বড় বিমান নামানোর বিষয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী জানান, চ্যাংড়াবান্ধা এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেন ইতিমধ্যে স্টেট কেবিনেট অনুমোদন দিয়েছে দশটি ল্যান্ড পোর্ট করা হবে। তার মধ্যে একটি হবে চ্যাংড়াবান্ধায়। এর জন্য চ্যাংড়াবান্ধায় ৩০ একর জায়গা রয়েছে। যেহেতু চ্যাংড়াবান্ধা এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠবে সেই কারণে সেখানে একটি ট্রাক টার্মিনাস তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। চ্যাংড়াবান্ধায় ৪০০ একর জায়গায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে। সেখানে ভারী এবং ক্ষুদ্র শিল্প তৈরি করা হবে। এর আগে শিলিগুড়িতে নর্থ বেঙ্গল বিজনেস মিট করা হয়েছিল। কোচবিহার থেকে ইন্ডাস্ট্রি চেম্বার্স এবং ছোট ব্যবসায়ীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। চ্যাংড়াবান্ধায় এই ইন্ডাস্ট্রি কমপ্লেক্স তৈরি হলে কোচবিহারের মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এছাড়াও তিনি এদিন বলেন, কোচবিহার বিমানবন্দরে একটি এক ইঞ্জিনের বিমান পরিষেবা চলছে। সে জায়গায় রানওয়ে সম্প্রসারণ করে ৪০ সিটের এটি আর নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। এদিন বৈঠক শেষে মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন। এবং কোচবিহার রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করেন।

কুড়মালি ভাষা পরব। দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ১০ ডিসেম্বর ঃ রবিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো কুড়মালি ভাষা পরব। কুড়মালি ভাষায় গান, কবিতা পাঠ, সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে রবিবার কুড়মালি ভাষা পরব উদযাপন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ঝুমুর সঙ্গীত শিল্পী ইন্দ্রানী মাহাতো সহ কুড়মালি ভাষার শিল্পী, সাহিত্যিকরা। জানা গিয়েছে, কুড়মালি চিশোই একাডেমীর উদ্যোগে রবিবার কুড়মালি ভাষা পরবের আয়োজন করা হয়। ঝুমুর সঙ্গীতশিল্পী ইন্দ্রানী মাহাতো বলেন,কুড়মালি ভাষার জন্য আজকের দিনের কুড়মালি এই ভাষা পরব অনুদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এজেন্টের মাধ্যমে দুবাইয়ে কাজে গিয়ে আটকে রাজ্যের ১৫

দেশে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিলেন সুকান্ত

জয়দীপ মৈত্র, দক্ষিণ দিনাজপুর, ১০ ডিসেম্বর ঃ এজেন্টের মাধ্যমে দুবাইয়ে কাজে গিয়ে আটকে রয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের দুই যুবক সহ রাজ্যের ১৩ জন। জানা গিয়েছে, মোট ১৫জন আটকে রয়েছেন দুবাইয়ে। তাদের মধ্যে দু'জনের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ড বানগড় কলোনিতে। সম্পর্কে তারা মামা-ভাগ্নে। দেবাশীষ সরকার (২০) ভাগ্নে ও বিপ্লব সরকার(৩৩) মামা। বাকি দু'জনের বাড়ি মালদা জেলা এবং বাদবাকিদের বাড়ি নদীয়া জেলায়। সূত্রের খবর, চলতি মাসের ১লা ডিসেম্বর মালদা জেলার নালাগোলার বাসিন্দা নৃপেন বিশ্বাস ও পাকুয়ার বাসিন্দা দীপক দাস নামে এজেন্টের মাধ্যমে তারা মুম্বই এয়ারপোর্ট থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। এই দুই মালদা জেলার এজেন্ট দুবাইয়ে আটকে থাকা ১৫ জনকে শপিং কমপ্লেক্সে কাজ দেওয়া হবে বলে পাঠান এবং ১৫ জনের কাছ থেকে এই দুই এজেন্ট আড়াই লক্ষ টাকা করে নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এরপর তারা দুবাই পৌঁছানোর পরেই বুঝতে পারেন তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে এবং সেখানে যাওয়ার পরই যারা কাজ দেবে তারাই এই ১৫ জনের কাছ থেকে তাদের পাসপোর্ট ও ভিসা কেড়ে নেয়। এবং তার সাথে সাথেই চলতে থাকে এই ১৫ জনের উপর অকথ্য অত্যাচার। এমনকি তাদের খেতে পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ জানিয়েছে দুবাইয়ে আটকে থাকা ঐ ১৫ জন। বাড়ির লোকেদের বিষয়টি দুবাইয়ে আটকে থাকা ১৫জন জানালে বাড়ির লোক চিন্তিত হয়ে পড়েন। অত্যাচারের সীমা সহ্য করতে না পেরে ও অভুক্ত থাকায় তারা তাদের সমস্যার কথা এক ভিডিওতে রেকর্ড করে বাড়ির লোককে পাঠান। এরপরই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের ১৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা দুবাইতে আটকে থাকা দেবাশীষ সরকারের মা ও বিপ্লব সরকারের দিদি লক্ষ্মী সরকার ও তার পরিবারের লোকজনেরা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদারের সাথে দেখা করে সেই সমস্যার কথা জানান। সুকান্ত মজুমদার সব কথা শুনে তিনি পরিবারের লোকজনকে আশ্বাস দিয়েছেন আগামী সোমবার তিনি বিদেশ মন্ত্রকের সাথে কথা বলে অতি দ্রুত তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবেন। এ বিষয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ

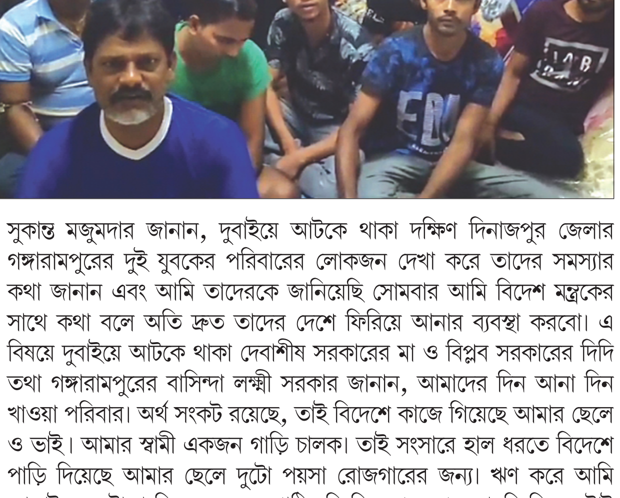

সুকান্ত মজুমদার জানান, দুবাইয়ে আটকে থাকা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরের দুই যুবকের পরিবারের লোকজন দেখা করে তাদের সমস্যার কথা জানান এবং আমি তাদেরকে জানিয়েছি সোমবার আমি বিদেশ মন্ত্রকের সাথে কথা বলে অতি দ্রুত তাদের দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবো। এ বিষয়ে দুবাইয়ে আটকে থাকা দেবাশীষ সরকারের মা ও বিপ্লব সরকারের দিদি তথা গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা লক্ষ্মী সরকার জানান, আমাদের দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। অর্থ সংকট রয়েছে, তাই বিদেশে কাজে গিয়েছে আমার ছেলে ও ভাই। আমার স্বামী একজন গাড়ি চালক। তাই সংসারে হাল ধরতে বিদেশে পাড়ি দিয়েছে আমার ছেলে দুটো পয়সা রোজগারের জন্য। ঋণ করে আমি আড়াই লক্ষ টাকা দিয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছি বিদেশে। এখন ভাবছি কি ভুলটাই না করলাম! বিপদে রয়েছে আমার ছেলে ও ভাই। আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সহ বিদেশ মন্ত্রককে যে আমার ছেলে ও ভাই সহ ওই ১৩ জনকে অতি দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা হোক। দুবাইয়ে কাজে গিয়ে আটকে থাকা ১৫ জনের পরিবারের লোকজন যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। বিদেশ মন্ত্রকের উপর আস্থা রেখে ঐসব পরিবারের লোকজন এখন শুধু বাড়ির লোকদের ঘরে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন।

Name Change

I , Md Reyaz Ahmed S/o : Lt.Md Hanif and Lt.Fatma Bibi , residing at 70, Phears Lane, Kol.73 here by declare through affidavit before Ld. Metropolitan magistrate (1st Class), kolkata dated 03.02.2020 that Md Reyaz Amed and Mohommed Reyaz Ahmed is same and one identical person.

Name Change

I BIDHU BHUSAN ROY,SON OF NIKHIL CHANDRA ROY, RESIDING AT 14Y DESHPRAN SHASMAL ROAD, KOLKATA - 700033,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIDHU BHUSHAN ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT BIDHU BHUSAN ROY AND BIDHU BHUSHAN ROY ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BIJAY OJHA (wrong name) S/O Lt. Bhaku Charan Ojha residing at Vill & PO-Rajnagar, PS-Kakdwip, Dist-South 24 Pgs, W B, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BIJAY KUMAR OJHA, vide an affidavit sworn before the Ld. J.M. 1st Class at Kakdwip, South 24 Pgs on 22/05/2014. BIJAY OJHA and BIJAY KUMAR OJHA both are same and one identical person.

Name Change

I GHYAN SHYAM JHA, S/O RAM PRABODH JHA, R/O 133, INDRA BISWAS ROAD, LADIES PARK, BELGACHIA, KOLKATA -700037, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GHANSHYAM JHA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2023. GHANSHYAM JHA AND GHYAN SHYAM JHA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I JYOTI ARORA(OLD NAME),WIFE OF GURMEET SINGH ARORA, RESIDING AT 5/3/1B M.M. FEDER ROAD,PO-ARIADAHA,PS-BELGHORIA, NORTH 24 PARGANAS, KOLKATA-700057, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JATINDER KAUR ARORA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT 5th COURT BARRACKPORE ON 06/09/2023.THAT JYOTI ARORA AND JATINDER KAUR ARORA ALL ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHAIKH AHMED ALI, S/O TARAWAT ALI, R/O PURBA TENTULKHULI, PO AKRA, MAHESHTALA, DIAMOND HARBOUR, PIN-700140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AHMAD ALI SEKH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2023. AHMAD ALI SEKH AND SHAIKH AHMED ALI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SHAIKH HOSSAIN SHARFUDDIN, S/O MUSTAQUE HOSSAIN, R/O 28, TILJALA LANE, PO TILJALA, PS TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARFUDDIN HOSSAIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2023. SHAIKH HOSSAIN SHARFUDDIN AND SHARFUDDIN HOSSAIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I PARITOSH NANDI, S/O MUKUNDA NANDI, R/O 1/1A, SONALI PARK BAGPOTA ROAD, PO & PS SARSUNA, KOLKATA - 700061, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PARITOS NANDI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2023. PARITOSH NANDI AND PARITOS NANDI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I RIMA ROY,WIFE OF BIDHU BHUSHAN ROY, RESIDING AT 14Y DESHPRAN SHASMAL ROAD, KOLKATA -700033,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIMA CHATTERJEE VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT RIMA ROY AND RIMA CHATTERJEE ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SEKH ABDUL SADER,SON OF SK AYNAL, RESIDING AT NABABPUR,DAKSHIN NAWABPUR,CHANDITALA,HOOGHLY-712701,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SADER ALI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/12/2023.THAT SEKH ABDUL SADER AND SK SADER ALI ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I PURABI NANDI, W/O PARITOS NANDI, R/O 1/1A, SONALI PARK BAGPOTA ROAD, PO & PS SARSUNA, KOLKATA -700061, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PURABEE NANDI, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2023. PURABI NANDI AND PURABEE NANDI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I KOHINUR BIBI, W/O AJIJUL MALLICK, R/O VILL- SABHAIPUR , PO NAKFUL, BONGAON , NORTH24PARGANAS, PIN-743235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KOHINUR MALLIK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2023. KOHINUR MALLIK AND KOHINUR BIBI SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change

I SANTOSH KUMAR TIWARI, S/O RAM TIWARY, R/O 8, CIRCUS MARKET PLACE, CIRCUS AVENUE, PS KARAYA, KOLKATA - 700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTOSH TIWARY, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/12/2023. SANTOSH KUMAR TIWARI AND SANTOSH TIWARY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

অনিশ্চিত চাহার

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর ঃ রবিবার থেকে শুরু হল ভারতের মিশন দক্ষিণ আফ্রিকা। টি২০ ম্যাচ দিয়েই প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে ভারতীয় দল। কিন্তু সিরিজ শুরুর আদেই দুঃসংবাদ ভারতীয় শিবিরে। এই সফরে অনিশ্চিত ভারতীয় দলের পেসার দীপক চাহার। পারিবারিক একটি কারণের জন্য এখনও প্রোটিয়া দেশে যেতে পারেননি দীপক চাহার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ এবং একদিনের সিরিজের দলে আছেন তিনি। তবে শেষপর্যন্ত চাহারের খেলা হবে কিনা সেই নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। একদিনের সিরিজেও অনিশ্চিত। ভারতীয় দলের পেসারের বাবা গুরুতর অসুস্থ, ফলে কঠিন সময়ে পরিবারের পাশেই থাকতে চান দীপক। সূত্র অনুসারে, প্রথম টি২০ ম্যাচের আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছাতেই পারেননি দীপক। এমনকি এই সিরিজে তাঁর অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন আছে। বিসিসিআইয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, দীপক এখনও ডারবানে দলের সঙ্গে যোদ দেননি। তাঁর পরিবারের এক সদস্য হাসপাতালে ভর্তি আছেন, ও পারিবারিক এই অবস্থার কারণে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের থেকে ছুটি চেয়েছে। কারণ কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে থাকতে চাইছে। চাহার দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবে কিনা সেটা ওর পরিবারের সদস্যের শারীরিক অবস্থার উপরেই নির্ভর করছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সদ্য শেষ হওয়া টি২০ সিরিজের মাঝপথে মুকেশ কুমার বিয়ের জন্য ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিলেন। ওই সময় ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন দীপক চাহার। রায়পুরে অজিদের বিরুদ্ধে চতুর্থ ম্যাচে খেলেছিলেন দীপক। পঞ্চম ম্যাচের আগে তাঁকে হঠাৎ বাড়ি ফিরতে হয়। সেই সময় ওই সিরিজে ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব জানিয়েছিলেন, পারিবারিক মেডিকেল এমার্জেন্সির কারণে দীপক চাহারকে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। দীপক চাহার জানিয়েছেন, তাঁর বাবা লোকেন্দ্র সিং চাহারের ব্রেন স্ট্রোক হয়েছে। এই কঠিন সময়ে তিনি বাবার পাশে থাকতে চান। সমস্যা যেন কিছুতেই মিটছে না দীপক চাহারের। চোট-আঘাতের সমস্যা কাটিয়ে দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলে ফিরেছিলেন। একটা ম্যাচও খেললেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দলে থাকলেও সম্ভবত খেলা হচ্ছে না সিএসকে পেসারের।

হাবাসের বার্তা

কলকাতা, ১০ ডিসেম্বর ঃ কলকাতায় আসছেন অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাস। নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে বড় বার্তা দিয়েছেন ইন্ডিয়ান সুপার লিগ খেতাব জয়ী কোচ। বরফ ঢাকা প্রান্তরের সামনে সামনে দাঁড়িয়ে হাসি মুখে নিজের ছবি সহ বার্তা দিয়েছেন তিনি। ইনস্টাগ্রামের পোস্ট অ্যান্টোনিও লোপেজ হাবাস বলেছেন, খুব তাড়াতাড়ি। টেকনিক্যাল স্টাফ ও ক্লাবকে সাহায্য করার জন্য খুব তাড়াতাড়ি কলকাতায় আসছি। আবার সবার সেরা হওয়ার মতো জায়গায় রয়েছি আমরা। মরসুমের শুরুতে মোহন বাগান সুপার জায়ান্টের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন হাবাস। তবে কোচ বা কোচের সহকারী ভূমিকায় তাকে যুক্ত করেনি সবুজ মেরুন ম্যানেজমেন্ট। মূলত পর্দার পিছনে থেকে পরিচালনার কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল ফুটবল মাঠের অভিজ্ঞ স্প্যানিশকে। অনেকে মনে করছেন এবার ক্লাবে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন লোপেজ হাবাস। ময়দানে কানাঘুষো, মোহন বাগান সুপার জায়ান্টের যুব দলের দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে তাকে।

দেশজুড়ে ক্রিকেট পরিকাঠামোর উন্নয়নে নজর দিচ্ছে বিসিসিআই

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর ঃ আয়ের নিরিখে প্রথম বিশ্বের দেশগুলিকে হেলায় হারিয়েছে বিসিসিআই। বর্তমানে মোট আয়ের ক্ষেত্রে শুধু শীর্ষে থাকাই নয়, একইসঙ্গে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। শুধু আয়ের নিরিখেই নয়, এবার পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও প্রথম বিশ্বের দেশগুলিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চলেছে ভারত। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বিসিসিআই সভাপতি থাকাকালীনই নতুন এনসিএ তৈরির ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয়। বেঙ্গালুরুতে ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির পাশেই আরও একটি শাখা চালু করার উদ্যেগ নেয় বিসিসিআই। ঘটা করে হয় ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনও। কিন্তু কয়েক বছর কেটে গেলেও নতুন এনসিএ কবে চালু হবে তার কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশেষে বোর্ড সচিব জয় শাহ দিলেন বিরাট আপডেট। আগামী আগস্টের মধ্যেই নতুন এনসিএ চালু হয়ে যাবে। বর্তমানে আধুনিক ক্রিকেটের সঙ্গে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি ঠাসা ক্রীড়াসূচির জন্য ক্রিকেটাররা চোটের সমস্যার মধ্যেও পড়ছেন। ফলে তাদের দ্রুত ফিট করে তোলাই চ্যালেঞ্জ বিসিসিআইয়ের কাছে। এই পরিস্থিতিতে চাপ বাড়ছে এনসিএ-র উপর। তাই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতি থাকাকালীন নতুন এনসিএ তৈরির করার সিদ্ধান্ত নেন। অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে যেমন হাই পারফরম্যান্স ক্রিকেট সেন্টার আছে তেমনই নতুন এনসিএকে সেইভাবেই গঠন করা হচ্ছে। বিসিসিআই মনে করছে আন্তর্জাতিক স্তরে আরও ভালো পারফরম্যান্সের জন্য প্রয়োজন উন্নত মানের পরিকাঠামো। সেখানে কোচ, সাপোর্ট স্টাফ এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সদস্যরা আরও গভীরে গিয়ে রণকৌশল সাজানোর রসদ পান। পাশাপাশি তরুণ ক্রিকেটারাও পান উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ। সেই লক্ষ্যেই নতুন এনসিএ-কে সাজাচ্ছে বিসিসিআই। এখানেই শেষ নয় প্রতিটি রাজ্যে ক্রিকেট পরিকাঠামোকে আরও উন্নতর করার জন্য অ্যাকাডেমির উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে বিসিসিআই। বিশেষ করে উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে। অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, মিজোরামের মতো রাজ্যগুলি তাদের রাজধানী শহরে অ্যাকাডেমি চালু করবে। খুব দ্রুতই সেই অ্যাকাডেমিগুলি চালু হবে। উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলির ক্রিকেট পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে বিসিসিআই। বোর্ড সচিব জয় শাহ মনে করছেন অ্যাকাডেমির মাধ্যমেই উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলি থেকে নতুন প্রতিভা উঠে আসবে। একইসঙ্গে তিনি আরও জানিয়েছেন, উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে অ্যাকাডেমি তৈরির কাজ অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়েছে, আগস্টের মধ্যেই সেগুলি চালু হয়ে যাবে। পাশাপাশি কাশ্মীরের ক্রিকেট পরিকাঠামো আরও উন্নত করার দিকে নজর দিচ্ছে বিসিসিআই। সব মিলিয়ে নতুন বছরে দেশজুড়ে দেশের ক্রিকেট পরিকাঠামোকে ঢেলে সাজাতে চলেছে বিসিসিআই।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতলো ক্যারিবীয়রা

ব্রিজটাউন, ১০ ডিসেম্বর ঃ দীর্ঘ ১৬ বছর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শনিবার রাতে সিরিজ নির্ধারনী তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেতে আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ বৃষ্টি আইনে ৪ উইকেটে হারিয়েছে ইংল্যান্ডকে। এই জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতলো ক্যারিবীয়রা। ২০০৭ সালে সর্বশেষ ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছিলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। প্রথম দুই ম্যাচ শেষে সিরিজে ১-১ সমতা থাকায় তৃতীয় ও শেষ ওয়ানডেটি অঘোষিত ফাইনালে রুপ নিয়েছিলো। ব্রিজটাউনে দুই ঘন্টার বৃষ্টির কারনে ম্যাচটি ৪৩ ওভারে নামিয়ে আনা হয়। পরবর্তীতে ৩৩ ওভারের পর আবারও বৃষ্টি নামলে ৪০ ওভারে নেমে আস ম্যাচে টস জিতে প্রথমে বোলিং বেছে নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্যাট হাতে নেমে শুরুটা ভালো হয়নি ইংল্যান্ডের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের হয়ে অভিষেক হওয়া পেসার ম্যাথু ফোর্ডের তোপে ৪৯ রানে ৫ উইকেট হারায় ইংলিশরা। দুই ওপেনার ফিল সল্টকে ৪, উইল জ্যাকসকে ১৭ এবং তিন নম্বরে নামা জ্যাক ক্রলিকে খালি হাতে বিদায় করেন ফোর্ড। এরপর হ্যারি ব্রুক ১ রানে রান আউট এবং ইংল্যান্ড অধিনায়ক জশ বাটলারকে শূণ্যতে বিদায় দেন আলজারি জোসেফ। ষষ্ঠ উইকেটে ৯৪ বলে ৮৮ রান যোগ করে ইংল্যান্ডকে লড়াইয়ে ফেরান লিয়াম লিভিংস্টোন ও বেন ডাকেট। ওয়ানডেতে চতুর্থ হাফসেঞ্চুরি করা ডাকেটকে ৭১ রানে বিদায় করে জুটি ভাঙ্গেন পেসার রোমারিও শেফার্ড। হাফসেঞ্চুরির পথে থাকা লিভিংস্টোনকে ৪৫ রানে আউট করেন শেফার্ড। ২৮তম ওভারে ১৪২ রানে সপ্তম উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। শেষ দিকে স্যাম কারানের ১২, রেহান আহমেদের ১৫, গাস অ্যাটকিনসনের অপরাজিত ২০ ও ম্যাথু পটসের অপরাজিত ১৫ রান করেন। এতে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ২০৬ রানের সংগ্রহ পায় ইংল্যান্ড। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফোর্ড ও জোসেফ ৩টি করে এবং শেফার্ড ২টি উইকেট নেন। বৃষ্টি আইনে ৩৪ ওভারে ১৮৮ রানের নতুন টার্গেট পায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেই লক্ষ্যে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই ধাক্কা খায় ক্যারিবীয়রা। ১ রান করা ব্রান্ডন কিংকে বিদায় করেন পেসার গাস অ্যাটকিনসন। দ্বিতীয় উইকেটে ৭৬ বলে ৭৬ রানের জুটি গড়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে লড়াইয়ে রাখেন আরেক ওপেনার অ্যালিক আথানাজে ও কেসি কার্টি। ৭টি চারে ৪৫ রান করা আথানাজেকে শিকার করে জুটি ভাঙ্গেন অ্যাটকিনসন। দলীয় ৭৮ রানে দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে আথানাজে ফেরার পর ইংল্যান্ডের স্পিনারদের ঘুর্ণিতে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ১৩৫ রানে পৌঁছাতেই ষষ্ঠ উইকেট পতন হয় তাদের। শিমরোন হেটমায়ারকে ১২, শেরফানে রাদারফোর্ডকে ৩ ও কার্টিকে ৫০ রানে আউট করেন জ্যাকস। অধিনায়ক শাই হোপকে ১৫ রানে থামান রেহান আহমেদ। এরপর সপ্তম উইকেটে ৩৬ বলে অবিচ্ছিন্ন ৫৬ রান তুলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিরিজ জয় নিশ্চিত করেন রোমারিও শেফার্ড ও ফোর্ড। এর মাধ্যমে ১৯৯৮ সালের পর ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ জয়ের কৃতিত্ব দেখায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ৩টি করে চার-ছক্কায় ২৮ বলে অপরাজিত ৪১ রান করেন শেফার্ড। ১৩ রান করেন ফোর্ড। ইংল্যান্ডের জ্যাকস ২২ রানে ৩ উইকেট নেন। ম্যাচ সেরা হন ফোর্ড ও সিরিজ সেরা নির্বাচিত হন হোপ। আগামী ১৩ ডিসেম্বর থেকে ব্রিজটাউনে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরু করবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও ইংল্যান্ড।

টি২০ বিশ্বকাপে রোহিত শর্মাকে দেখতে চান গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১০ ডিসেম্বর ঃ একদিনের বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠেও হারতে হয়েছে ভারতকে। টিম ইন্ডিয়ার পাখির চোখ এখন থেকেই টি২০ বিশ্বকাপ। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর সাত মাস আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় দলের অধিনায়ক নিয়ে। যাবতীয় চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে একজনই, তিনি রোহিত শর্মা। স্বেচ্ছা নির্বাসন কাটিয়ে টি২০ বিশ্বকাপে দলকে নেতৃত্ব দেবেন নাধকি নিঃশব্দেই শেষ হয়ে যাবে ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফর্ম্যাটে হিটম্যানের কেরিয়ার। শুধু রোহিত নয়, একইসঙ্গে চর্চায় উঠে আসছে বিরাট কোহলির নামও। ২০২২ সালে টি২০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের পর আর ক্রিকেটের ক্ষুদ্রতম ফর্ম্যাটে দেখা যায়নি বিরাট-রোহিতকে। আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপে কী খেলতে দেখা যাবে ভারতীয় দলের দুই মহাতারকাকে? এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। এবার রোহিত-বিরাটদের প্রসঙ্গে মুখ খুললেন গৌতম গম্ভীর। টি২০ বিশ্বকাপে রোহিত-বিরাটদের খেলা প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেছেন, আমি কোনওদিন বয়সকে গুরুত্ব দিই না। আমার কাছে ফর্ম সব সময় গুরুত্বপূর্ণ। যদিও রোহিত ও বিরাট ভালো ফর্মে থাকে তাহলে ওদের দু'জনকেই টি২০ বিশ্বকাপের দলে রাখা উচিত। এবং সেই দলের অধিনায়কের দায়িত্ব রোহিতের কাঁধেই দেওয়া উচিত। কিন্তু এক বছর ধরে টি২০ ফর্ম্যাটে নেতৃত্ব দিচ্ছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। কিন্তু বিশ্বকাপে চোট পাওয়ার জন্য অস্ট্রেলিয়ার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি২০ সিরজে নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয় সূর্যকুমার যাদবের উপর। এই নিয়ে গম্ভীরের বক্তব্য, জানি গত এক বছর ধরে হার্দিক টি২০ ফরম্যাটে অধিনায়কত্ব করছে। তবে রোহিত অন্য পর্যায়ের অধিনায়ক। ও কতবড় অধিনায়ক এবং ব্যাটসম্যান সেটা সদ্য সমাপ্ত একদিনের বিশ্বকাপে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব দেখেছে। তাই রোহিতকে দলে রাখতেই হবে। যদিও অধিনায়ক নিয়ে কিছুটা ধীরে চলো নীতি নিয়েছে বিসিসিআই। টি২০ বিশ্বকাপ জুন মাসে। তার আগে অনেক সময় আছে। আর বোর্ড সচিবের এই মন্তব্যের পরে মনে করা হচ্ছে বোর্ড হার্দিক পাণ্ডিয়ার ফিটনেসের দিকটা দেখে নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে। তাহলে টি২০ বিশ্বকাপে অধিনায়ক থাকবেন না রোহিত! জয় শাহ সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন, এখনও টি২০ বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলের অধিনায়ক নিয়ে কিছুই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। একইসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, এখনই সবকিছু পরিস্কারের দরকার কী?

বেঙ্গালুরুর কোচ হওয়ার লড়াইয়ে কুয়াদ্রাত সহকারী

বেঙ্গালুরু, ১০ ডিসেম্বর ঃ চলতি মরসুমে পাওয়া যাচ্ছে না পরিচিত বেঙ্গালুরু এফসিকে। মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে ধরাশায়ী হওয়ার পর বদলের কথা জানিয়েছেন বেঙ্গালুরু এফসির কর্ণধার পার্থ জিন্দল। এরপর থেকেই গুঞ্জন, দ্রুত কোচ বদল করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ক্লাব। ফুটবল প্রেমীদের মধ্যে জোরালো গুঞ্জন, কোচ বদল করতে চলেছে বেঙ্গালুরু এফসি। এ ব্যাপারে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দলের বর্তমান কোচ সিমেন গ্রেসনের জায়গায় কাকে দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে সে ব্যাপারে চলছে আলোচনা। ভাসছে একাধিক নাম। যার মধ্যে অন্যতম জেরার্ড জারাগোজা। জেরার্ড জারাগোজা আগেও ভারতে কাজ করেছেন। কার্লোস কুয়াদ্রাতের সময়কালে সহকারী কোচের ভূমিকায় বেঙ্গালুরু এফসির দায়িত্বে ছিলেন জেরার্ড জারাগোজা। সোশ্যাল মিডিয়ায় জোরালো দাবি, তাকে এবার হেড কোচ করে নিয়ে আসতে পারে বেঙ্গালুরু এফসি। ২০১৮-১৯ মরসুমে ভারতে ছিলেন তিনি। তারপর একাধিক ক্লাবের হয়ে কোচিং করিয়েছেন ৪১ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ কোচ। শুক্রবার ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ম্যাচে মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল বেঙ্গালুরু এফসি। ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য রেখে খেলেছে মুম্বই সিটি, ম্যাচ জিতেছে ৪-০ ব্যবধানে। চলতি মরসুমে খুব একটা সুবিধাজনক জায়গায় নেই বেঙ্গালুরু এফসি। নয় ম্যাচ পর আইএসএল ক্রম তালিকার নবম স্থানে রয়েছে দল। এখনও পর্যন্ত একটি মাত্র ম্যাচ থেকে এসেছে পুরো পয়েন্ট। ম্যাচের এই ফলাফলের পর নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন বেঙ্গালুরু এফসির কর্ণধার পার্থ জিন্দল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তিনি বলেছেন, এটা বেঙ্গালুরু এফসি নয়। বদল খুব তাড়াতাড়ি আসতে চলেছে। আমরা আগে যেখানে ছিলাম আবার সেখানে ফিরে যেতে হবে। আমি খুবই দুঃখিত, বিচলিত করার মতো বিষয়, ভাবনার বাইরে। এই স্কোয়াড নিয়ে এই খেলা, এটা বেঙ্গালুরু এফসি নয়।

কোটি টাকার বেশি দর মেলায় আরও প্রত্যয়ী বিরাট ভক্ত বৃন্দা

মুম্বই, ১০ ডিসেম্বর ঃ মহিলা প্রিমিয়ার লিগে নিলামের সৌজন্যে রাতারাতি প্রচারের আলোয় উঠে এসেছেন বৃন্দা দীনেশ। মিনি নিলামে প্রথম আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসেবে ১ কোটি টাকার বেশি দর পান বৃন্দা দীনেশ। বয়স ২২। ১.৩ কোটি টাকায় এই ব্যাটারকে দলে নিয়েছে ইউপি ওয়ারিয়রজ। কোটিপতি হওয়ার পর নিজের অনুভূতির কথা জানিয়েছেন বৃন্দা। বিরাট কোহলি এবং অস্ট্রেলিয়ার মেগ ল্যানিংকে দেখেই ক্রিকেটের প্রতি অনুপ্রেরণা হয় বৃন্দার। কিন্তু সম্প্রতি অ্যালিশা হিলির ভক্ত হয়ে উঠেছেন বৃন্দা। নিজের আইকনের নেতৃত্বেই খেলার সুযোগ পেলেন কর্ণাটকের এই প্রতিভাবান মহিলা ক্রিকেটার। মহিলা প্রিমিয়ার লিগে চমকে দিলেন এই ভারতীয় ক্রিকেটার। জাতীয় দলের হয়ে কোনও দিন না খেলেও রাতারাতি কোটিপতি হয়ে গেলেন বৃন্দা দীনেশ। কোটি টাকার দর পাওয়ার পর বৃন্দা বলেন, আমি বিরাট কোহলি এবং মেগ ল্যানিংকে দেখেই বড় হয়েছি। তবে বর্তমানে আমার প্রিয় ক্রিকেটার অ্যালিশা হিলি। তিনি যেভাবে ব্যাট করেন, বড় শট খেলেন সেটা আমার অত্যন্ত প্রিয়। আমি এখন যেখান পৌঁছেছি, সেখানে যেতে ২ বছর সময় লেগেছে। বর্তমানে আমি শটের উপর বেশি জোর দিচ্ছি। স্ট্রাইকের উপর অনেক পরিশ্রম করেছি, আমার মনে হয় এটাই আমাকে এখানে আনতে পেরেছে। কর্নাটকের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে উঠতি প্রতিভাদের মধ্যে বৃন্দা অন্যতম। ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে ২০২২-২৩ মরসুমে ১১ ম্যাচে ৪৭৭ রান করেছেন বৃন্দা। ইন্টার জোনাল ওয়ান ডে-তে ৫ ম্যাচে ১৯৬ রান। তাঁকে নিয়ে নিলামের টেবলে ঝড় উঠবে, এমন প্রত্যাশাই ছিল। আনক্যাপড এই ভারতীয় ব্যাটারের বেস প্রাইস ছিল মাত্র ১০ লক্ষ টাকা। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তাঁকে ১.৩ কোটিতে নিল ইউপি ওয়ারিয়র্স। শুধু টি২০ নয়, একদিনের ক্রিকেটেও ভালো পারফরম্যান্স করেছেন বৃন্দা। মহিলাদের একদিনের ট্রফিতে ৬ ম্যাচে ৩৮৪ রান রয়েছে বৃন্দার নামের পাশে। গত ২ বছর ধরে বৃন্দা দীনেশ কর্নাটক ক্রিকেটের যে উদীয়মান প্রতিভা, তা নিঃসন্দেহে বলা যেতেই পারে। মহিলাদের ক্রিকেটে তিনি ধারাবাহিকভাবে ভালো পারফরম্যান্স করে যাচ্ছেন। হংকংয়ে আয়োজিত এসিসি ইমার্জিং টিমস কাপে ভারতের অনূর্ধ্ব-২৩ ক্রিকেট দলের হয়ে তিনি যথেষ্ট নজর কেড়েছিলেন। যদিও এরপর তাঁকে ভারতীয় ক্রিকেট দলে নেওয়া হয়নি। তবে ওয়ার্ম আপ ম্যাচে তিনি সবাইকে কার্যত চমকে দিয়েছিলেন। তবে আইপিএলে নিজের প্রতিভাকে আরও একবার সমার সামনে নিয়ে আসার সুযোগ পাবেন বৃন্দা।

ভারতের পরাজয়

আবু ধাবি, ১০ ডিসেম্বর ঃ বাবর আজমদের হারের বদলা নিল পাকিস্তানের যুবরা। অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপে ভারতকে হারাল পাকিস্তান। সেইসঙ্গে দাদাদের হারের বদলাও নিল ভাইরা। রবিবার দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে মুখোমুখি হয়েছিল দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে পাকিস্তানের অধিনায়ক শাদ বেগ টসে জিতে বোলিং করার সিদ্ধান্ত নেন। ভারতের ব্যাটিং এই ম্যাচে খুব একটা ভালো হয়নি। উদয় শাহরান ৬০ ও শচিন ধাস ৫৮ রান করেন। এছাড়া আর কেউ সেভাবে বড় রান করতে পারেননি। ভারতের অধিনায়ক উদয় সাহারান, আদর্শ সিং এবং শচিন ধাসের অর্ধশতকের ভিত্তিতে ৯ উইকেটে ২৫৯ রান করে টিম ইন্ডিয়া। মহম্মদ জিশান নেপালের বিরুদ্ধে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন। এদিন ভারতের বিরুদ্ধেও ৪ উইকেট নেন তিনি। এই ম্যাচে তিনি পাকিস্তানের সবচেয়ে সফল বোলার। ১০ ওভারে ৪৬ রান দিয়ে ৪ উইকেট নেন। যদিও এতে রান তাড়া করতে পাকিস্তানকে বেগ পেতে হয়নি। দ্বিতীয় উইকেটে শাহজাইব খানকে সঙ্গে নিয়ে আজান আওসি ১১০ রান যোগ করেন। আর সেখানেই খেলার রাশ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় পাক যুব দল। শাহজাইব ৮৮ বলে ৬৩ রানে আউট হলেও, শতরান করেন আজান। তিনি ১৩০ বলে ১০৫ রানে অপরাজিত থাকেন। অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের শুরু বেশ ভালো করেছিল ভারতীয় দল। প্রথম ম্যাচে তারা হারায় আফগানিস্তানকে। ফলে প্রথম ম্যাচ জিতে অনেকটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল ভারত।

কাশ্মীর নজরে জাতীয় দলে খেলা

চন্ডীগড়, ১০ ডিসেম্বর ঃ আইপিএলের সৌজন্যে অনেক অনামী ক্রিকেটারই রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেন। বর্তমানে মাঠে নামার আগেই নিলামের মঞ্চেই তারকা হয়ে উঠেন অনেকে। ঠিক যেমন শনিবার মুম্বইয়ে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের নিলামে কোটিপতি হয়ে প্রচারের আলোয় চলে এসেছেন কাশ্বী গৌতম। মেগা টি২০ এই টুর্নামেন্টে ভালো পারফরম্যান্স করে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়াই লক্ষ্য কাশ্বী গৌতমের। শনিবার দুপুর পর্যন্ত ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে ওই নামটা অনেকের কাছেই অজানা ছিল, সেই কাশ্বী গৌতম ২ কোটি দর পেলেন। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু, ইউপি ওয়ারিয়র্স, গুজরাত জায়ান্টসের মধ্যে তুমুল দড়ি টানাটানির পর শেষ হাসি হাসল গুজরাতই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এখনও ভারতীয় দলের হয়েই খেলেননি কাশ্বী। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরম্যান্স করেই তারজন্য খুলে গেল মহিলা প্রিমিয়ার লিগের সিংহ দরজা। নিলামে রেকর্ড মূল্য পাওয়ার পর একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদমাধ্যমে পেসার কাশ্বী গৌতম বলেন, আপনি যখন কোনও কিছু শুরু করবেন, সেটা নিয়ে অড়েক দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকবে। কিন্তু সেই কাজটাকে নিয়ে যখন এগোতে শুরু করবেন তখন পরিশ্রমই আপনার কাছে মূল মন্ত্র হবে। এখন আমার কাছে বিষয়টা খুব পরিস্কার। মহিলা প্রিমিয়ার লিগে ভালো পারফরম্যান্স করেই আমি ভারতীয় দলে সুযোগ পেতে চাই। একইসঙ্গে কাশ্বী বলেন, আমার কাছে বিষয়টা অবিশ্বাস্য ছিল, অনুশীলন শেষে টিম বাসে আমরা ফিরছিলাম, সেইসময় আমাকে একজন আমি মহিলা প্রিমিয়ার লিগে দল পেয়েছি, আমাকে নিয়ে টাকার দর বাড়ে শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হই। এটা আমার কাছে বিরাট সুযোগ নিজের প্রতিভাকে সকলের সামনে নিয়ে আসার জন্য। মিতালি রাজ আমাদের সবার কাছে অনুপ্রেরণা, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাব এবং টিপস নেওয়ারও। কার বিরুদ্ধে বল করার জন্য উত্তেজিত হয়ে আছেন? এর উত্তরে কাশ্বী বলেন, অ্যালিশা হিলির উইকেট পাওয়াই আমার লক্ষ্য, পাশাপাশি আছেন হ্যালি ম্যাথিউজ। চণ্ডীগড়ের ডান হাতি পেসার প্রথম নজরে পড়েন তিন বছর আগে। অনূর্ধ্ব ১৯ ঘরোয়া ওয়ান ডে টুর্নামেন্টে। অরুণাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক সহ একাই নিয়েছিলেন ১০ উইকেট। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। মেয়েদের টি২০ চ্যালেঞ্জে জায়গা করে নেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য পেলেও ভারতীয় টিমে ঢুকতে পারেননি। এবার স্বপ্ন পূরণের দুয়ারে কাশ্বী গৌতম, সৌজন্যে মহিলা প্রিমিয়ার লিগ।

কোলো মুয়ানির গোলে পিএসজির কষ্টার্জিত জয়

প্যারিস, ১০ ডিসেম্বর ঃ রানডাল কোলো মুয়ানির গোলে লিগ ওয়ানে পিএসজি ২-১ ব্যবধানে নঁতেকে পরাজিত করেছে। আরেক ম্যাচে রেনেকে একই ব্যবধানে পরাজিত করে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে মোনাকো। ব্র্যাডলি বারকোলার দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে বিরতির ঠিক আগে এগিয়ে যায় পিএসজি। মোস্তফা মহম্মদের হেডে ৫৫ মিনিটে সমতায় ফিরে নঁতে। ম্যাচ শেষের সাত মিনিট আগে ছয় গজ দুর থেকে কোলো মুয়ানি ঘরের মাঠ পার্ক ডি প্রিন্সেসে পিএসজিকে জয় উপহার দেন। এই জয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মোনাকোকে ৬ পয়েন্টে ব্যবধানে পিছনে ফেলে শীর্ষস্থান মজবুত করেছে প্যারিসের জায়ান্টরা। ম্যাচ শেষে পিএসজি বস লুইস এনরিকে বলেছেন, আমি মনে করি বুধবার বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে আমরা আজ প্রথম মিনিট থেকেই নিজেদের এগিয়ে রেখেছিলাম। নঁতে ভালই প্রতিরোধ করেছে। এই ম্যাচের ফলাফল লিগে আমাদের পজিশনকে শক্তিশালী করেছে। প্যারিসে শুরু থেকেই পিএসজির প্রাধান্য ছিল। যদিও নঁতেও ছেড়ে কথা বলেনি। তাদের বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৪১ মিনিটে বারকোলা ডেডলক ভাঙ্গেন। পিএসজির হয়ে এটি বারকোলার প্রথম গোল। ভিটিনহার সাথে লেফট উইংয়ে বল আদান প্রদান করে ২১ বছর বয়সী ফরাসি অ্যাটাকার বারকোলা নঁতের গোলরক্ষক আলবান লাফোন্তেতে পরাস্ত করেন। কিন্তু বিরতির ১০ মিনিটের মধ্যে ম্যাচে ফিরে আসে নঁতে। ফ্লোরেন্ট মোলেটের কর্ণার থেকে পোস্টের খুব কাছে থেকে মহম্মদ গোল করে সফরকারীদের সমতায় ফেরান। ৬১ মিনিটে টিনএজার ওয়ারেন জাইরে এমেরি যখন মাঠে নামেন তখন পিএসজি আত্মবিশাস ফিরে পায়। ঐ একই সময় অধিনায়ক মারকুইনহোস বদলি বেঞ্চে চলে যান। কিন্তু ম্যাচ শেষে ১১ মিনিট আগে গোলদাতা বারকোলার স্থানে কোলো মুয়ানি নামার পর ম্যাচের চেহারা আমুল পাল্টে যায়। চার মিনিট পরই ফরাসি মিডফিল্ডার কোলো মুয়ানি পোস্টের খুব কাছে থেকে মরসুমের চতুর্থ গোল করে পিএসজির জয় নিশ্চিত করেন। লুইস এনরিকে বলেছেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচকে সামনে রেখে এই ম্যাচের মাধ্যমে প্রস্তুতিটা ভালই হয়েছে। ডর্টমুন্ডের বিপক্ষে আগামী সপ্তাহে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে মাঠে নামতে যাচ্ছে পিএসজি। নক আউট পর্বে যেতে হলে এই ম্যাচে জয়ের বিকল্প নেই। রোহাজো পার্কে দ্বিতীয়ার্ধে ভেন্ডারসন ও ইউসুফা ফোফানার গোলে মোনাকোর ২-১ গোলের জয় নিশ্চিত হয়। এই হয়ে নিসকে হঠিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে মোনাকো। বেঞ্জামিন বোরিগেয়াডের শেষ মুহূর্তের পেনাল্টি ও ৭৪ মিনিটে ভেন্ডারসনের লাল কার্ড সত্ত্বেও মোনাকো জয়বঞ্চিত হয়নি। এই জয়ে শীর্ষে থাকা পিএসজির তুলনায় মোনাকো এখন তিন পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে। তৃতীয় স্থানে থেকে সপ্তাহ শুরু করেছিল মোনকো। কিন্তু টানা দুই ম্যাচে জয় তাদের অবস্থানের উন্নতি করেছে। প্রথমার্ধে গোলশুন্য থাকার পর ম্যাচ ধারণা করা হচ্ছিল আগের ম্যাচে মন্টিপিলিয়ার ও লেন্সের মতই ম্যাচটি গোলশুন্য ড্রয়ের দিকেই যাচ্ছে। বিরতির ৬ মিনিট পর ফ্লোরিয়ান বালোগানের অ্যাসিস্টে ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার ভেন্ডারসন মোনাকোকে এগিয়ে দেন। তিন মিনিট পর আমিনে গুরিকে ফাউলের অপরাধে হলুদ কার্ড পান ভেন্ডারসন। ম্যাচ শেষে ১৫ মিনিট আগে মোহাম্মাদু নাগিদাকে ফাউলের অপরাধে দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তিনি মাঠ ত্যাগে বাধ্য হন। একজন কম নিয়ে খেলেও ৮৫ মিনিটে ফোফানার গোলে ব্যবধান দ্বিগুন করে মোনাকো। ম্যাচে এটি ছিল বালোগানের দ্বিতীয় অ্যাসিস্ট। ৯০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে বোরিগেয়াডের গোলে সান্তনার এক গোল পরিশোধ করতে পেরেছে রেনে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪ লেনিন সরনী, কলকতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন, কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India Press 74, Lenin Sarani, Kolkata-700013,
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com whats App-9874301615